মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন'৯৯

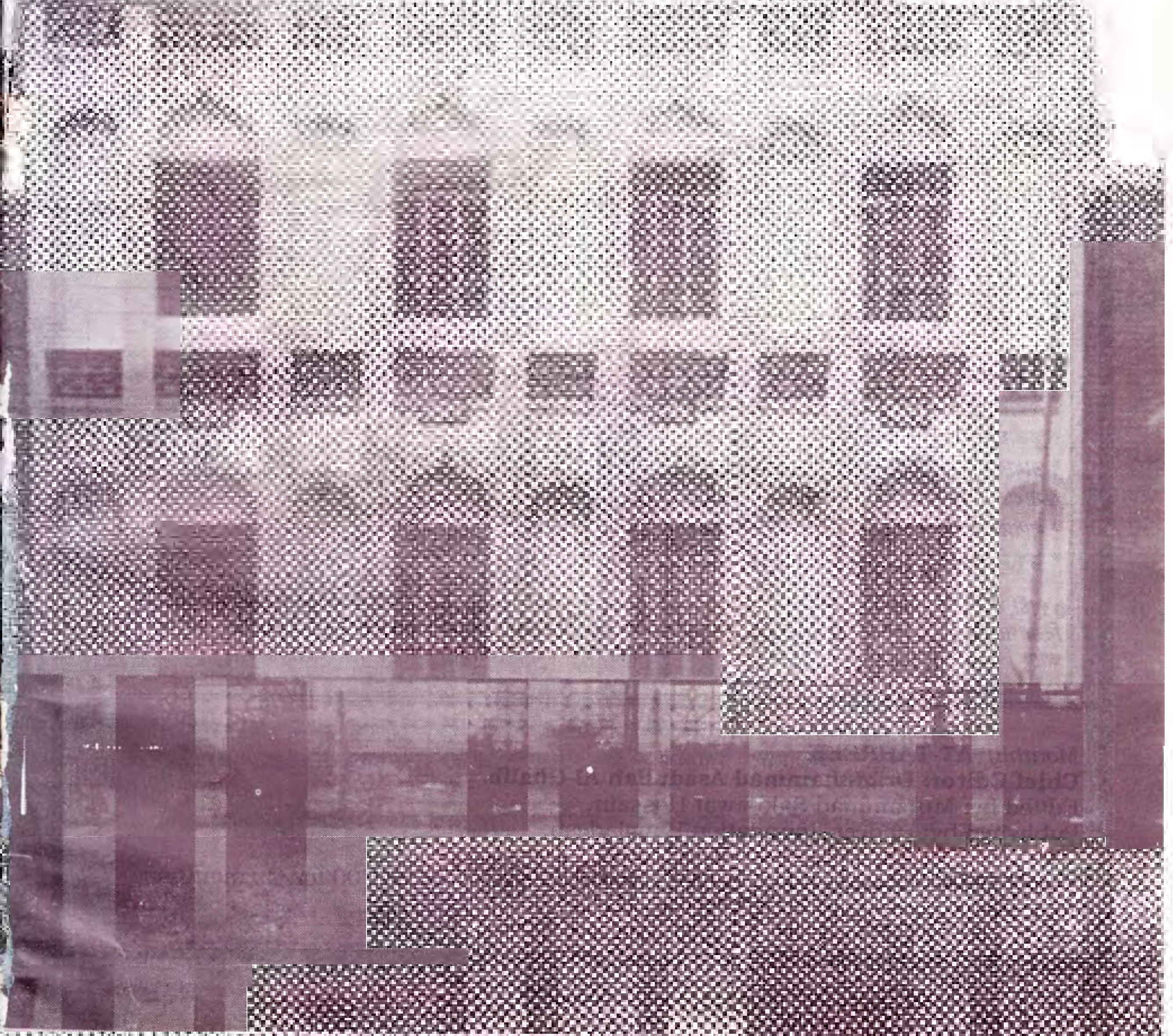

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية دينية
جلد: ٢ عدد: ٩، صفر ١٤٢٠هـ /يونيو ١٩٩٩م
رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত শরীফপুর দোতলা আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, জামালপুর।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=(ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফ্‌ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা
ছফর ১৪২০ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাং
জুন ১৯৯৯ ইং

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
প্রধান সম্পাদক ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
মাদরাসা ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২, ৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ০৭
- প্রবন্ধ ঃ
  - ০ আল্লাহর নাযিকৃত 'অহি' বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ১৪
    – অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী
  - ০ কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল ১৮
    – অনুবাদঃ মুযযাম্মিল হক
  - ০ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ ২০
    – শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
- মনীষী চরিত
  শায়খ আবদুল আযীয বিন বায
  - মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
- চিকিৎসা জগৎ ২৯
  মুখের দুর্গন্ধে করণীয়
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩০
  লোভে পাপ পাপে মৃত্যু
  – এম, এ, বারী
- কবিতা ৩০
  প্রতীক্ষায় –মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
  ইসলামী আন্দোলন –এম,এ, ছাত্তার
  অভিশাপ –হোসনেআরা আফরোয
- সোনামণিদের পাতা ৩১
- স্বদেশ–বিদেশ ৩৫
- মুসলিম জাহান ৪০
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- দিশারী ৪৮
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

কাশ্মীর ট্রাজেডী

ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ও তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কূট চালের ফলশ্রুতি হিসাবে বিগত ৫২ বছর ধরে কাশ্মীরে যে রক্ত ঝরছে, গত কয়েক সপ্তাহে তা তীব্র আকার ধারণ করেছে। অতঃপর গত ২৬শে মে '৯৯ বুধবার সকাল সাড়ে ৭-টায় স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরী মুজাহিদদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ভারত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা (LOC) বরাবর দ্রাস, কারগিল প্রভৃতি পাহাড়ী এলাকায় স্থল ও বিমান হামলা শুরু করেছে। মাত্র কয়েক শ' মুজাহিদকে বিতাড়িত করার জন্য পৃথিবীর ৪র্থ বিমান শক্তির অধিকারী পারমাণবিক শক্তিধর ভারত হঠাৎ চণ্ডমূর্তি ধারণ করে এমন সংহারী আক্রমন শুরু করবে, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। যাকে রীতিমত মশা মারতে কামান দাগা বলা চলে। উল্লেখ্য যে, বিগত ৫২ বছরের মধ্যে এই প্রথম শান্তিকালীন সময়ে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার বিমান শক্তি ব্যবহার করল। ফলে ভারতীয় বিমান ২৭ তারিখে পাকিস্তানী এলাকায় ঢুকে পড়লে তার দু'টি মিগ-২৭ জঙ্গী বিমান ভূপাতিত হয়। একটির পাইলট স্কোয়াড্রন লিডার অজয় আহুজা নিহত হয়। অন্যটির পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নচিকেতা গ্রেফতার হয়। ওদিকে মুজাহিদদের স্টিঙ্গার ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে ২৮শে মে ভারতের ২টি এস আই-১৭ জঙ্গী হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয় ও এর ৪ জন পাইলট নিহত হয়। কাশ্মীরের অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যুদ্ধ সারা কাশ্মীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ার দ্রুত সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে উভয়পক্ষে বহু হতাহত হয়েছে। সাধারণ মুসলিম নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণভয়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাচ্ছে। কসোভোর ন্যায় নিজের দেশেই কাশ্মীরী মুসলমানেরা এখন উদ্বাস্তু হ'তে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, অধিকৃত কাশ্মীরের ১ কোটির উর্ধে মুসলমানকে দমন করার জন্য গত কয়েক বছরে ভারত সেখানে তার ছয় লাখ সৈন্য নামিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপরে ইতিহাসের বর্বরতম নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬০ হাযারের উপরে মুসলমান শহীদ হয়েছে। ভারতের ২৫টি রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাজ্য হচ্ছে কাশ্মীর। যার ৮২% মুসলমান। ভারত বিভাগের সময় নিয়ম মাফিক এটা পাকিস্তান অংশে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাশ্মীরী সন্তান নেহরু ও কাশ্মীরের হিন্দু শাসক **হরি শিং**-য়ের মধ্যে চুক্তির ফলে এবং সাথে সাথে গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের সমর্থনের কারণে কাশ্মীরী সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগণের ইচ্ছা আকাংখাকে পিষ্ট করে ভারত কাশ্মীরকে নিজ অধিকৃত রাজ্যে পরিণত করে। অথচ হায়দারাবাদের মুসলিম শাসক **নিযাম** যখন পাকিস্তানে যোগ দিতে চান, তখন কিন্তু সেখানকার সংখ্যাগুরু হিন্দু প্রজাদের দোহাই দিয়ে ভারত সেটাকে নিজের দখলে নিয়ে নেয়। ১৯৪৮ সালে বিষয়টি জাতিসংঘে যায় ও সেখানে কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছার উপরে বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে 'গণভোট' অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রস্তাব পাস হয়। কিন্তু ভারত এযাবত তাতে কর্ণপাত করেনি। এভাবে বিভিন্ন ছলচাতুরী ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গোয়া, মানভাদর, জুনাগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত গ্রাস করে নেয়। তার সর্বশেষ আগ্রাসনের শিকার হয়েছে **সিকিম**। এভাবে বলদর্পী ভারতের পার্শ্ববর্তী ছোট বড় সকল রাষ্ট্র আজ সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত।

ভারত তার বর্তমান হামলাকে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে হামলা বলে আখ্যায়িত করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দমন করার সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছিল। ভারত বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তখন সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছিল। এমনকি অবশেষে নিজ সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেছিল। অতঃপর দেশ স্বাধীন হয়েছে। অমনিভাবে কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করার সময় ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। এর জবাবে পাকিস্তানের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান মির্যা আসলাম বেগ বলেছেন, 'কাশ্মীরীদের সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য সারা পৃথিবী থেকে যেমন- সুদান, মিসর, ইয়েমেন, বাহরায়েন, আফগানিস্তান এবং অবশ্যই পাকিস্তান থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা আসছেন। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী থেকে নয়'।

কিন্তু হঠাৎ করে ঠিক এই সময় ভারতের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পিছনে উদ্দেশ্য কি? এটা পরিষ্কার যে, মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে গিয়ে পাগলপরা বৃদ্ধ বাজপেয়ী আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবার ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে বিনা উষ্কানিতে এই অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছেন। এবার আর 'রাম মন্দির' নয়, কাশ্মীর ইস্যুতেই তাঁকে নির্বাচনে জিততে হবে। অথচ গত নির্বাচনের সময় তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আর নির্বাচন করবেন না। জানা গেছে যে, ইতিমধ্যে সোনিয়া গান্ধীও এই হামলাকে সমর্থন দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সেখানেও উদ্দেশ্য রাজনীতি।

লণ্ডনের খ্যাতনামা সাপ্তাহিকী 'দি ইকনমিষ্ট' ২২.৫.১৯৯১ সংখ্যায় বলেছিল যে, কাশ্মীরী জনগণকে গণভোটের সুযোগ দিলেই তারা পাকিস্তানের দিকে চলে যাবে। ভারতের তথাকথিত One nation theory বা 'এক জাতীয়তা মতবাদ' ধূলায় লুটাবে'। হয়তবা আসন্ন একবিংশ শতকে ভারতের জন্য নাটকীয় ভাঙ্গণ ও অভিনব পরিবর্তন অপেক্ষা করছে। কেননা উক্ত আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিকীটির অভিমত হচ্ছে যে, 'ভারত মাঝে মাঝে নিজেও সন্দেহ করে যে, সে নিজে একটি অভিন্ন জাতি কি-না। কেননা অসংখ্য ভাষা ও বর্ণ, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিভক্ত ভারতের কয়েকটি রাজ্য এতই বড় যে, তারা নিজেরাই এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা ও পরিচালনা করতে পারে'।

প্রশ্ন হচ্ছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সোল এজেন্ট আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি থাকতে কাশ্মীরের ব্যাপারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত ২৫৬ নং প্রস্তাবটি বিগত ৫০ বছরে কেন বাস্তবায়িত হলো না? কেন কাশ্মীরে তখন থেকেই দৈনিক রক্ত ঝরছে? মা-বোনের ইযযত লুণ্ঠিত হচ্ছে? মানবাধিকার নিয়মিত ভাবে লংঘিত হচ্ছে?

ভুক্তভোগীরা বলেন, এর পিছনে আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী লবি গোপন আঁতাতে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে কাশ্মীরে আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান না ঘটে। যাতে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভারতের মাধ্যমে ধ্বংস কিংবা দুর্বল করা যায় এবং ইউরোপের মুসলিম দেশগুলোর মত দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদেরকেও চিরকাল উদ্বাস্তু করে কিংবা পাশ্চাত্যের দেওয়া খুদ কুঁড়ো খেয়ে করুণার ভিখারী হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

কাশ্মীর পাকিস্তান ভুক্ত হৌক বা স্বাধীন রাষ্ট্র হৌক এটা তাদের ব্যাপার। আমরা চাই সেখনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ হৌক। জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হৌক! পূর্বের তিনটি যুদ্ধের ন্যায় পুনরায় কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ না বাঁধুক। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হৌক!

(প্রঃ সাঃ)

দরসে কুরআন

পরনিন্দাঃ সমাজ দূষণের অন্যতম সেরা হাতিয়ার

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَآ أَدْرَاكَ مَاالْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝ إِنَّهَاعَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

উচ্চারণঃ ওয়ায়লুল লেকুল্লে হুমাযাতিল লুমাযাতি (১) নিল্লাযী জামা'আ মা-লাওঁ ওয়া 'আদ্দাদাহ (২)। ইয়াহ্সাবু আন্না মা-লাহূ আখলাদাহ (৩)। কাল্লা লা ইয়ুম্বাযান্না ফিল হুত্বামাহ (৪)। ওয়া মা আদরা-কা মাল হুত্বামাহ (৫)। না-রুল্লা-হিল মূক্বাদাহ (৬)। আল্লাতী তাত্ত্বালি'উ 'আলাল আফ্ইদাহ (৭)। ইন্নাহা 'আলায়হিম মু'ছাদাহ (৮)। ফী 'আমাদিম মুমাদ্দাদাহ (৯)।

অনুবাদঃ দুর্ভোগ ঐসব লোকদের জন্য যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে (১)। যে অর্থ সঞ্চয় করে ও গণনা করে (২)। সে ধারণা করে যে, তার মাল তাকে অমর করে রাখবে (৩)। কখনোই নয়। অবশ্য অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে 'হুত্বামাহ'র মধ্যে (৪)। আপনি কি জানেন 'হুত্বামাহ' কি? (৫)। তা হ'ল প্রজ্জ্বলিত হুতাশন (৬)। যা হৃদয় সমূহে পৌঁছে যাবে (৭)। এই আগুন তাদেরকে ঘেরাও করে রাখবে (৮)। বিস্তৃত খুঁটি সমূহের মধ্যে (৯)।

শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) ওয়ায়লুন (وَيْلٌ)ঃ অর্থঃ দুর্ভোগ, ধ্বংস, মন্দ পরিণাম, কঠিন আযাব ইত্যাদি। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, এটি জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম। কেউ বলেছেন, এটি জাহান্নামের মধ্যেকার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম (কুরতুবী)। শব্দটি কারু কোন মন্দ পরিণতি সম্পর্কে আগাম হুঁশিয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয় (তাফসীর মারাগী)। وَيْلٌ শব্দটি نكره বা অনির্দিষ্ট বাচক হ'লেও এর দ্বারা বাক্য শুরু জায়েয আছে। কেননা এর মধ্যে দো'আর অর্থ রয়েছে। ফার্রা বলেন যে, وَيْلٌ মূলে ছিল وَيْ অর্থ 'হায়'! যা দুঃখের স্থলে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় وَيْ لِفُلاَنٍ 'অমুকের জন্য দুঃখ'। আরবরা শব্দটির শেষে لٌ যোগ করে শব্দটিকে معرب বা এ'রাব গ্রহণকারী বানিয়ে وَيْلٌ করেছে (কুরতুবী ২/৮ পৃঃ)।

(২) 'হুমাযাহ' (هُمَزَةٌ)ঃ অর্থ সম্মুখে নিন্দাকারী এবং 'লুমাযাহ' (لُمَزَةٌ) অর্থ পিছনে নিন্দাকারী। **মুক্বাতিল** এর বিপরীত বলেন। **ক্বাতাদাহ** ও **মুজাহিদ** বলেন, 'হুমাযাহ' হ'ল ঐ ব্যক্তি যে জনসমক্ষে পরনিন্দা করে এবং 'লুমাযাহ' হ'ল ঐ ব্যক্তি যে মানুষের বংশ ধরে পরনিন্দা করে। **ইবনু কায়সান** বলেন, 'হুমাযাহ' ঐ ব্যক্তি যে তার সাথীদেরকে মন্দ কথা বলে প্রত্যক্ষভাবে কষ্ট দেয় এবং 'লুমাযাহ' হ'ল ঐ ব্যক্তি যে তার সাথীদেরকে চোখের ইশারা ও মুখভঙ্গির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কষ্ট দেয়। তিনি বলেন, কথার মাধ্যমে বা ইশারা-ইঙ্গিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মনোকষ্ট দেওয়া দু'টিই সমান। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এরা হ'ল চোগলখোর। যারা একের কথা অন্যের কাছে লাগায় ও পারস্পরিক বন্ধুত্ব বিনষ্ট করে এবং ভাল মানুষগুলির দোষ ধরায় বাড়াবাড়ি করে'। উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী হুমাযাহ ও লুমাযাহ শব্দ দু'টির প্রায়োগিক অর্থ সমান। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'হাম্মায' হ'ল কথার মাধ্যমে নিন্দাকারী ও 'লাম্মায' হ'ল কাজের মাধ্যমে নিন্দাকারী। যার দ্বারা সে অন্যকে লোকের সামনে অপমান ও অপদস্থ করে।

হুমাযাতুন (هُمَزَةٌ) 'মুবালাগাহ' বা আধিক্য অর্থে এসেছে। অর্থাৎ অধিকহারে নিন্দাকারী। যেমন 'সুখারাতুন' ও 'যুহাকাতুন' (سُخَرَةٌ وَضُحَكَةٌ) 'লোকদের সাথে অধিক ঠাট্টাকারী ও হাস্যকারী'।

(৩) 'আদ্দাদাহূ (عَدَّدَهُ)ঃ অর্থাৎ 'সে একবার মাল গণনার পর পুনরায় গণনা করে অধিক আগ্রহের কারণে' (মারাগী)। **যাহ্হাক** বলেন, 'সে তার মাল-সম্পদকে তার উত্তরাধিকারী সন্তানাদির জন্য প্রস্তুত করে' (কুরতুবী)। উদ্দেশ্য হ'ল, সে তার মালকে নেকীর পথে ব্যয় করা হ'তে বিরত রাখে।

(৪) **আখলাদাহূ** (أَخْلَدَهُ)ঃ 'তাকে অমর করে রাখবে'। প্রত্যেক মানুষই জানে যে, তাকে মরতে হবে। বখীল ব্যক্তিও তা বিশ্বাস করে। কিন্তু তার মাল জমা করার অধিক আসক্তি দেখে মনে হয় সে যেন কখনো মরবে না। মাল তার বয়স বাড়িয়ে দেবে। অথচ কৃপণতা নয় বরং নেকী মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দেয় বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১]

১. *তাফসীর নাছের সা'দী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৯২৫ 'আদাব' অধ্যায় 'বির্র ও ছিলাহ' অনুচ্ছেদ।*

(৫) **কাল্লা** (كَلَّا)ঃ 'কখনোই নয়'। প্রতিবাদ অর্থে আসে। حرف الرَّدْع বা অস্বীকার সূচক অব্যয়। এই সব 'হরফ' বাক্যের إعراب -এ বিষয়ে কোনরূপ 'আমল' করেনা।

(৬) **লাইয়ুম্বাযান্না** (لَيُنْبَذَنَّ)ঃ 'অবশ্য অবশ্য নিক্ষিপ্ত হবে'। ছীগা جمع مذكر غائب বাহাছ لام تاكيد با نون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل مجهول باب ضَرَبَ يَضْرِبُ –

(৭) **ফিল হুত্বামাহ** (فِى الْحُطَمَةِ)ঃ 'হুত্বামাহর মধ্যে'। 'হুত্বামাহ' জাহান্নামের ৬ষ্ঠ স্তরের নাম (মাওয়ার্দী)। **কুশায়রী** বলেন, ২য় স্তরের নাম। **ইবনু যায়েদ** বলেন, জাহান্নামের নাম সমূহের মধ্যে অন্যতম নাম' (কুরতুবী)। উক্ত জাহান্নামের বিশেষভাবে 'হুত্বামাহ' নামকরণের উদ্দেশ্য হ'ল এটা বুঝানো যে, তার অগ্নিগর্ভে যা কিছু নিক্ষেপ করা হয়, সবকিছুকে সে পিষ্ট করে ও ভেঙ্গে চূর্ণ করে দেয়' (কুরতুবী)।

(৮) **তাত্ত্বালি'উ 'আলাল আফ্‌ইদাহ** (تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ)ঃ 'হৃদয় সমূহে পৌঁছে যাবে'। 'তাত্ত্বালি'উ' ছীগা واحد مؤنث غائب বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাবে ইফতি'আল। اِطَّلَعَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا اى عَلِمَهُ 'অমুক ব্যক্তি অমুক বিষয়ে অবহিত হয়েছে' অর্থাৎ জেনেছে। এক্ষণে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে - 'হৃদয়ের উপরে আগুনের তাপ এমন জোরালো ভাবে পৌঁছবে, যেমন ভাবে পৌঁছনো উচিৎ'। أَفْئِدَةٌ একবচনে فُؤَادٌ 'ফুওয়াদ' অর্থ কলিজা, হৃদয়। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন সমস্ত দেহকে পুড়িয়ে তার কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু কলিজাকে না পুড়িয়ে ফিরে আসবে। পুনরায় নতুনভাবে গঠিত দেহ পুড়িয়ে কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ও ফিরে আসবে। এইভাবে জাহান্নামী ব্যক্তি মরেও মরবে না। চিরকাল জাহান্নামে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেতে থাকবে। আল্লাহ বলেন, لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَى 'জাহান্নামে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' (ত্বা-হা ৭৪; আ'লা ১৩)।

(৯) **মু'ছাদাতুন** (مُؤْصَدَةٌ)ঃ 'ঘেরাও'। ছীগা واحد مؤنث বাবে إفعال বাহাছ اسم مفعول মাদ্দাহ أَوْصَدْتُ وأصدتُ الباب، الوصادُ او الإصادُ 'আমি দরজা বন্ধ করেছি'। সেখান থেকে ইসমে মাফ'উল مُوْصَدَةٌ اومُؤْصَدَةٌ অর্থ مُغْلَقَةٌ অর্থাৎ এমন বন্ধ যার চারিদিকে ঘেরাও এবং সেখানে ঢোকার ও বের হবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

(১০) **মুমাদ্দাদাতুন** (مُمَدَّدَةٌ)ঃ 'বিস্তৃত'। অর্থাৎ বিস্তৃত জ্বলন্ত খুঁটি সমূহের মাঝে ঘেরাও থাকবে। ছীগা واحد مؤنث বাবে تفعيل বাহাছ اسم مفعول অর্থাৎ খুঁটি সমূহ গায়ে গায়ে এমনভাবে সাঁটানো ও দাঁড়ানো থাকবে যে, সেখানে কোনরূপ ফাঁক-ফোকর থাকবে না। তাদের ভিতরকার কোন আওয়ায বাইরে আসবে না। জান্নাতীরা জান্নাতে আরাম-আয়েশে মশগূল থাকবেন। আল্লাহ আরশে থাকবেন ও তাদেরকে ভুলে যাবেন। এইভাবে চিরকাল তারা 'হুত্বামাহ'র আগুনে জ্বলতে থাকবে (কুরতুবী)।

عَمُوْدٌ او عِمَادٌ থেকে বহুবচনে عَمَدٌ হয়েছে। অর্থ খুঁটি সমূহ। 'মওছূফ' বহুবচন পুংলিঙ্গ হ'লে তার 'ছিফাত' একবচন স্ত্রীলিঙ্গ হয়। এখানে সেটাই হয়েছে। অর্থাৎ عَمَدٌ 'মওছূফ' বহুবচন পুংলিঙ্গ এবং مُمَدَّدَةٌ ছিফাত একবচন স্ত্রী লিঙ্গ।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যাঃ

এতে ৯টি আয়াত ৩৫টি শব্দ ও ১৩১টি অক্ষর রয়েছে। 'এটি মাক্কী সূরা। যা সূরায়ে ক্বিয়ামাহ-এর পরে নাযিল হয়' (মারাগী)। পূর্ববর্তী 'সূরা আছরে' আল্লাহ পাক বলেছেন যে, দুনিয়ার সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় বিশেষ রহমতে চারটি গুণের অধিকারী করেছেন ও ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। অত্র সূরাতে ক্ষতিগ্রস্থ ও পথভ্রষ্ট লোকদের কিছু চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মুসলিম উম্মাহ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ও যেকোন মূল্যে 'হক'-এর উপরে কায়েম থাকে।

জাহেলী আরবের ধনশালী ও অর্থপূজারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরনিন্দা ও চোগলখুরীর মত মারাত্মক কিছু নৈতিক ত্রুটি ও চারিত্রিক দোষ বর্তমান ছিল। তাদের অনুগামীরাও ঐসব পথভ্রষ্ট নেতাদের দেখাদেখি পরনিন্দায় লিপ্ত হ'ত। ফলে সমাজে সর্বদা অশান্তি ও হিংসা-বিদ্বেষ লেগেই থাকত। ঐসব নেতাদের কোন বিচার দুনিয়াতে হ'ত না। বরং তারা সমাজে বুক ফুলিয়ে চলত ও স্ব স্ব বংশের কবিদেরকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা বলতে প্ররোচিত করত। অতঃপর তা অন্যদের মুখে শত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ত। অথচ যার বিরুদ্ধে এতসব বলা হচ্ছে নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যেত সে উক্ত বিষয়ে নির্দোষ। কিন্তু তার কিছু বলার থাকত না। এভাবে বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদে ফিরত। মনের ব্যথা মনেই গুমরে মরত। সমাজের এইসব পথভ্রষ্ট অহংকারী নেতাদের পরনিন্দা ও চোগলখুরী স্বভাবের পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে অত্র সূরাতে বর্ণিত হয়েছে।

শানে নুযূলঃ

আত্বা ও **কালবী** বলেন, সূরাটি আখনাস বিন শুরাইক্ব-এর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। যে সর্বদা লোকেদের ও বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গীবত করে বেড়াত। **মুক্বাতিল**

বলেন, এটি ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ্র উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে নিন্দা করত ও মুখের উপরে অপমান করত। সীরাত লেখক **মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব** বলেন, আমরা সর্বদা শুনে আসছি যে, সূরাটি উমাইয়া বিন খালফের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে (মারাগী)। কেউ বলেছেন, এটি জামীল বিন আমের আছ-ছাক্বাফীর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। **মুজাহিদ** বলেন যে, এটি বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য নয়। বরং সাধারণ ভাবে ঐসকল লোকের জন্য নাযিল হয়েছে, যাদের মধ্যে ঐ রূপ বদ স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে'। **ইমাম কুরতুবী** বলেন যে, এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের মন্তব্য। **ফার্রা** বলেন যে, সাধারণভাবে সকলের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হ'লেও বিশেষ কোন ব্যক্তিকে খাছ ভাবে ইঙ্গিত করা জায়েয আছে' (কুরতুবী)।

সূরাটির শিক্ষাঃ

অত্র সূরাটিতে ইসলামী সমাজের কৃপণ স্বভাব ও পরনিন্দাকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, যারা মানুষকে সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দা করে ও তাকে অপমান-অপদস্থ করে তৃপ্তি বোধ করে এবং নিজের ধন-সম্পদ ও পদ মর্যাদার অহংকারে স্ফীত হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তাদের ইহকালীন শাস্তি যাই হৌক না কেন, পরকালীন শাস্তি এই যে, তারা অবশ্য অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে 'হুত্বামাহ' নামক বিশেষ জাহান্নামে। যেখানে প্রলম্বিত অগ্নিস্তম্ভ সমূহের মাঝে তাদেরকে পিষ্ট ও চূর্ণ করা হবে। প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে তাদের দেহে চূড়ান্ত কষ্ট দেওয়া হবে। একবার পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হবে ও পুনরায় তাজা করা হবে। এমনিভাবে চিরকাল জাহান্নামের প্রজ্বলিত হুতাশনে তাদেরকে জ্বলতে হবে। তাদের সেদিনকার আর্ত চীৎকার কেউ শুনবে না। তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবে না। বরং দেখা যাবে যে, দুনিয়াতে যার বিরুদ্ধে সে কুৎসা রটাত, গীবত ও পরনিন্দা করত, সেই ব্যক্তি জান্নাতে গিয়ে পরম সুখে বাস করবে। দুনিয়াতে সে ন্যায় বিচার না পেয়ে যে মনোকষ্ট ভোগ করেছিল, জান্নাতে গিয়ে সে তার সব কষ্ট ভুলে যাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে সাময়িক তৃপ্তি লাভকারী ঐ গীবতকারী ও কুৎসা রটনাকারী ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়ে চরম কষ্ট ভোগ করবে। যে কষ্টের কোন তুলনা নেই। সীমা-পরিসীমা নেই।

জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় আছে।[২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে এসব কিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। বর্তমান বিজ্ঞান সৌরজগতের যে সব বিস্ময়কর তথ্য পরিবেশন করছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবী থেকে কয়েক হাযার আলোকবর্ষ দূরে এমন অগ্নিগর্ভ সূর্য সমূহ রয়েছে, যার উত্তাপ আমাদের সূর্য থেকে কয়েক হাযার গুণ বেশী। হ'তে পারে সেগুলিই সেই জাহান্নাম, যার বর্ণনা আমরা হাদীছে পেয়ে থাকি। বিজ্ঞানের মাধ্যমে হাদীছের সত্যতা ক্রমেই প্রতিভাত হচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

২. *বুখারী, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৬৯৬-৯৭।*

অত্র সূরাতে পরনিন্দাকারীদের জন্য নির্ধারিত বাসস্থান 'হুত্বামাহ' নামক জাহান্নামকে আল্লাহ পাক নিজের দিকে সম্বন্ধ করে 'না-রুল্লাহ' (نَارُ اللهِ) অর্থাৎ 'আল্লাহ্র আগুন' বলেছেন, যা কুরআনের অন্য কোথাও বলা হয়নি। বরং সর্বত্র জাহান্নামকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, সম্মুখে বা পশ্চাতে গীবত ও পরনিন্দা করা এমন মহাপাপ, যার কঠিনতম শাস্তির জন্য আল্লাহ পাক বিশেষ একটি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং সেটিকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন, তার বিশেষত্ব বুঝানোর জন্য। যদিও জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এককভাবে তিনিই। তাঁর কোন শরীক নেই।

পরনিন্দার প্রকারভেদঃ

পরনিন্দা দু'ধরনের হ'তে পারে। একটি অস্থায়ী যা কেবল মুখ দ্বারা বলা হয়। অন্যটি স্থায়ী, যা লেখনীর মাধ্যমে বই, পত্র-পত্রিকা, লিফলেট, অডিও বা ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ানো হয়। আরেক ধরণের পরনিন্দা হ'ল দ্রুত প্রচারশীল। যেমন রেডিও, টিভি বা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে একটি মিথ্যা খবর ও পরনিন্দাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। মৌখিক গীবত মানুষ হুবহু মনে রাখতে পারে না বা তার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘায়িত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। পক্ষান্তরে লিখিত গীবত স্থায়ী ও ভয়ংকর। যুগ যুগ ধরে মানুষ ঐ মিথ্যা গীবত ও পরনিন্দাকেই সত্য বলে ভাববে ও তার ভিত্তিতে ভুল সিদ্ধান্ত নেবে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে সে লজ্জিত হবে। পরিণামে মৌখিক গীবতকারীর শাস্তির চেয়ে লিখিত গীবত ও পরনিন্দাকারীর শাস্তি বেশী ও স্থায়ী হবে। আল্লাহ্র সূক্ষ্ম বিচারে কিছুই বাদ পড়বে না। তিনি মানুষের ভিতর-বাহির সবকিছুর খবর রাখেন।

অতঃপর পরনিন্দার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে নিম্নে কুরআন ও হাদীছের কিছু বাণী পেশ করা হ'ল-

পরনিন্দার পরিণতিঃ

(১) আল্লাহ বলেন, 'যারা এ বিষয়টি পসন্দ করে যে, অন্যের কোন লজ্জাস্কর কথা বা কাজ মুমিন সমাজে প্রচারিত হউক। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মান্তিক শাস্তি সমূহ রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না (নূর ১৯)।

(২) 'হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমরা গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে চাইবে?'(হুজুরাত ১২)।

(৩) আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি মিথ্যুকদের আনুগত্য করবেন না। তারা চায় যে, আপনি নমনীয় হ'লে তারাও নমনীয় হবে। আপনি অধিক হারে শপথকারী ও নিকৃষ্ট লোকের আনুগত্য করবেন না। যে পরনিন্দা করে ও একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে বেড়ায়' (ক্বলম ৮-১১)।

(৪) 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের দানসমূহকে খোটা

দিয়ে ও মনোকষ্ট দিয়ে বরবাদ করে ফেল না' (বাক্বারাহ ২৬৪)।

(৫) 'যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, সে বিষয়ের পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রত্যেকটি সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে' (বনী ইস্রাঈল ৩৬)।

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ভাই যেটা অপসন্দ করেন, সেটা আলোচনা করা। বলা হ'ল, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে ঐ দোষ থেকে থাকে যা আমি বলি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহ'লে তুমি গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, তাহ'লে তুমি তাকে 'বুহতান' বা অপবাদ দিলে'।[৩]

(৭) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, শ্রেষ্ঠ মুসলিম কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার যবান ও হাত হ'তে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে'।[৪]

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলমানের পরস্পরের জন্য হারাম হ'ল তার রক্ত, সম্মান ও মাল-সম্পদ'(মুসলিম, রিয়ায হা/ ১৫২৭)। অথচ পরনিন্দার মাধ্যমে অন্য মুসলমানের সম্মানের উপরে আঘাত করা হয়।

(৯) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এদের আযাব হচ্ছে। অথচ এমন কোন বড় বিষয়ের কারণে নয় (যা এরা ছাড়তে পারত না)। একটি হ'ল এই যে, এদের একজন পেশাব থেকে পর্দা করত না। মুসলিম -এর অন্য বর্ণনায় এসেছে 'এরা পেশাব থেকে পবিত্র হ'ত না'। দ্বিতীয় জন পরনিন্দা করে বেড়াত'.. ।[৫]

(১০) হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وفى رواية لمسلم نَمَّامٌ– 'পরনিন্দাকারী বা চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬]

(১১) 'যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'কাফির' 'ফাসিক' 'আল্লাহ্‌র দুশমন' বলে (অথচ ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে তা নয়), তবে ঐ গালিদাতার উপরে তা বর্তাবে'।[৭]

(১২) 'দুইজন গালিদাতার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির উপরে গোনাহ বর্তাবে, যতক্ষণ না মাযলূম ব্যক্তি পাল্টা গালি দেয়'।[৮]

৩. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছা-লেহীন হা/১৫২৩ 'গীবত ও জিহ্বার হেফাযত' অধ্যায়-২৫৪, মিশকাত হা/৪৮২৮।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/১৫১২; মিশকাত হা৬।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৮ 'পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৩।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১৫-১৭।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৮।*

(১৩) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় জিহবা ও গুপ্তাঙ্গের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব'।[৯] কারণ 'এ দু'টো বস্তুই অধিক হারে মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে'।[১০]

(১৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'প্রতিদিন সকালে উঠে বনু আদমের প্রতিটি অঙ্গ জিহবার নিকটে মিনতি করে বলে যে, 'তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর'। কেননা আমরা তোমার সাথে আছি। তুমি সোজা থাকলে আমরা সোজা আছি। আর তুমি বাঁকা হ'লে আমরা বাঁকা বা পথভ্রষ্ট হব'।[১১]

(১৫) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, যখন আমার মি'রাজ হয়, তখন আমি একদল লোকের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যাদের হাতের নখগুলি তামা দিয়ে তৈরী। যা দিয়ে তারা তাদের মুখ ও বক্ষসমূহ ক্ষত-বিক্ষত করছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? জিব্রীল বললেন, এরা হ'ল তারাই যারা দুনিয়াতে তাদের ভাইয়ের গোশত খেয়েছিল ও তাদের সম্মানের উপরে হামলা করেছিল'।[১২] অর্থাৎ গীবত ও পরনিন্দা করেছিল।

পক্ষান্তরে কোন ভাই যদি কোন ভাইয়ের বিরুদ্ধে গীবত ও পরনিন্দা শুনে তার প্রতিবাদ করে, তবে তার ছওয়াব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ، رَدَّ اللّٰهُ عن وَجْهِهِ النَّارَ يومَ القيامة 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের পক্ষে প্রতিবাদ করল, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে আগুনকে সরিয়ে নেবেন'। অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন।[১৩] অন্যের সম্মান রক্ষা করলে এবং গুণ্ডা ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে অসহায় মানুষের ইয্যত ও জান-মাল বাঁচালে উপরোক্ত নেকী পাওয়া যাবে। যদি ঐ ব্যক্তি তাতে নিহত হন, তবে তিনি 'শহীদ'-এর মর্যাদা পাবেন বলে অন্য হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।[১৪]

যেসব কারণে গীবত করা জায়েযঃ

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন যে, সৎ ও শরীয়ত সম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ব্যতীত সম্ভব না হয়, তাহ'লে এ ধরনের গীবতে কোন দোষ নেই। উহা ছয়টি। যেগুলির বিষয়ে অধিকাংশ বিদ্বান একমত। যেমন-

(১) যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের পক্ষ হ'তে বিচারকের নিকটে অভিযোগ পেশ করা।

৯. বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১২।
১০. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৮৩২।
১১. তিরমিযী, রিয়ায হা/১৫২১।
১২. *আবুদাউদ, রিয়ায হা/১৫২৬।*
১৩. *তিরমিযী, হাদীছ 'হাসান' রিয়ায হা/১৫২৮।*
১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাউদ, তিরমিযী, রিয়ায অধ্যায়-২৩৫, হা/ ১৩৫৪, ১৩৫৬।*

(২) অন্যায় প্রতিরোধের স্বার্থে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে শক্তিমানের নিকটে সাহায্য কামনা করা ও অন্যায়কারীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে তা হারাম হবে।

(৩) কেউ যুলুম করলে সেই যুলুমের বর্ণনা দিয়ে মুফতী ছাহেবের নিকটে ফৎওয়া চাওয়া। এটা কারো নাম না নিয়ে বলাই উত্তম।

(৪) খারাবের পরিণতি সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ্কে সাবধান করা ও নছীহত করা। এটা কয়েক ভাবে হ'তে পারে। যেমন-

(ক) হাদীছের সনদ বা তথ্য সূত্রের ভাল-মন্দ যাচাই করা। ক্ষেত্র বিশেষে এটি ওয়াজিব।

(খ) বিয়ে-শাদী বা অন্য কোন বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণকারীর নিকটে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ভাল-মন্দ সঠিক তথ্যাদি তুলে ধরা, যাতে পরামর্শ গ্রহণকারী ব্যক্তি বিপদে না পড়ে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির নিয়ত খালেছ থাকতে হবে। নইলে সে গোনাহগার হবে।

(গ) বিদ'আতী ও ফাসেক্ব ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যকে সাবধান করা, যাতে তার নিকট থেকে 'ইল্‌ম' শিখে কেউ বিভ্রান্ত না হয়। এখানেও শর্ত একটাই যে, ঐ সময় তার নিয়ত থাকবে কেবল-'নছীহত'। অন্য কিছু নয়।

(ঘ) দায়িত্বে অনুপযুক্ত বা অবহেলাকারী ব্যক্তি যখন উপদেশ মানেন না, তখন তার বিরুদ্ধে তার উপরওয়ালার নিকটে অভিযোগ পেশ করা।

(৫) প্রকাশ্য ফাসেক্ব ও বিদ'আতীর বিরুদ্ধে তাঁর পিছনে আলোচনা করা যাবে। যেমন মদখোর, সূদখোর, সন্ত্রাসী, লুটেরা, চোরাকারবারী, মওজুদদার, যেনাকার, ঘুষখোর, চোর-ডাকাত এবং ধর্মের লেবাস পরে শিরক ও বিদ'আতে অভ্যস্ত ব্যক্তি। তবে এই সময় ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কুকর্ম ছাড়া অন্য কিছু আলোচনা করা যাবে না।

(৬) শুধুমাত্র পরিচয় দেবার স্বার্থে কারু কোন ত্রুটির কথা উল্লেখ করা যাবে। যেমন অন্ধ হাফেয, কালা (বধির) মাওলানা, দুখে চাচা, বেঁটে হুযুর, খোঁড়া স্যার ইত্যাদি। তবে কাউকে খাট করা ও অসম্মান করা উদ্দেশ্য হ'লে নিঃসন্দেহে তা হারাম হবে।[১৫]

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের পারস্পরিক গীবত ও পরনিন্দা দেখলে শরীর ভয়ে শিউরে ওঠে। এঁদের পরস্পরের বক্তব্য এছলাহ বা সংশোধনের জন্য না হ'য়ে স্রেফ নিন্দা করার জন্য হচ্ছে, যা সমাজ দুষণের মারাত্মক কারণ। সংশ্লিষ্ট সকলকে তওবা করে আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসা কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। - আমীন!!

১৫. *রিয়াযুছ ছা-লেহীন, ২৫৬ অধ্যায়।*

দরসে হাদীছ

মিথ্যা হাদীছ রটনা ও তার পরিণতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَ لَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَحَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رواه البخارى

১. উচ্চারণঃ 'আন 'আব্দিল্লা-হিব্‌নি 'আমরিন ক্বা-লা ক্বা-লা রাসূলুল্লা-হি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামাঃ বাল্লিগূ 'আন্নী ওয়া লাও আ-য়াহ। ওয়া হাদ্দিছূ 'আন বানী ইস্‌রা-ঈলা ওয়া লা হারাজ। ওয়া মান কাযাবা আলাইয়া মুতা'আম্মিদান ফাল্‌ইয়াতাবাউওয়া' মাক্ব'আদাহূ মিনান্না-র।

২. অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, তোমরা আমার পক্ষ হ'তে লোকদের নিকটে পৌঁছাতে থাক, যদি সেটা একটি আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলদের নিকট হ'তে শোনা কথা বলতে পারো। তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিক![১]

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) **'আমরিন (عَمْرٍو)ঃ** খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আমর বিনুল আছ (রাঃ)। অত্র হাদীছের রাবী হ'লেন তাঁর পুত্র বিখ্যাত হাদীছ লেখক তরুণ ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)। 'আমর' এবং 'ওমর'-এর আরবী বানানের মধ্যে কেবল একটি 'ওয়াও'-এর পার্থক্য। 'ওমর' বানানের শেষে 'ওয়াও' যোগ করলে 'আমর' উচ্চারিত হয়। 'ওমর' গায়ের মুনছারাফ, যা যের ও তানভীন কবুল করে না। কিন্তু 'আমর' মুনছারাফ, যা যের ও তানভীন কবুল করে। সেকারণ এখানে 'আমরিন' উচ্চারিত হয়েছে।

(২) **বাল্লিগূ 'আন্নী (بَلِّغُوْا عَنِّىْ)ঃ** 'তোমরা আমার পক্ষ হ'তে বেশী বেশী করে পৌঁছাও'। ছীগা جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাবে তাফ'ঈল-এর 'মুবালাগা' 'খাছছাহ' অনুসারে আধিক্য বোধক অর্থ হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা লোকদের নিকটে তোমাদের সাধ্য-মত পৌঁছাতে থাক, যা তোমরা গ্রহণ করছ কুরআনের আয়াত সমূহ এবং আমার কথা, কর্ম ও সম্মতি সমূহ সরাসরি আমার নিকট থেকে কিংবা বিশ্বস্ত মাধ্যম সমূহের

১. *বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইল্‌ম' অধ্যায়।*

নিকট থেকে। এখানে 'পৌঁছে দেওয়া' বিষয়টি দু'ধরণের হ'তে পারে। ১- অবিচ্ছিন্ন সনদের মাধ্যমে। অর্থাৎ একজন বিশ্বস্ত রাবী অন্য একজন বিশ্বস্ত রাবীর নিকট থেকে হাদীছ শুনবেন। এমনিভাবে রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত। ২- হাদীছের শব্দাবলী যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেওয়া, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন বা কমবেশী না থাকে। 'পৌঁছে দাও' নির্দেশের মাধ্যমে উক্ত সনদ ও মতন দু'টি বিষয়ই এসে গেছে।

হাদীছে বণী ইস্রাঈলের কাহিনী বর্ণনার জন্য 'হাদ্দিছূ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বনু ইস্রাঈলের কাহিনী তোমরা নিজেদের ভাষায় বলতে পারো। কিন্তু হাদীছ প্রচারের জন্য 'বাল্লিগূ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ 'পৌঁছে দাও'। এখানে মুবাল্লিগ ব্যক্তিকে হাদীছের মধ্যে কোনরূপ যোগ-বিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বরং যা বলা হয়েছে, ঠিক ঠিক ভাবে তাই-ই পৌঁছে দিতে হবে। বিষয়টি লক্ষণীয়।

(৩) ওয়া লাও আ-য়াতান (وَلَوْ آيَةً)ঃ 'একটি আয়াতও যদি হয়'। এখানে 'আ-য়াতান' শব্দের মাধ্যমে 'কুরআনের আয়াত' ও 'হাদীছ' দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা দু'টিই আল্লাহ্‌র 'অহি' এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিরই মুবাল্লিগ বা প্রচারক ছিলেন। তবে কুরআনের পঠন-পাঠন ও চর্চা জনসমাজে হাদীছের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও এখানে 'আ-য়াতান' কথাটি নির্দেশ করার মাধ্যমে একথা বুঝানো হয়েছে যে, হাদীছের প্রচার ও প্রসার তোমাদের সকলের দ্বারা যদি সম্ভব নাও হয়, তথাপি তোমাদের সকলের জন্য সহজলভ্য একটি আয়াত জানা থাকলেও তা প্রচার কর। যদিও তার চাইতে বেশী যরূরী হ'ল হাদীছের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। কেননা তা কুরআনের ন্যায় অধিক প্রচারিত নয়। অথচ বাস্তবে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য হাদীছের প্রয়োজনীয়তা কুরআনের চাইতে বেশী। সেকারণ আল্লামা মাযহার বলেছেন, এর অর্থ হবে بلغوا عنى احاديثى و لو كانت قليلة 'তোমরা আমার পক্ষ হ'তে আমার হাদীছ সমূহ থেকে প্রচার কর, যত কম হৌক না কেন' (মিরক্বাত ১/২৬৪)।

(৪) হাদ্দিছূ 'আন বানী ইসরা-ঈলা وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ ঃ 'বনু ইস্রাঈল থেকে বর্ণনা কর'। অর্থাৎ তাদের থেকে বিশ্বাসযোগ্য কথা সমূহ গ্রহণ কর, যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূলনীতির বিরোধী নয়। এটা এই কারণে যে, শত শত বছর পূর্বেকার সনদ বিহীন কথা যাচাই করা সম্ভব ছিল না। তাই তাদের ঐসব উপকথা ও কাহিনী সমূহ যা আশ্চর্যজনক হ'লেও কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মূলনীতি বিরোধী নয়, সেগুলি তাদের কাছ থেকে শুনে অন্যের কাছে বলায় দোষের কিছু হবে না। যেমন- আউজ বিন উনুকের ঘটনা, বাছুর পূজা থেকে তওবা করার নিদর্শন হিসাবে হাযার হাযার বনু ইস্রাঈলের আত্মহত্যার ঘটনা এবং অনুরূপ অন্যান্য কাহিনীসমূহ যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষণে অন্য হাদীছে ইহুদী-নাছারাদের গ্রন্থ পাঠে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে,[২] তার অর্থ হ'ল ঐসব গ্রন্থের আহকাম অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত বিষয় সমূহ পাঠ করা হ'তে বিরত থাকা। কেননা কুরআন সর্বশেষ এলাহী গ্রন্থ হিসাবে পিছনের সকল এলাহী গ্রন্থের আহকাম 'মানসূখ' বা হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

(৫) কাযাবা 'আলাইয়া (كَذَبَ عَلَيَّ)ঃ 'আমার উপরে মিথ্যারোপ করল'। **কিরমানী** বলেন, এর অর্থ এই যে, 'কারু পক্ষে হৌক বা বিপক্ষে হৌক তার নামে মিথ্যা কথা রটনা করা'। এর ফলে ঐসব লোকের ঐসব ধারণা অমূলক প্রমাণিত হ'ল, যারা ভাবেন যে, আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য হাদীছ তৈরী করা জায়েয আছে। যেমন বিভিন্ন মূর্খ ছূফী বিভিন্ন সূরার ফযীলতে, দিনরাতের ছালাতের ব্যাপারে ও অন্যান্য বিষয়ে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছে। এখানে كَذَبَ -এর পরে عَلَى 'হরফে জার' আনার মাধ্যমে ক্রিয়াপদটিকে متعدى বা সকর্মক করা হয়েছে এবং এর দ্বারা افتراء বা 'মিথ্যারোপ করার অর্থ প্রকাশিত হয়েছে' (মিরক্বাত)।

(৬) মুতা'আম্মিদান (مُتَعَمِّدًا)ঃ 'ইচ্ছাকৃতভাবে'। حال হওয়ার কারণে نصب বা যবর হয়েছে। ছীগা واحد مذكر বাহাছ ইসমে ফা'এল, বাবে ইফতি'আল। عَمْدٌ মাদ্দাহ হ'তে উৎপন্ন হয়েছে। অর্থঃ সংকল্প। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, অনিচ্ছাকৃত ভাবে জাল বা যঈফ হাদীছ বলে ফেল্লে তা ক্ষমার যোগ্য।

(৭) ফাল ইয়াতাবাউওয়া' (فَلْيَتَبَوَّأْ)ঃ 'অতঃপর সে তার ঠিকানা করে নিক'! 'ফা' হরফে আত্ফ বা সংযোজক অব্যয়। এটি শব্দের শেষে কোনরূপ 'আমল' করে না। 'লেইয়াতাবাউওয়া' لِيَتَبَوَّأْ ছীগা واحد مذكر غائب বাহাছ امر غائب معروف। অত্র ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদটির প্রথমে ل 'লামে আমর' যোগ করার ফলে মুযারের শেষ অক্ষর সাকিন হয়েছে এবং প্রথমে فاء عاطفة যোগ হওয়ার কারণে লাম সাকিন হয়ে فَلْيَتَبَوَّأْ হয়েছে। সরাসরি امر حاضر معروف বা আজ্ঞাসূচক ক্রিয়া প্রয়োগ করে 'সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে' একথাটি না বলে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিকে আরও

২. *আহমাদ, বায়হাক্বী; মিশকাত হা/১৭৭ সনদ হাসান; দারেমী, মিশকাত হা/১৯৪ সনদ হাসান।*

বেশী করে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। **আবু মুহাম্মাদ জুওয়ায়নী** জেনে শুনে মিথ্যা হাদীছ রটনাকে 'কুফরী' বলেছেন (মিরক্বাত)।

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

অত্র হাদীছটি অধিক প্রচারিত 'মুতাওয়াতির' (متواتر) হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' সহ অন্যূন ৬২ জন ছাহাবী কর্তৃক হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে যে, এই হাদীছটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' হ'তে একত্রিতভাবে বর্ণিত হয়নি (মিরক্বাত)। কেউ বলেছেন, হাদীছটি ৭০ -এর অধিক ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[৩] উল্লেখ্য যে, ছালাতে রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে আশারায়ে মুবাশ্শারাহ সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী থেকে প্রায় ৪০০ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেকারণে রাফ'উল ইয়াদায়েন -এর হাদীছও 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ভুক্ত বলে ইমাম সুয়ূত্বী মন্তব্য করেছেন।[৪]

অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা ও রটনাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। অন্যের নামে মিথ্যা রটনা ও রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা রটনা কখনোই এক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীন সংক্রান্ত যাবতীয় কথা, কর্ম ও সম্মতি মূলক আচরণকে 'হাদীছ' বলে। হাদীছ আল্লাহ্র 'অহি', যা ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। মুসলিম জীবনের সুউচ্চ প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে কুরআন ও হাদীছরূপী দুই স্তম্ভের উপরে। একটিতে ঘুণ ধরাতে পারলে মুসলিম জীবনে ঘুণ ধরবে। দীর্ঘদেহী রেলগাড়ী দ্রুত গতিবেগ নিয়ে নিশ্চিন্তে সম্মুখে ধাবিত হয় দুপাশে দু'খানা মযবুত রেল পথকে ধারণ করে। যদি একটিতে ত্রুটি হয়ে যায়, তবে চলার পথে এক্সিডেন্ট অবশ্যম্ভাবী। অমনিভাবে কুরআন ও হাদীছকে বুকে ধারণ করে মুসলমান তার দুনিয়াবী জীবন পাড়ি দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী কাফের-মুশরিকরা তাদের নিজস্ব রায় অনুযায়ী স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে। ফলে কাফির ও মুশরিকদের থেকে মুসলমানের জীবন পথ হয় পৃথক। সেকারণ শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে ঐ দুই উৎসের মধ্যে ঘুণপোকা ঢুকাতে।

শী'আদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে সে প্রথমে কুরআনের মধ্যে সন্দেহবাদ সৃষ্টি করে। কুরআন নাকি ছিল ৪০ পারা এবং আয়াত সংখ্যা নাকি ছিল ১৭০০০। আলী (রাঃ) সম্বন্ধীয় আয়াতগুলিকে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) শত্রুতা করে গায়েব করে দিয়েছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। ছাহাবায়ে কেরামের তীব্র প্রতিরোধের মুখে এই বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহ মুক্তি পেয়েছে। যদিও শী'আ নাম ধারণ করে আলী (রাঃ)-এর মিথ্যা ভক্তেরা আজও ঐসব ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা প্রচার করে থাকে।

শয়তান পরবর্তী ধোকা সৃষ্টি করে হাদীছের মধ্যে। ৩৭ হিজরীর পরে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাতকে কেন্দ্র করে যখন খারেজী, শী'আ, মুরজিয়া প্রভৃতি বিদ'আতী ফের্কা সমূহের সৃষ্টি হয়, তখন তারা মিথ্যা হাদীছ রটনার মাধ্যমে পরস্পরে উপরে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ফলে বর্ণনাকারীদের সত্যতা যাচাই করা শুরু হয়। যা পরবর্তীতে 'রিজাল শাস্ত্র' নামে পৃথক শাস্ত্রের রূপ ধারণ করে।

খ্যাতনামা তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন যে, 'লোকেরা আগে হাদীছের সনদ যাচাই করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ শুরু হ'ল, তখন হাদীছটির বর্ণনাকারী কে তা যাচাই করা হ'তে লাগল। আহলেসুন্নাত দলভুক্ত হ'লে তার হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু বিদ'আতী দলভুক্ত হ'লে তার হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[৫] পরবর্তীতে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১) হাদীছ সংকলনের জন্য রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেন।[৬] এভাবে বাস্তব কারণের প্রেক্ষিতে হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগে কুতুবে সিত্তাহ্র মুহাদ্দেছীনের হাতে বাছাইকৃত ছহীহ হাদীছ সমূহ পৃথক পৃথক সংকলন রূপে মুসলিম উম্মাহ্র সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। এই বাছাই প্রক্রিয়া পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকে।

বর্তমানে আমাদের সম্মুখে ছহীহ ও যঈফ হাদীছ সমূহ বাছাইকৃত ভাবে মওজুদ রয়েছে। আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের লালিত ধর্মীয় আমল সমূহকে ছহীহ হাদীছের সম্মুখে পেশ করা। যদি মিলে যায়, তবে তা বহাল রাখা। আর যদি গরমিল হয়, তবে তা পরিত্যাগ করা। এ ব্যাপারে কোন কিছুর দোহাই পেড়ে গোঁড়ামী করলে এবং ছহীহ হাদীছ পরিত্যাগ করলে নিঃসন্দেহে বিদ'আতীদের দলভুক্ত হ'তে হবে। আর বিদ'আতীর কোন নেক আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না।

অনেকেই বলেন, হাদীছ কখনো 'যঈফ' হয় না। কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা কখনো যঈফ হয় না। কিন্তু ছাহাবী ও তাবেঈদের বাইরে বর্ণনাকারীদের কেউ যদি নিজেদের থেকে কিছু কথা বানিয়ে বলে কিংবা রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্যের সাথে নিজেদের

৩. *মিন আত্বইয়াবিল মুনাহ ফী ইলমিল মুছত্বালাহ, (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংস্করণ ১৪০০ হিঃ) পৃঃ ১।*
৪. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৭; ফাৎহুল বারী ২/১০০; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০ পৃঃ।*
৫. *মুক্বাদ্দামা মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ১৫।*
৬. ছহীহ বুখারী, ফৎহুল বারী সহ ১/১৪০ পৃঃ।

বক্তব্য জুড়ে দেয় কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে বা ভুলক্রমে কোন একটি শব্দ বা অক্ষর যোগ করে মূল বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, তখনই হাদীছটি মওযূ বা যঈফ হয়ে যায়। কেননা তখন সেটা প্রকৃত অর্থে রাসূলের হাদীছ থাকে না। বরং মধ্যখানের ঐ বিদ'আতী ও মিথ্যা বর্ণনাকারীর জাল বা যঈফ হাদীছে পরিণত হয়ে যায়। সেকারণেই হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ দিনরাত পরিশ্রম করেছেন রাসূলের সঠিক হাদীছ সমূহকে ঐসব বিদ'আতীদের খপ্পর হ'তে মুক্ত করতে এবং ছহীহ হাদীছ সমূহকে বাছাই করে মুসলিম উম্মাহ্র সম্মুখে তুলে ধরতে। আল্লাহ নিজেই এ দায়িত্ব নিয়েছেন (হিজর ৯, ক্বিয়ামাহ ১৯) এবং তিনি তাঁর কিছু বাছাই করা বান্দার মাধ্যমে এই মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। যার ফলে আজকে আমরা সৌভাগ্যবান যে, ছহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহ আমাদের সম্মুখে সংকলিত আকারে মওজুদ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃত থাকবে। যদিও তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকবে।

জাল হাদীছ তৈরীর পিছনে কারণ সমূহঃ

বিভিন্ন স্বার্থের কারণে লোকেরা জাল হাদীছ তৈরী করেছে। যেমন-

১- রাজনৈতিক কারণঃ এব্যাপারে খারেজীদের স্থান সর্বনিম্নে এবং শী'আদের স্থান সর্বোচ্চে। বরং এটাই সঠিক যে, মিথ্যা হাদীছ তৈরী ও রটনার ব্যাপারে সর্বপ্রথম দুঃসাহস দেখায় শী'আরা। আলী (রাঃ)-এর সময়ে ইরাকের কূফা নগরে ইসলামী খেলাফতের রাজধানী থাকায় তাঁর মৃত্যুর পরে শী'আ আধিক্যের কারণে ইরাকই হ'য়ে ওঠে মিথ্যা হাদীছ তৈরীর কেন্দ্রস্থল। ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (৫০-১২৩ হিঃ) বলেন, يخـرج الحـديث من عندنا شبرًا فيرجع إلينا من العراق ذراعًا 'আমাদের কাছ থেকে বের হওয়া এক বিঘত হাদীছ ইরাক থেকে এক হাত হ'য়ে ফিরে আসে'।

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯) ইরাককে دار الضرب বা 'হাদীছ ভাঙানোর কারখানা' বলতেন। ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪) বলেন, মিথ্যা হাদীছ রটনার ক্ষেত্রে বিদ'আতীদের মধ্যে রাফেযী (শী'আ)-দের চেয়ে অধিক আমি কাউকে দেখিনি'।

বলা বাহুল্য শী'আদের তৈরী হাদীছ সমূহ ছিল আলী (রাঃ) ও নবী পরিবারের গুণকীর্তন এবং শ্রেষ্ঠ ছাহাবীবৃন্দ বিশেষ করে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর নিন্দাবাদে ভরা। এমনকি আলী (রাঃ) ও আহলে বায়তের প্রশংসায় তারা প্রায় **তিন লক্ষ হাদীছ** তৈরী করে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই আলী পরিবারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা ইমামত বহাল রাখা।

কিছু নমুনাঃ (ক) আলী (রাঃ)-এর পক্ষে শী'আরা যত হাদীছ তৈরী করেছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হ'ল 'খুম কূয়ার অছিয়ত'। যার সংক্ষিপ্ত সার হ'ল 'বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) 'খুম' নামক কূয়ার নিকট আলীর (রাঃ)-এর হাত ধরে সমবেত ছাহাবীবৃন্দকে লক্ষ্য করে অছিয়ত করলেন এই মর্মে هذا وصـيـى و أخى والخليفة من بعدى فاسمعوا له و أطيعوا 'আলী আমার অছি, আমার ভাই ও আমার পরবর্তী খলীফা। তোমরা এঁর কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে'। অথচ হাদীছটি সর্বসম্মতভাবে মিথ্যা।

(খ) এমনিভাবে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরা হাদীছ তৈরী করে- إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه 'যখন তোমরা মু'আবিয়াকে আমার মিম্বরের উপরে দেখবে, তখন তাকে কতল করে দিয়ো'। উত্তরে মু'আবিয়া ভক্তেরা হাদীছ বানালো- أنت منى يا معاوية و أنا منك 'তুমি আমার থেকে হে মু'আবিয়া এবং আমিও তোমার থেকে'। এ বিষয়ে আরও একটি মজার হাদীছ। যেমন- নবী (ছাঃ) বলেন, 'আমি (মে'রাজ রজনীতে) জান্নাতে গিয়ে মু'আবিয়াকে দেখতে পেলাম না। হঠাৎ সে এসে হাযির হ'লে বললাম, তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? মু'আবিয়া বল্লেন, আল্লাহ্র নিকটে ছিলাম। তিনি ও আমি গোপনে কিছু আলাপ করছিলাম। নবী (ছাঃ) বললেন, দুনিয়াতে তুমি যে উচ্চ সম্মানিত হবে, এটা তারই ইংগিত'।

(গ) উমাইয়া খেলাফত শেষে আব্বাসীয় খেলাফতের সমর্থনে অমনি করে হাদীছ তৈরী করা হয়। যেমন রাসূল (রাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে হাদীছ তৈরী করা হ'লঃ العباس وصيى و وارثى 'আব্বাস আমার অছি এবং আমার উত্তরাধিকারী'। আরও হাদীছ বানানো হ'ল- 'যখন ১৩৫ হিজরী আসবে, তখন সেই যুগটা হ'ল তোমার, তোমার সন্তান সাফ্ফাহ, মানছূর ও মাহদীর জন্য'। বলা আবশ্যক যে, ঐ সময় আব্বাসীয়গণ উমাইয়াদের নিকট থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় দু'টিই কুরায়েশ বংশের অন্যতম দু'টি শাখার নাম।

২- গল্পকার ও বক্তাগণঃ হাদীছ জাল করার কাজে এক শ্রেণীর বক্তা ও গল্পকারগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হাঁসিয়ে, কাঁদিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হাদীছ এরা রটনা করত। যেমন-

(ক) একদা হাদীছ শাস্ত্রের দুই প্রধান দিকপাল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন (রহঃ) এক মসজিদে ছালাত আদায় করার পরে তাঁদের নামে তাঁদের মুখের উপরে জনৈক ওয়ায়েয -এর মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তাঁরা তখন উক্ত

ওয়ায়েযকে ডেকে বললেন, 'আমরা দু'জন এখানে বসা আছি। কই আমরা তো কোনদিন এসব হাদীছ বর্ণনা করিনি'। তখন ওয়ায়েয ব্যক্তি জওয়াবে বলল, 'আপনারা যে এত বোকা তা আপনাদের এখন চিনবার আগ পর্যন্ত জানতে পারিনি। আহ্মাদ ও ইয়াহ্ইয়া নামে কি দুনিয়ায় আর কোন মানুষ নেই? আমি সতেরো জন আহমাদ ও ইয়াহ্ইয়া থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।'

দুঃখের বিষয়, এইসব বক্তারাই ছিল সমাজে আজকের ন্যায় তখনও দারুনভাবে জনপ্রিয়। ফলে হাদীছপন্থী বিদ্বানগণ হ'য়ে পড়েছিলেন এক প্রকার কোনঠাসা।

(খ) একবার জনৈক বক্তা বাগদাদে এক তাফসীর মাহফিলে সূরা বণী ইসরাঈল ৭৯ আয়াত عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا -এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন যে, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র আরশে তাঁর সঙ্গে বসবেন'। একথা ইতিহাস ও তাফসীর শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারীর (২২৪-৩১০ হিঃ) কর্ণগোচর হ'লে তিনি দারুন ভাবে রাগান্বিত হ'য়ে নিজের ঘরের দরজায় লিখে দিলেন سبحان من ليس له أنيس + ولا معه على عرشه جليس 'তিনি সেই মহান সত্তা যাঁর কোন নির্জন বন্ধু নেই এবং নেই আরশে তাঁর সঙ্গে বসার মত কেউ।' এতে বাগদাদের সাধারণ জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ইমাম ইবনু জারীরের বাড়ীতে হামলা করে এবং পাথর মেরে মেরে তাঁর দরজার সামনে স্তুপ করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

(গ) বাংলাদেশের জনৈক খ্যাতনামা মুফাস্সিরে কুরআন সূরা বণী ইস্রাঈলের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত সূরায় মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ১৪ দফা মূলনীতি অবতীর্ণ হয়। জনপ্রিয় উক্ত মুফাসসিরে কুরআনের উক্ত তাফসীরটি বর্তমানে বই আকারে বাজারে চলছে। অথচ ছহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী মি'রাজ রজনীতে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়।

৩- নেক নিয়তে হাদীছ তৈরীঃ জন সাধারণকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একদল সরল-সিধা দ্বীনদার আবেদ লোক এসব কাজ করতেন। যেমন কুরআনের বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন ফযীলত বিষয়ক হাদীছ সমূহের অধিকাংশ।

কিছু নমুনাঃ

(ক) জনৈক হাদীছ জালকারী আবেদ **নূহ বিন মরিয়মকে** এর কারণ জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি ওযর পেশ করলেন এই বলে যে, মানুষ কুরআন ছেড়ে দিয়ে আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফিক্হ আর ইবনু ইসহাক্বের মাগাযী (যুদ্ধ বিষয়ক হাদীছ সমূহ) নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে বলে আমি এগুলো করেছি।

(খ) আরেক জন হাদীছ জালকারী **গোলাম খলীল** সাধারণ লোকের মন নরম করার জন্য সব সময় ফযীলতের হাদীছ তৈরী করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার, দুনিয়াত্যাগী, পরহেযগার, দিনরাত ইবাদত গোযার এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। শয়তান তার দ্বীনদারী ও জনপ্রিয়তাকে নিজের কাজে লাগিয়েছিল। উক্ত হাদীছ জালকারীর মৃত্যুর দিন জনগণ শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে ও সমস্ত বাগদাদ শহর বন্ধ হয়ে যায়।

৪- কালাম শাস্ত্র ও ফেকহী মতবিরোধঃ

(ক) যেমন একটি বানোয়াট হাদীছ 'ঈমান বাড়েও না, কমেও না'। অন্য একটি হাদীছ 'ছাক্বীফ গোত্রের লোকেরা রাসূলের নিকটে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে কি-না জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঈমানের বৃদ্ধি হ'ল কুফরী এবং কমতি হ'ল শেরেকী' (নাঊযুবিল্লাহ)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মুরজিয়াদের মতে ঈমান বাড়েও না, কমেও না।

(খ) 'কুরআন সৃষ্ট' এই মতবাদে বিশ্বাসী ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া ও মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে হাদীছ তৈরী করা হ'ল এই মর্মে- 'যে বলবে কুরআন সৃষ্ট, সে কাফের হবে এবং একথা বলার সাথে সাথে তার বিবি তালাক হ'য়ে যাবে'। একেই বলে এক অন্যায় দূর করতে গিয়ে আর এক অন্যায় করা।

(গ) ফেক্হী মতবিরোধঃ যেমন হানাফীরা মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের বিরুদ্ধে হাদীছ বানালো من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له। 'যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে, তার ছালাত হবে না'। এমনিভাবে শাফেঈরা হানাফীদের বিরুদ্ধে হাদীছ তৈরী করলঃ أمني جبريل عند الكعبة فجهر بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"। 'জিব্রীল আমাকে কা'বা ঘরে ছালাত শিখিয়ে ছিলেন, তখন তিনি 'বিসমিল্লাহ' জোরে বলেছিলেন'। বলা আবশ্যক যে, হানাফী মাযহাবে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও রাফ'উল ইয়াদায়েন জায়েয নয়। পক্ষান্তরে অন্য তিন মাযহাবে এটি নিয়মিত সুন্নাত। অনুরূপ ভাবে শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী 'বিসমিল্লাহ' সূরায়ে ফাতিহার অংশ এবং ওটা জেহরী ছালাতে জোরে বলতে হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী 'বিসমিল্লাহ' আস্তে বলতে হবে।

৫. বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'জাতীয়তাবাদ আরেকটি খোদার নাম'। আমরা বলি জাতীয়তাবাদ একটি অন্ধ আবেগের নাম - যা মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বকে নিমেষে বিকিয়ে দেয়। বিগত যুগের একদল লোক এই নোংরামির পক্ষে হাদীছকে ব্যবহার করেছে। যেমন হাদীছ বানানো হয়েছে- 'আল্লাহ গোস্বা অবস্থায় 'অহি' নাযিল করেছেন আরবীতে। আর খুশী অবস্থায় 'অহি' নাযিল করেছেন ফারসীতে।' বুঝাই যায় হাদীছটি তৈরী করা হয়েছিল আব্বাসীয় যুগের পারসিক বংশোদ্ভূত উযীরদের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য। এর জওয়াবে মূর্খ আরব

জাতীয়তাবাদীরা হাদীছ বানালো- 'আল্লাহ খুশী অবস্থায় আরবীতে ও নাখোশ অবস্থায় ফারসীতে 'অহি' নাযিল করেছেন'। অথচ দু'টি হাদীছই নির্জলা মিথ্যা। এমনি করেই রচিত হয়েছে বিভিন্ন গোত্র, শহর, সময় ও ঋতুর ফযীলতে অসংখ্য 'মওযূ' বা জাল হাদীছ।

৬. মাযহাবী তাক্বলীদঃ বিভিন্ন মাযহাবধারী আলেমরা স্ব স্ব ইমামদের গৌরব বাড়াতে গিয়ে হাদীছকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন-

(ক) হানাফী মাযহাবের মুক্বাল্লিদগণ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সমর্থনে ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ বানিয়ে বলেছেন- 'আমার উম্মতের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস (শাফেঈ) নামে একজন লোক হবে, যে ইবলীসের চেয়েও ক্ষতিকর এবং আবু হানীফা নামে একজন হবেন, যিনি হ'লেন আমার উম্মতের সূর্য, আমার উম্মতের সূর্য'।

(খ) .... আবু হানীফা তাঁর জীবনের শেষ হজ্জে গিয়ে কা'বা ঘরে প্রবেশ করে প্রতি কদমে অর্ধেক কুরআন খতম করেন। অতঃপর ছালাতান্তে এক কোন্ হ'তে গায়েবী আওয়ায শুনতে পান এই মর্মে যে, 'আবু হানীফা! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং ক্ষমা করলাম তাদেরকে, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার মাযহাবের অনুসারী হবে'।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সমস্ত নবী আমার কারণে গর্ব করে থাকেন এবং আমি আবু হানীফার কারণে গর্ব করে থাকি'।

(ঘ) খিযির (আঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট থেকে ত্রিশ বছরে যে ইল্ম শিখেন, খিযিরের নিকট হ'তে ইমাম কুশায়রী তা তিন বছরে শিখে হাযার হাযার কেতাব লিখেন। অতঃপর সেই সমস্ত কেতাব সিন্দুকে ভরে নীল নদে (জীহুন) ফেলেন। হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করে ঐ কেতাবগুলি উঠিয়ে আমল করবেন'। একই পৃষ্ঠায় অপর বর্ণনায় এসেছে যে, ঈসা (আঃ) অবতরণ করে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী হুকুম করবেন'।

নাউযুবিল্লাহ! একজন শ্রেষ্ঠ রাসূল একজন সাধারণ উম্মতের নিজস্ব রায় ও ক্বিয়াস অনুযায়ী হুকুম করবেন, একথা ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪) এই হাদীছ গুলিকে 'মুহাদ্দিছগণের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী মওযূ বা জাল' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৭] আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী বলেন, একদল লোক মাযহাবী তাকলীদে অন্ধ হ'য়ে এই ধরণের জাল হাদীছ তৈরী ও রটনা করত। যেমন মামূন হারাবী ইমাম শাফেঈ (রাঃ)-এর নিন্দায় ও আবু হানীফা (রাঃ)-এর প্রশংসায় হাদীছ বানাতো'।

৭. *ইবনুল জাওযীব, মওযূ'আতে কাবীর (লাহোরঃ ছিদ্দীকী প্রেস, তাবি, পৃঃ ২৭।*

৭. সরকারের মনস্তুষ্টিঃ এক সময় গিয়াছ বিন ইবরাহীম নামক জনৈক আলেম আব্বাসীয় যুবরাজ মাহদী-এর দরবারে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি কবুতর নিয়ে খেলছেন। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত আলেম একটি মাশহুর হাদীছ لا سَبَقَ إلا فى نَصْلٍ او خُفٍّ او حافرٍ -এর সঙ্গে او جَنَاحٍ শব্দটি জুড়ে দিয়ে তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। অর্থঃ প্রতিযোগিতা নয় তিনটি বিষয়ে ব্যতীত। তীর নিক্ষেপে, উষ্ট্র চালনায় ও ঘোড় সওয়ারীতে'।[৮] উক্ত বিদ'আতী আলেম তার সঙ্গে যোগ করল- 'এবং কবুতর বাজিতে'। এতে খুশী হয়ে মাহদী তাকে ১০,০০০ দিরহাম নগদ বখশিষ দিলেন। কিন্তু পিতা মানছূরের মৃত্যুর পরে যখন তিনি খলীফা (১৫৮-৬৯ হিঃ) হ'লেন, তখন ঐ কুবুতরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমার লেজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপকারীদের লেজ'। এই বলে তিনি ঐ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কবুতরটিকে যবহ করে দিলেন।

অন্য একজন বিখ্যাত আলেম মুক্বাতিল বিন সুলায়মান বাল্খী একদা খলীফা মাহ্দীর নিকট প্রস্তাব রাখেন এই মর্মে যে, 'আপনি চাইলে আমি আব্বাস (রাঃ) ও তাঁর বংশের গুণ বর্ণনায় কিছু হাদীছ তৈরী করি'। মাহদী তাতে সম্মত হননি। তিনি অনুমতি দিন বা না দিন, সরাসরি খলীফার কাছে গিয়ে এই ধরণের প্রস্তাব পেশের মাধ্যমে সেই সময়কার ধর্মীয় অবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ আঁচ করতে মোটেই কষ্ট হয় না।

৮ম কারণঃ যিন্দীক্বগণঃ

এরা হ'ল ঐ সমস্ত লোক যারা দ্বীন হিসাবে ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইসলামকে পসন্দ করে না। কিন্তু ইসলামের লেবাস পরে বিভিন্ন বেশ ধরে ইসলামের ক্ষতি সাধন করে থাকে। কখনো এরা দুনিয়া ত্যাগী ছূফীর বেশ ধারণ করে। কখনো দার্শনিক পণ্ডিত সেজে ইসলামের মৌলিক আক্বীদার মূলে কুঠারাঘাত করে। কখনো ফক্বীহ ও মুফতী সেজে ইসলামের আহকাম বিষয়ে পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করে এবং হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই সব মুসলিম নামধারী যিন্দীক্ব পণ্ডিতরা ইসলামকে ভিতর থেকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। আক্বায়েদ, আহকাম, হালাল-হারাম ও আখলাক্ব বিষয়ে এরা যুগে যুগে হাযার হাযার জাল হাদীছ রচনা ও রটনা করেছে।

৮. আহমাদ, সুনান চতুষ্টয় ও হাকেম; হাদীছ ছহীহ।

যেমন খলীফা মাহদীর নিকটে একদা এক যিন্দীক্ব পণ্ডিত স্বীকার করে যে, তার রচিত ১০০টি জাল হাদীছ জনগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। অন্য একজন পণ্ডিত আব্দুল করীম বিন আবুল আওজা-কে বছরার গভর্ণর মুহাম্মাদ বিন সুলায়মানের দরবারে গ্রেফতার করে আনা হ'লে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি ৪০০০ জাল হাদীছ রচনা করেছেন, যার মাধ্যমে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করা হয়েছে। গভর্ণর উক্ত অপরাধে তাকে সাথে সাথে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। আব্বাসীয় খলীফা মাহদী এইসব যিন্দীক্ব কবি-সাহিত্যিক, ওলামা-মাশায়েখ, অলি-আউলিয়াদের ধরার জন্য একটি পৃথক দফতর (ديوان) কায়েম করেছিলেন। ঐ সময়কার নামকরা যিন্দীক্বদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল করীম বিন আবুল আওজা, যাকে বছরার গভর্ণর হত্যা করেন। বায়ান বিন সাম'আন আল-মাহদী, যাকে কূফার গভর্ণর খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বাসারী মৃত্যুদণ্ড দেন। মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-মাছলূব, খলীফা আবু জা'ফর আল-মানছূর যাকে হত্যা করেন।

দ্বীনের সুন্দরতম প্রাসাদ, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্মাণ করে গিয়েছিলেন, তাকে ধ্বংস করার জন্য ঘরের শত্রু বিভীষণ রূপী এই সব যিন্দীক্ব পণ্ডিতরা যেসব হাদীছ রচনা করেছিলেন, তার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত্ব হ'ল।-

(১) 'আমাদের প্রভু আরাফার রাত্রিতে আওরাক্ব পাহাড়ে অবতরণ করেন এবং আরোহীদের সঙ্গে মুছাফাহা ও পায়ে হাটা লোকদের সঙ্গে মু'আনাক্বা (গলাগলি) করেন' (২) 'আল্লাহ পাক ফেরেশতা মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন স্বীয় দুই হাত ও বুকের লোম হ'তে' (৩) 'আমি আমার রবকে দেখেছি এমনভাবে যে, আমার ও তাঁর মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। অতঃপর আমি দেখলাম তাঁর সবকিছু। এমনকি মুক্তা খচিত মুকুট পর্যন্ত' (৪) 'আল্লাহ্‌র দুই চোখে অসুখ হ'ল। তখন ফেরেশতারা তাঁর সেবা করল' (৫) 'আল্লাহ যখন নিজেকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করলেন, তখন ঘোড়া সৃষ্টি করে ছুটিয়ে দিলেন। তাতে ঘোড়া ঘর্মসিক্ত হয়ে গেল। অতঃপর ঘোড়ার সেই ঘাম থেকে তিনি নিজেকে সৃষ্টি করলেন'। (৬) 'আল্লাহ যখন আরবী বর্ণ সমূহ সৃষ্টি করলেন। তখন 'বা' বর্ণটি সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু 'আলিফ' বর্ণটি খাড়া দাঁড়িয়ে রইল' (৭) 'সুন্দর কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকা ইবাদত' (৮) 'বেগুন সকল রোগের ঔষধ' (৯) إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق فخذوه وإن خالف فاتركوه 'যখন তোমাদের নিকটে কোন হাদীছ আসবে, তখন তাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের সম্মুখে পেশ কর। যদি তা কিতাবুল্লাহ্‌র অনুকূলে হয়, তবে গ্রহণ কর। আর যদি প্রতিকূলে হয়, তাহ'লে পরিত্যাগ কর'। হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন মুঈন, ইমাম খাত্ত্বাবী প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন যে, هذا حديث وضعته الزنادقة। 'এই হাদীছ যিন্দীক্বরা তৈরী করেছে'।

মূলতঃ হাদীছ শাস্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং কুরআনকেই একমাত্র আমলযোগ্য হিসাবে প্রমাণ করার জন্য এইসব বানোয়াট হাদীছ তৈরী করা হয়েছিল। যে প্রবণতা আজও অনেকের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

এতদ্ব্যতীত কোন ইমাম বা নেতার প্রতি অন্ধ আবেগ, দীর্ঘ সনদ ও মতন বিশিষ্ট হাদীছ বলে জনগণের কাছ থেকে বাহবা কুড়ানো বা প্রতিপক্ষকে নীচু করার হীন মানসিকতা ইত্যাদি কারণেও অনেক সময় লোকেরা হাদীছ জাল করেছে বা শাব্দিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

হাদীছ রচনায় খারেজীগণঃ সকল দল স্ব স্ব মাযহাব ও মতবাদের স্বপক্ষে হাদীছ তৈরী করলেও এব্যাপারে সর্বোচ্চ স্থান যেমন শী'আদের, সর্বনিম্ন স্থান তেমনি খারেজীদের। বরং বলা চলে যে, এ ব্যাপারে তাদের স্থান শূন্যের কোঠায়। কিছু কিছু মওযূ হাদীছ তাদের দিকে সম্পর্কিত করা হ'লেও তা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা কবীরা গোনাহ এবং খারেজী মতবাদ অনুসারে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের। সেকারণ মওযূ হাদীছ রচনায় তাদের কোন তৎপরতা নেই। ইমাম আবু দাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেন 'বিদ'আতী দলগুলির মধ্যে খারেজীদের চাইতে বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণনাকারী আর কেউ নেই।' ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮) বলেন 'খারেজীরা সততায় প্রসিদ্ধ। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, তাদের বর্ণিত হাদীছ সমূহ বিশুদ্ধতম হাদীছ সমূহের অন্তর্ভুক্ত'।[৯]

পরিশেষে বলব যে, যাবতীয় স্বার্থদ্বন্দ্ব ও গোঁড়ামীর উর্ধে উঠে নিরপেক্ষ ও খোলা মনে কেবল মাত্র ছহীহ হাদীছ থেকেই সমাধান গ্রহণ করা উচিৎ এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম যুগের মুহাদ্দেছীনের বুঝ অনুযায়ী হাদীছের বুঝ হাছিল করা উচিৎ। আমরা মনে করি সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সমাধানকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নেওয়ার একটি মাত্র শর্তেই শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

৯. ডঃ মুছতফা আস-সাবাঈ, আস্‌-সুন্নাহ, দুর্রে মুখতার, হাক্বীক্বাতুল ফিক্‌হ প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে।-লেখক।

প্র ব ন্ধ

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত 'অহি' বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

-মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী

অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী*

(১২তম কিস্তি)

(১৫) দ্বীনের যে মাসআলাগুলি সর্বসাধারণের জানা এবং মুসলিম উম্মাহ যে বিষয়ের উপর ইজমা করেছে, এ ধরনের কোন বিষয়কে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহ'লে তাকে কাফের বলা হবে। কিন্তু কোন ব্যাপারে ইজমা আছে বটে কিন্তু সাধারণভাবে বিষয়টি সবার জানা নেই, এ ধরনের কোন মাসআলাকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহ'লে তাকে কাফের বলা যাবে না। যেমন- উম্মতের ইজমা আছে যে, (মীরাছের ব্যাপারে) মৃত ব্যক্তির যদি একটি মেয়ে ও একটি পৌত্রি (ছেলের মেয়ে) থাকে তাহ'লে ঐ পৌত্রি ৬ ভাগের ১ ভাগ পাবে (মেয়েদের ৩ ভাগের ২ ভাগ পূর্ণ করার জন্য)। কিন্তু বিষয়টি সর্বসাধারণের জানার কথা নয়। কাজেই কেউ যদি এটিকে অস্বীকার করে তাহ'লে তাকে কাফের বলা যাবে না। তবে যদি বিষয়টি শরীয়তের হুকুমের হয় এবং সর্বসাধারণের জানার মত হয় তাহ'লে কাফের বলা হবে। যেমন- ছালাত, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি। কারণ এগুলো অস্বীকার করায় নবী (ছাঃ)-কে মিথ্যা বলা হচ্ছে। আর এটা এমনি জায়গা যে, এখানে একটু অবকাশ দেয়া বা সময় দেয়া ওয়াজিব। সাবকী এভাবেই বলেছেন।

ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন, ইবনে দাক্বীক্বীল ঈদ বলেছেন, ইজমার বিষয়গুলি কখনো কখনো মুতাওয়াতের ভাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে বর্ণনা করা হয়। যেমন- ছালাত। আবার কখনো কখনো মুতাওয়াতের ভাবে বর্ণিত হয় না। প্রথমোক্ত মুতাওয়াতেরকে অস্বীকার করার কারণে কাফের বলা হয়, ইজমার বিরোধিতার কারণে নয়। শেষোক্ত (মুতাওয়াতের ভাবে যা বর্ণিত হয়নি) বিষয়টি অস্বীকারকারী কাফের নয়।

আমাদের ওস্তাদ তিরমিযীর ভাষ্যকার বলেন, সাধারণভাবে সবার জানা যে, ঐ ধরনের ইজমা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা ছহীহ হবে। যেমন- ৫ ওয়াক্ত ছালাত।

(১৬) দ্বীনের বিষয়গুলি সর্বসাধারণের জানার ব্যাপারটি إضافى (এযাফী) বা নেসবতী (অর্থাৎ কারো নিকটে জানাও সাধারণ ব্যাপার কিন্তু অন্যের অজানাও কঠিন ব্যাপার)। যেমন- একজন নতুন মুসলমান অথবা নিবিড় পল্লীতে জন্ম ও লালিত পালিত হওয়ার কারণে যে এ বিষয়টি মোটেও জানেনা, যরূরী ভাবে বা সাধারণ ভাবে জানা তো দূরের কথা। বহু আলেম আছেন যারা সাধারণ বা যরূরী ভাবে জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাজদায়ে সাহু করেছেন এবং হত্যাকারীর নিকটাত্মীয়কে দিইয়াত আদায় করার জন্য ফায়ছালা দিয়েছেন (কোন লোক কাউকে হত্যা করলে তার যে জরিমানা করা হয় তাকে দিইয়াত বলা হয়)। হত্যাকারী যদি পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তাহ'লে তার ছেলে, ভাই, পিতা বা দাদা পরিশোধ করবে। আর এই আত্মীয়দেরকে عاقلة 'আক্বেলা' বলা হয়। যেমন- স্ত্রীর পেট থেকে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে সেটা ঐ স্বামীর বলেই ফায়ছালা দিয়েছেন। এছাড়াও এ ধরনের অনেক ফায়ছালা করেছেন, যা খাছ আলেমগণই জানেন কিন্তু অনেক লোকই তা জানেনা। এভাবেই শায়খুল ইসলাম বলেছেন।

এমনিভাবে ইবনে হাজার হায়তামী বলেন যে, কোন বিষয় কোন গোত্রের নিকট সাধারণভাবে জানা আছে, কিন্তু অন্য গোত্রের নিকট তা জানা নেই। কাজেই যারা মুতাওয়াতের ভাবে জানে তারা অস্বীকার করলে কাফের হবে কিন্তু অন্যরা অস্বীকার করলে কাফের হবে না। এমনও কিছু বিষয় আছে, যা সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত কিন্তু সাধারণভাবে সবাই জানে না। যেমন- পৌত্রির ভাগ দাদার সম্পত্তিতে। যদি দাদার একটি মাত্র মেয়ে থাকে তাহ'লে ৬ ভাগের ১ ভাগ পাবে। এটা কেউ অস্বীকার করলে আমরা তাকে কাফের বলব না। (কারণ এ বিষয়টি তার জানা নাও থাকতে পারে)।

(১৭) কেউ কোন মাযহাব বা কারো কথার অনুসরণ করলে তাকে কাফের বলা যাবে না এবং কোন মতবাদের পরিণতি যদি ভ্রষ্ট হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবু মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, ঐ সমস্ত লোক যাদের কোন মতবাদের পরিণতি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাদেরকে যারা কাফের বলেছে তারা ভুল করেছে। কারণ এতে করে বিরোধীদের উপর মিথ্যারোপ করা হয় এবং সে যা বলেনি তা বলেছে বলে সাব্যস্ত করা হয়। আর যদি কুফরী লাযেম হয়েই যায় তাহ'লে এটা শুধু তার বিরোধিতা করার কারণে নয়। কারণ বিরোধিতা করাটা কুফরী নয়, বরং সে কুফরী হ'তে পালিয়ে গিয়ে উত্তম কাজটিই করেছে। এমনিভাবে মানুষের এমন কোন কথা হবে না যে, তার বিরোধী লোককে তার কথা ও তরীকার ফাসাদের কারণে কাফের বলা লাযেম হয়ে যাবে। আর প্রতিটি দলই তার বিরোধীদের নামটিকে অস্বীকার করে থাকে এবং এধরনের সামান্য কথা বললেই তাকে কাফের বলে দেয়। সুতরাং প্রকৃত কথা হল, কাউকে তার কথা ও আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কাফের বলা যাবে না।

শাত্বেবী বলেন, উছূলী বা মূলনীতি নির্ধারকদের মধ্য হ'তে মুহাক্কেক আলেমগণের মাযহাব হল যে, কুফর বিল মাল, কুফর বিল হাল নয়। অর্থাৎ কোন কথা বা বাক্যের শেষ ফল যদি কুফরী হয় (যা এখনও বুঝা যায় না) তাহ'লে তাকে বর্তমানে কাফের বলা যাবে না। কেমন করে তাকে

** সিনিয়র নায়েবে আমীর, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

কাফের বলা যাবে? কারণ সে তো শেষ পরিণতিকে অস্বীকার করে এবং তার বিরোধীদের সমালোচনা করে। কারো কথার জন্য যখন তার কুফরীর কারণ সমূহ প্রকাশ পেল, তখন তাকে বর্তমানে কুফরী করল বলা যাবে না।

শায়খুল ইসলাম বলেন, সঠিক কথা হল- কোন লোকের মধ্যে যে মাযহাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সে মাযহাবকে ততক্ষণ তার মাযহাব বলা যাবে না যতক্ষণ না সে উক্ত মাযহাবকে তার নিজের জন্য ওয়াজেব করে নিয়েছে। যখন কোন লোক মাযহাবকে অস্বীকার করল তারপরেও যদি তাকে উক্ত মাযহাবের অনুসারী বলা হয় তাহ'লে তার উপর মিথ্যারোপ করা হ'ল। বরং তাকে বলা যাবে যে, কথাগুলি ফাসেদ ও স্ববিরোধী।

তিনি অন্যত্র বলেন, কোন মাযহাবী লোককে তখনই মাযহাবী বলা যাবে যখন সে মাযহাবকে নিজের উপর ওয়াজেব করে নিবে। বহু সংখ্যক লোক অক্ষর গুলিকে হয় নফী করে, না হয় ছাবেত করে, বরং তারা অর্থ গুলিকেও হয় নফী করে, না হয় ছাবেত করে (অস্বীকার করে না হয় সাব্যস্ত করে)। যার ফলাফল কুফরীকে ওয়াজেব করে দেয়। কিন্তু এই ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞ বরং তাদের কথা বার্তা স্ববিরোধী। আর এ বিষয়ে মানুষের কথাবার্তা খুবই স্ববিরোধী বা একটা অন্যটার উল্টো। কিন্তু এই উল্টো কথার কারণে সে কাফের হবে না। হাফেয ইবনে হাজারের কথা আগে বলে এসেছি যে, কাফের তাকেই বলা হবে যে সরাসরি কুফরী কথা বলেছে। এমনিভাবে যার কথার ভাবার্থ কুফরী হয়, আর যখন এই কথাগুলি তার সামনে তুলে ধরা হয় তখন তা স্বীকার করে এবং নিজের উপর লাযেম করে নেয়। কিন্তু যে ওটাকে নিজের উপর লাযেম করে না, বরং সেখান থেকে দূরে সরে যায়, তাহ'লে সে কাফের হবে না। যদিও পরিণতি কুফরীতে গিয়ে পৌঁছায়।

(১৮) শেষ কথা হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যার উপর একমত হয়েছে অথবা এমন দলীল-প্রমাণ পাওয়া গেছে যার কোন বিরোধিতা পাওয়া যায় না এমন লোককে ছাড়া অন্য কাউকে কাফের বলা যাবে না।

মরক্কোর হাফেয আবু ওমার বিন আব্দুল বার্র (রঃ) বলেন, ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যাদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত হয়েছে, সে সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কোন পাপ করলে বা কোন তা'বীল করলে তাদের ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্‌র মত-বিরোধ রয়েছে। কারণ তাদের ইজমার পর এমন কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি যা দ্বারা তাদের মতবিরোধের জন্য দলীল হয়ে দাঁড়াবে। আর সর্বসম্মত ভাবে যাদের ইসলাম প্রমাণিত, তাদেরকে ইসলাম বহির্ভূত বললে আরো একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত লাগবে। অথবা ছহীহ সুন্নাহ লাগবে। যার কোন উল্টো দিক নেই বা বিরোধী নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা ফকীহ্ ও আছারের অনুসারীগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কোন লোককে তার পাপ ইসলাম থেকে বের করতে পারবে না যদিও তা বড় পাপ বা কবিরা গুনাহ হয়। তবে বিদ'আতীরা এর বিরোধিতা করেছে। (অর্থাৎ তাদের মতে পাপিরা কাফের)।

অতএব যাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে ইত্তেফাক্ব হয়েছে, অথবা তার কুফরীর উপর দলীল প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ এসে রদ বা বাতিল করেনি তাদেরকে কাফের বলা যাবে।

ইবনে বাত্তাল বলেন, যখন এ ব্যাপারে (খারেজীদের কাফের হবার ব্যাপারে) সন্দেহ হ'ল, তখন তাদের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। কারণ নিঃসন্দেহ ভাবে যাদের ইসলাম প্রমাণিত, তেমনি নিঃসন্দেহ দলীল ছাড়া তাদের ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

শায়খুল ইসলাম (ইবনে তায়মিয়াহ) (রঃ)-এর কথা আগেই বলে এসেছি যে, ইয়াক্বীনি ভাবে যার ইসলাম সাব্যস্ত হয়েছে, সন্দেহ দ্বারা তার ইসলাম বাতিল হবে না। আর ইমাম ও মুহাদ্দেছ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের (রঃ) কথাও বলে এসেছি যে, আমরা শুধু তাদেরকেই কাফের বলব, যাদেরকে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত হয়ে কাফের বলেছেন এবং তাঁর পোতা শায়খ আব্দুল লতীফ বলেন যে, আমার দাদা শুধু তাদেরকেই কাফের বলতেন যাদের ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা হয়েছে যে, যারা এই এই কাজ করবে তারা কাফের। যেমন- শিরকে আকবার (গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত করা) ও আল্লাহ্‌র আয়াত ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কুফরী করা অথবা দলীল কায়েম হওয়ার পর এবং গ্রহণযোগ্য দলীল পৌঁছার পরও তার কোন অংশের সাথে কুফরী করা।

ইবনে হাজার হায়তামী বলেন যে, মুফতীদের জন্য এটা উচিত হবে যে, তারা যেন ফৎওয়া দেওয়ার সময় সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করে। কারণ ব্যাপারটি অত্যন্ত বিপদজনক। হানাফী মাযহাবের জনৈক বড় পণ্ডিত বলেন, ঐ সমস্ত লোক অর্থাৎ হানাফীদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক লোক যারা 'কুফর' শব্দটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন (একে ওকে, যাকে, তাকে কাফের বলে ফৎওয়া দিয়েছে) তাদের তাক্বলীদ করা জায়েয নয়। কারণ তারা মুজতাহিদ হিসাবে পরিচিত নন এবং তারা ইমাম আবু হানীফার মূলনীতি অনুসারে ফৎওয়া দেননি। কেননা এটা তাঁর (আবু হানীফার) আক্বীদা বিরোধী। যেমন- আমাদের নিকট তাহকীকী আছল বা মূল আছে, আর তা হ'ল 'ঈমান'। আর এই ঈমানকে দূর করতে হ'লে ইয়াক্বীনি দলীল প্রয়োজন।

হাশিয়া ইবনে আবেদিন গ্রন্থে আছে যে, কোন মুসলমানের কথার ভাল অর্থ নেয়া যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে তাকে কাফের বলে ফৎওয়া দেয়া যাবে না। যেমন- তার কুফরীর ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলে কাফের বলা যাবে না। আর এর অনেকগুলি কারণ আছে, যেমনটি ইবনে ওয়াযীর

বলেছেন। এর মধ্যে ১২ নং কারণ হ'ল, যার কুফরীর ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে তাকে কাফের বললে বড় রকমের ফাসাদ হবে, যা সতর্কতা বিরোধী। ঐ কারণ সমূহের ১৩ নং কারণ হ'ল- ভুল করে ক্ষমা করে দেওয়া ভুল করে শাস্তি দেয়ার চেয়ে ভাল।

এগুলি হচ্ছে কুফরীর নিয়ম, মূলনীতি ও বিধি-বিধান, যেগুলি পুরোপুরি মেনে চলা উচিত। অন্যথা কুফরী ফৎওয়া দাতা পাপ সাগরে হাবুডুবু খাবে এবং আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হবে। অতএব এটাকে শক্ত ভাবে আকড়ে ধর এবং জগাখিছুড়ি ও মতানৈক্যকে ত্যাগ কর। মনে রাখা উচিত, যার মধ্যে সামান্যতম তাক্বওয়া ও দ্বীন আছে এবং ইলমে ইয়াক্বীনের সামান্যতম খবর আছে, সে কুফরী ফৎওয়া দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে না। কারণ কুফরীর পরিণতি অত্যন্ত কঠিন, এর ফলাফল অত্যন্ত জঘন্য। এতে মুমিন বান্দার অন্তর ফেটে যায় এবং নফসে মুতমাইন্নাহ গুলি ঘাবড়িয়ে যায়। আর এটা এজন্যই যে, এরই উপর নির্ভর করছে অনেক গুলি হুকুম এবং অনেক রকম কঠিন আযাব ও শাস্তি। যেমন- লা'নত বা অভিশাপ, গযব, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি, অন্তরের মহর, আমল বিনষ্ট হওয়া, অপদস্ত, ক্ষমা না পাওয়া, শিকল, বেড়ী, প্রজ্জ্বলিত আগুন ও জঘন্য কষ্ট দায়ক আযাবে সর্বদা থাকা ওয়াজেব হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে স্বামী ও স্ত্রীর দূরে সরে যাওয়া, পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে শত্রুতা, কতলের যোগ্য হওয়া, মীরাছ না পাওয়া, জানাযা হারাম হওয়া এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন হ'তে দূরে রাখা ইত্যাদি ওয়াজেব হয়ে যায়। এগুলি ফিকাহ শাস্ত্রের কেতাবগুলিতে ও আইন বইতে লেখা আছে। অতএব ওলামায়ে কেরামদের জন্য এমন পথ অবলম্বন করা যরূরী হয়ে পড়ল যা অকাট্য ও নির্ভুল।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন লোক যদি তার অন্য এক ভাইকে বলে, হে কাফের! তবে দু'জনের মধ্যে একজন কাফের হবে। যাকে কাফের বলা হয়েছে সে যদি কাফের হয় তাহ'লে তো হ'লই, অন্যথা যে কাফের বলেছে সে ব্যক্তিই কাফের হবে' (*বুখারী ও মুসলিম*)।

হযরত আবু জার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বলতে শুনেছেন যে, কোন লোক অন্য কোন লোককে যদি কাফের অথবা ফাসেক বলে আর সে লোক প্রকৃতপক্ষে কাফের বা ফাসেক না হয় তাহ'লে সে শব্দ যে বলেছে তারই উপর বর্তাবে (অর্থাৎ সে নিজেই ফাসেক বা কাফের হবে) (*বুখারী*)।

মোটকথা হ'ল যে, সে যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফের বা ফাসেক হয় তাহ'লে তো হ'লই এবং যে বলল সে ঠিকই বলল ও শব্দটি তার উপর প্রযোজ্য হ'ল। অন্যথা এর ফলাফল ও পাপ তারই উপর বর্তাবে যে তাকে কাফের বা ফাসেক বলবে। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এটাই হ'ল ইন্‌সাফ সম্মত জওয়াব।

ইবনে আবুল ইয্‌য হানাফী বলেন, আল্লাহ তোমার ও আমাদের উপর রহম করুন, যেনে রাখ যে, কাউকে কাফের বলা ও না বলার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, যেখানে ফিৎনা ও পরীক্ষা বিরাট হয়ে গেছে, (লোক) বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, (লোকের) ধারণা ও মতামত ভিন্নতর হয়ে গেছে এবং দলীল সমূহ একে অপরে বিরোধী হয়েছে। মানুষ এখানে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, এক দল খুব কঠিন হয়ে ফৎওয়া দিয়েছে, আর একদল খুবই সরলতা দেখিয়েছে এবং অন্য দল মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে।

অতঃপর তিনি আরো বলেন যে, সবচেয়ে বড় অপরাধ হল-

নির্দিষ্ট কোন লোকের ব্যাপারে এই সাক্ষী বা ফায়ছালা দেয়া যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না ও তার উপর রহম করবেন না, বরং তাকে সর্বদা জাহান্নামে থাকতে হবে। কারণ এই হুকুম শুধু যে কাফের কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে শুধু তার জন্য প্রযোজ্য।

আবু হামেদ গায্‌যালী বলেন, যে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত তা হ'ল- কাউকে কাফের বলার জন্য পথ পেলে বা উপযুক্ত দলীল পেলে তাকে কাফের বলা যাবে। কারণ যারা কেবলার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করে তাদের রক্ত বা জান ও মালকে হালাল করা ভুল। তারা তো 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করেছে। ভুল করে ১০০০ কাফেরকে জীবন্ত ছেড়ে দেয়া ভুল করে একজন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে সহজ।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বলেন, ফলকথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল চায় সে যেন ইল্‌ম ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দলীল না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে কাফের বলার বিষয়ে কথা না বলে। সে যেন শুধু তার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং আক্বল বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার বলে কাউকে ইসলাম থেকে বের না করে দেয়। কেননা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া ও কাউকে ইসলামে ঢুকানো দ্বীনের বিরাট বিষয়। এই মাসআলাতে শয়তান বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে।

আল্লামা মুহাম্মাদ শাক্বরূন আল-ওয়াহরানী ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি কুফরীর মাসআলা সমূহ থেকে ওযর পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি এজন্যই ওযর পেশ করেছি যে, এ বিষয়ে ভুল হ'লে কঠিন হবে। কারণ অমুসলিম কাফেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং মুসলমানকে কাফের বলা কঠিন ব্যাপার। তিনি বলেন, ইনি হ'লেন হারামাইনের ইমাম আবুল মা'আলী। তিনি কোন মুসলমানকে ইসলাম থেকে ভুলক্রমে বহিষ্কার করা থেকে ভয় করেছেন এবং এটাকে বড় মনে করেছেন। আর এ বিষয়ে কেউ তাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে ওযর পেশ করেছেন।

পূর্ববর্তী বড় বড় ইমামগণের উপরোক্ত বক্তব্যের পর পরবর্তী আলেমগণ যাদের ইলমের পরিমাণ তাঁদের দশ ভাগের এক ভাগও হবে না, তারা কোন মুসলমানকে ইসলাম থেকে বের করার ব্যাপারে ধৃষ্টতা দেখালে কি মেনে নেয়া যায়?

গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলী

গবেষণার এই মহা সমুদ্রে যুদ্ধে লিপ্ত হবার পূর্বে কতগুলি হাক্বীকৃত ও শরঈ নিয়ম-নীতি জানা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো নিম্নরূপ-

প্রথম কায়েদা বা নিয়ম হ'ল যে, কোন মুসলমানকে তখনই কাফের বলা যাবে যখন সে ইসলামের এমন বিষয়াবলীকে অস্বীকার করবে যা সাধারণ ভাবে জানা যায় বা সর্বসাধারণ জানে। অথবা ইসলামী অনুশাসনের বিরোধিতা, অহংকার ও প্রবৃত্তির আনুগত্য করতে গিয়ে নিজ জীবনে তা বাস্তবায়িত করে না। অথবা তা প্রত্যাখান করল, কিংবা না সেটাকে সত্য জানলো, না মিথ্যা ভাবলো। অথবা সে সন্দেহের মধ্যেই থেকে গেল, (সত্য বা মিথ্যা) কোন একটির উপর দৃঢ় হ'ল না।

দ্বিতীয় ক্বায়েদাঃ কুফরী ২ প্রকার (ক) ই'তেক্বাদী কুফরী, যা একেবারেই মিল্লাতে ইসলামিয়া হ'তে খারিজ করে দেয় (খ) আমলী কুফরী, যা মিল্লাতে ইসলামিয়া ও ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয় না। তবে ইসলামকে অথবা ইসলামের কোন বিষয় বা মাসআলাকে অস্বীকার করা, তা মিথ্যা মনে করা, হালকা ভাবা, তুচ্ছ মনে করা, এ সাথে শত্রুতা রাখা ও এ আনুগত্য না করা, এগুলি যদি তার মধ্যে থাকে বা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন মূর্তির নিকট সিজদা করা, কুরআন করীমকে অপমান করা বা আবর্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করা, তবে সে কুফরী তাকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়।

তৃতীয় ক্বায়েদাঃ কোন কথা, কাজ বা আক্বীদার কারণে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ না তার উপর দলীলাদি প্রমাণিত হয় বা তার নিকট দলীল পৌঁছে যায়, তার থেকে সন্দেহ দূরিভূত হয়, কুফরীর শর্তসমূহ পুরোপুরি ভাবে পাওয়া যায় এবং বাধা বিপত্তি গুলি দূর হয়। এতে 'আছল' ও 'ফারা'র বা মূল ও শাখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

যখন আমরা মাযহাব ও ভ্রষ্ট মতামতকে বাদ দিয়ে শারঈ ক্বায়েদা বা নিয়মকে হাকিম ও ক্বাযী হিসাবে মেনে নিলাম, আর অকাট্য দলীল-প্রমাণ থাকায় ও সত্যিকারের প্রমাণাদি থাকার কারণে বিনা মতানৈক্যে মেনে নিলাম, তখন আমাদের জন্য এই কঠিন বাহাছ ও গবেষণাটি সহজ হয়ে গেল।

প্রথম কায়েদা বা বিধান হ'তে জানা গেল যে, (ক) আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান মতে ফায়ছালা করা ওয়াজেব জেনেও তা যদি কেউ অস্বীকার করে এবং অন্যের বা নিজের ইচ্ছামত ফায়ছালা করে তবে সে কাফের।

(খ) অথবা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বাইরে ফায়ছালা করাকেই গ্রহণ করে নিল, তা (আল্লাহ্র আইনের সঙ্গে) বিরোধিতা, তাকে তুচ্ছ মনে করে এবং অহংকার বসতঃ

(গ) অথবা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করছে যে, উক্ত বিধান মতে ফায়ছালা করা যে ওয়াজেব যে এটাকে সত্য-মিথ্যা কিছুই মনে করে না।

(ঘ) অথবা সে এযাবত সন্দেহের মধ্যেই পড়ে আছে।

যখন কেউ আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মতে ফায়ছালা করা ওয়াজেব বলে স্বীকার করল এবং অন্যান্য বিধানের চেয়ে এটা উত্তম বলে বিশ্বাস করল, পরেও কোন কারণ বসতঃ তা বাস্তবায়ন করতে অক্ষমতার কারণে সেটা ছেড়ে দিল, অথবা তার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ ও পাপে লিপ্ত হওয়ায়, অথবা ভয় ও লালসায় পড়ে যাবার কারণে ওটাকে বর্জন করল, তাহ'লে তার আসল ঈমানটি নষ্ট হবে না এবং তাকে এমন কাফের বলা যাবে না যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে।

২য় ক্বায়েদা বা নিয়মের ফলকথা হ'ল যে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান মতে ফায়ছালাকারী যদি উক্ত হুকুমকে অস্বীকার না করে এবং ঐ হুকুমের বাইরে ফায়ছালা করাকে হালাল মনে না করে তাহ'লে এটা কি ই'তেক্বাদী কুফরী হবে (যা ইসলাম থকে বের করে দিবে), না আমলী কুফরী হবে যা তাকে ইসলাম থেকে বের করবে না? যখন দেখলাম বড় বড় আলেম ও মাশায়েখ এটাকে আমলী ফুকরী বললেন (যার বর্ণনা পরে আসছে) তখন আমরা যদি তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেই, তাহ'লে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করা হবে।

৩য় ও শেষ ক্বায়েদা বা উছূল হ'ল, যে ব্যক্তি দ্বীনে এমন কিছু হুকুম অস্বীকার করল যা সাধারণ ভাবেই জানা যায়, তাহ'লে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ না তার নিকট দলীল পৌঁছেছে এবং দ্বীনের আলো তার নিকট প্রকাশ পেয়েছে।

যে সমস্ত বিচারক মণ্ডলী আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান মতে ফায়ছালা করেন না, তাদের ব্যাপারে এই সমস্ত ইলমী হাক্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের নিয়ম-কানুনকে এড়িয়ে (এক ধরনের) মুত্তাক্বী ও দ্বীনদার লোকজন যে কুফরী ফৎওয়া দিয়ে থাকেন তা হারাম। কারণ কুফরী শুধু আল্লাহ তা'আলার হক। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যাকে কাফের বলেছেন শুধু সেই কাফের। এর আছলের সন্ধান হ'তে, সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকা হ'তে এবং এই বিষয়ে গবেষণার তকলীফ হ'তে নিজেকে বাঁচানোর সহজতর উপায় ছিল নবী করীম (ছাঃ) -এর স্বর্ণ যুগের উত্তম ঘটনাটির ব্যাপারে চিন্তা করে বর্তমান যুগের আলেমগণ যদি শিক্ষা হাছিল করতেন। ঘটনাটি হ'ল- (হাবাশার বাদশাহ) নাজ্জাশী মুসলমান থাকা সত্ত্বেও নিজের কওমের পাকড়াও হওয়ার ভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর নাযিলকৃত বিধানের বাইরে ফায়ছালা করতেন। কিন্তু রাসূলে করীম (ছাঃ) তাঁকে মুরতাদ বলেননি বা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে তাও বলেননি। আল্লাহ প্রদত্ত্ব বিধানকে অস্বীকার না করে এবং তার বিরোধিতা করাকে হালাল মনে

না করে সে বিধানের বাইরে ফায়ছালা করা যদি কুফরী হ'ত তাহ'লে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাবর্গ ঐ বাদশাহ্‌র জানাযা পড়তেন না।

শায়খুল ইসলাম (রঃ) বলেন, নাজ্জাশী যদিও খৃষ্টানদের বাদশাহ ছিলেন তবুও তারা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য করেনি বরং কয়েকজন ঈমান এনেছিল মাত্র। আর এজন্যই তিনি যখন মারা গেলেন সেখানে তাঁর জানাযা পড়ারও লোক ছিল না। তাই রাসূল (ছাঃ) মদীনায় তাঁর জানাযা পড়লেন। তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে মুছল্লায় গেলেন এবং দিন ও তারিখ উল্লেখ করে নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন এবং সবাইকে কাতারবন্দী করে নিয়ে তাঁর জানাযা পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের হাবাশার একজন নেক্কার ভাই মারা গেছেন। তার অপারগতার কারণে ইসলামী শরীয়তের অনেক বিষয় তাঁর নিকট পৌঁছেনি। তিনি হিজরত ও জিহাদ এবং কাবা ঘরের হজ্জ কোনটাই করতে পারেননি। বরং তাঁর ব্যাপারে রেওয়ায়াত এসেছে যে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, রামাযানের ছিয়াম এবং শরীয়তে বর্ণিত নির্ধারিত যাকাত আদায় করতে পারতেন না। কারণ এতে করে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে গেলে তারা (প্রজাগণ) তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দিত। তখন তাঁর পক্ষে সেটা সামাল দেওয়া সম্ভব হ'ত না।

আমরা ভাল ভাবেই জানি যে, তাঁর পক্ষে কুরআনের বিধান মতে ফায়ছালা করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। অথচ মদীনাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর এটা ফরয করে দেওয়া হয়েছিল যে, কোন আহলে কিতাব যদি ফায়ছালা চাইতে আসে তাহ'লে আল্লাহ প্রেরীত বিধান মতেই ফায়ছালা দিতে হবে।

বিষয়টি যতই গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন হোক না কেন ১ম ও ২য় নং ক্বায়েদার নিকট দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে (পূর্ববর্তী) আলেমগণ কিভাবে ঐগুলিকে অনুসরণ করেছেন ও কিভাবে ফায়ছালা করেছেন। অস্বীকারকারী হাকিম এবং দ্বীনের সাধারণ ভাবে জানা (ছালাত ও ছিয়ামের মত) বিষয়গুলির সাথে বিরুদ্ধাচরণকারী ছাড়া কাউকেও কুফরীর ফৎওয়া দেননি। প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা পাপে নিমজ্জিত হয়ে যারা আল্লাহ্‌র বিধানের বাইরে ফায়ছালা করে, যেমন- ইসলামী বিধানকে অস্বীকার না করে এবং সেটাকে হালাল মনে না করে কোন ভয়ের কারণে বা লোভে পড়ে শরীয়ত বহির্ভূত নিয়মানুসারে ফায়ছালা করে, তাহ'লে তাকে ছোট ধরনের কুফরী বলা যাবে, যা তাকে ইসলাম থেকে বাহিষ্কার করবে না।

[চলবে]

কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল

মূল (আরবী)ঃ আলী খাশান
অনুবাদঃ মুয্‌যাম্মিল আলী*

(৩য় কিস্তি)

মতবিরোধের বেলায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্যঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়ছালা করে দিলে সে বিষয়ে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে না। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী করে, সেতো সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল' (আহযাব ৩৬)।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর বলেন, 'এ আয়াতটি প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে এ জন্য যে, যখন আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) কোন বিষয়ের ফায়ছালা প্রদান করেন তখন কারো পক্ষে এর বিরোধিতা করার কোন অবকাশ থাকবে না। এ ক্ষেত্রে কারো পসন্দ-অপসন্দ, মতামত বা কথা বলার নূন্যতম অধিকার স্বীকার্য নয়'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর রাসূল (ছাঃ)-এর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমাদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়, তবে সে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর (ফায়ছালার) দিকে ফিরিয়ে দাও। এ ব্যবস্থা উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে খুবই উৎকৃষ্টতর' (নিসা ৫৯)।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর' অর্থ তাঁর কিতাবের অনুসরণ কর। আর 'রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর' অর্থ তাঁর সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণ কর এবং 'তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের আনুগত্য কর' অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারে তারা তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তোমরা মান্য কর। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় তোমরা তাদের কোন আনুগত্য করোনা; কেননা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার বেলায় কোন সৃষ্ট জীবের আনুগত্য করতে নেই। যেমন- ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, 'আনুগত্য তো কেবল সৎ কাজের (নির্দেশ পালনের) মাঝেই নিহিত রয়েছে'।[৪] আর আল্লাহ্‌র বাণী 'যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতবিরোধ ঘটে তবে সে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও'-এর ব্যাখ্যায় কুরআনের বিশেষ ভাষ্যকার 'মুজাহিদ' এবং একাধিক অগ্রবর্তী মনীষী

---

*. সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪. ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ছহীহুল জামে'উস ছগীরঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী)।

বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে সে বিরোধপূর্ণ বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের ফায়ছালার দিকে ফিরিয়ে দাও। বস্তুতঃ এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ যে, দ্বীনের মূল এবং শাখার যে কোন বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করলে সে বিষয়ের মতভেদকে যেন কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করোনা কেন, এর মীমাংসা রয়েছে আল্লাহ্‌রই নিকট'। অতএব কিতাব ও সুন্নাহ সে বিষয়ে যে ফায়ছালা দিয়েছে কেবল সে ফায়ছালাই হবে নির্ঘাত সত্য। আর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও' অর্থাৎ তোমরা সকল বিবাদ আর অজ্ঞতাকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দাও। যে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে, সে বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাতকেই তোমাদের পরস্পরের মাঝে বিচারক নিযুক্ত কর। আল্লাহ্‌র বাণী 'যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও' দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা মতভেদের ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের উপর উক্ত বিষয়ে ফায়ছালার দায়িত্ব অর্পন করে না বা সে ক্ষেত্রে ঐ দু'য়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। আর আল্লাহ্‌র বাণী 'এটাই উত্তম' অর্থ মতবিরোধ নিরসন কল্পে পরস্পর মিলে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি এর ফায়ছালার দায়িত্ব অর্পন করা এবং এ দু'য়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করাই উত্তম। আর পরিণামের দিক থেকে অতীব সুন্দর ও উৎকৃষ্টতর।

ইমাম শাফেঈ তাঁর 'আর-রিসালা' গ্রন্থে বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর যারা কোন বিষয়ে মতভেদ করবে, তাদের মতভেদের বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ফায়ছালার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যদি এ দু'য়ের যে কোন একটির মাঝে এর ফায়ছালায় প্রত্যক্ষ কোন 'নছ' বা সুনির্দিষ্ট দলীল না থাকে, তবে বিরোধপূর্ণ বিষয়টিকে এ দু'য়ের যে কোন একটির সাথে 'ক্বিয়াস' করার মাধ্যমে ফিরিয়ে দাও'। তিনি বলেন, 'প্রকৃত ক্বিয়াস হ'ল তা-ই, যা কিতাব অথবা সুন্নাতের পূর্ব বর্ণিত খবরের অনুকূলে অর্থাৎ আকার-ইংগিত দ্বারা অন্বেষণ করা হয়। কিতাব ও সুন্নাতে পূর্ব বর্ণিত খবরের অনুকূলে হ'তে হবে এ জন্য যে, কিতাব ও সুন্নাহ্‌ই হচ্ছে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান যা অন্বেষণ করা সকলের জন্য অপরিহার্য'।

তিনি আরো বলেন, 'যিনি একটি হাদীছ শ্রবণ করলেন, তার পক্ষে সেই হাদীছটিকে সাধারণ ও মোটামুটি অর্থে গণ্য করাই উচিত হবে, যতক্ষণ না তিনি এমন কোন প্রমাণ লাভ করতে পারেন, যা দ্বারা হাদীছের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে'। অর্থাৎ যখন কোন হাদীছ ছহীহ বলে প্রমাণিত হবে, তখন সেই হাদীছের সাধারণ অর্থকে নির্দিষ্টকারী কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এর সাধারণ অর্থের উপর আমল করা একজন মুসলমানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে প্রমাণিত যে, তারা নিজেদের মতামত ও ফায়ছালাকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ প্রাপ্তির কারণে পরিত্যাগ করতেন, যেমনিভাবে তারা স্বয়ং খলীফার ফায়ছালাকেও অমান্য করতেন যখন এর বিপরীতে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ প্রাপ্ত হ'তেন। যেমন- হযরত ওমর (রাঃ) হাতের আঙ্গুলী সমূহের দিইয়াত (ক্ষতিপূরণ) প্রদানের ক্ষেত্রে আমর বিন হাযমের বংশধরদের জন্য রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক যে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে যে, 'প্রতিটি আঙ্গুলের বিনিময়ে দশটি করে উষ্ট্র প্রদান করতে হবে'[৫] এর বিপরীতে তিনি হাতের আঙ্গুলী বিশেষে বিবিধ রকমের দিইয়াত প্রদানের ফায়ছালা করতেন। অতঃপর যখন ছাহাবায়ে কেরাম এ সম্পর্কে অবগত হ'লেন, তখন তারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ ফায়ছালাকে পরিত্যাগ করেন এবং হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী দিইয়াত প্রদানের ফায়ছালায় ফিরে আসেন।

ইমাম শাফেঈ তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের ৪২৩ পৃষ্ঠায় এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন, 'এ হাদীছের মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, একটি হ'ল, একক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করার প্রমাণ, আর দ্বিতীয়টি হ'ল, যে মুহূর্তে খবর (হাদীছ) প্রমাণিত হবে, ঠিক সে মুহূর্তেই তা গ্রহণ করা হবে, যদিও তাদের দ্বারা গৃহীত এ ধরনের হাদীছের উপর কোন বিদ্বানের আমল পূর্ব থেকে চলে আসেনি। আরো প্রমাণ রয়েছে যে, যদি কোন বিদ্বানের কোন বিষয়ে পূর্ব হ'তে একটি আমল চলে আসে, এরপর তিনি কর্মের বিপরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ প্রাপ্ত হন, তবে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ প্রাপ্তির কারণে তার পূর্বের কর্মকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। এ হাদীছে আরো প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ আপনা থেকেই প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ)-এর পরে কারো আমল দ্বারা তা প্রমাণিত হবে এমনটি নয়। এ হাদীছটি প্রমাণিত হওয়ার পর মুসলমানগণ একথাও বলেননি যে, মুহাজির ও আনছারগণের মাঝে থেকেও হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের মাঝে এই হাদীছের বিপরীত কাজ করেছেন। (তখন) তোমরা (আমর বিন হাযমের বংশধরগণ) বা অন্য কেউই বলনি যে, তোমাদের নিকট হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলের বিপরীত কিছু রয়েছে। বরং কোন প্রকার উচ্চবাচ্য ছাড়াই তারা সকলে মিলে এক বাক্যে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রহণ করা এবং যা এর বিপরীত হয় তা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তাদের যা করনীয় তারা (অর্থাৎ যাদের নিকট হাদীছটি প্রমাণিত হ'ল তারা) সে দিকেই অগ্রসর হ'ল। যদি হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এ হাদীছটি পৌঁছত তবে আল্লাহ চাহেতো তিনি এ হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন যেভাবে তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুসরণের ব্যাপারে তার নিজ দায়িত্ব পালনার্থে অপরাপর হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বিশেষ করে তিনি তো জানতেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের সামনে অন্য কারো আদেশের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের অনুসরণের মাঝেই আল্লাহ্‌র আনুগত্য নিহিত রয়েছে, (এ সব জানার পর তিনি নিজস্ব মতামত পরিত্যাগ করে সে হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে কিছুতেই পারতেন না)।

[চলবে]

৫. এ হাদীছটি হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আহমাদ শাকির, তাখরীজু আহাদীছির রিসা-লাহ পৃঃ ৪২৩।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ

*-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম (সূরা আলে ইমরান ১৯)। সাধারণতঃ মনে করা হয় ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম। আর ইসলামী শরীয়ত শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নতকরণ ও আল্লাহ্‌র সাথে তার গভীর সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম-পদ্ধতি পেশ করে থাকে। এছাড়া মানব জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের করণীয় কোন বিষয় ইসলামে নেই। বিশেষ করে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলামের কোন বক্তব্য নেই। এটা মানুষের বৈষয়িক ব্যাপার। কাজেই এক্ষেত্রে তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন আদর্শ বা নীতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ ধারণা আদৌও ঠিক নয়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা এ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে। আল্লাহ বলেন- 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং আমার নে'আমত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম'(সূরা মায়েদাহ ৩)।

ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। ইহা শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী শরীয়তে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। আল্লাহ বলেন, 'পবিত্র কুরআনে আমি কিছুই অবর্ণিত রাখিনি'(সূরা আন'আম ৩৮)। অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল বিষয়ের কল্যাণকর প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান আল্লাহ পাক বিবৃত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এ দাবীর সত্যতা প্রমাণ করেছে ইসলামী শরীয়ত। ইসলামী শরীয়ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র এবং এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছে।

সুদূর অতীতের কোন্ যুগে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল সঠিক ভাবে তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে, মানব জাতি যখন হ'তে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে শুরু করে, তখন হ'তেই নিজেদের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সাথে সাথে শাসন ব্যবস্থাও পর্যায়ক্রমে সুব্যবস্থিত হ'তে থাকে। অতএব, সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মানবেতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ইসলামী রাষ্ট্র চিন্তায় রাষ্ট্রকে মানব কল্যাণের একটি সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পবিত্র কুরআনে সূরা 'আল-মুল্‌ক' নামক সূরাটি অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা ইসলামী রাষ্ট্রের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র ও আদর্শবান নেতৃত্বের অবর্তমানে মানুষ সাধারণতঃ কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে, সংকীর্ণমনা, পার্থিব ঐশ্বর্যলোভী ও কল্যাণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ন হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনে মানুষকে নানা ভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সর্বাধিক কলহপ্রিয়'(সূরা কাহফ ৫৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস'(সূরা ফজর ২০)।

এছাড়া মানুষ প্রবলভাবে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে ন্যায়-নীতির সীমা অতিক্রম করে থাকে। এজন্য মানবগোষ্ঠির ঐক্য, শৃংখলা, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা। পৃথিবীতে নবী এবং রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মানব রচিত সর্বপ্রকার প্রচলিত জীবন ব্যবস্থা ও মতাদর্শ এবং সব ধরনের আনুগত্যের বিধি-ব্যবস্থার উপর বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই (আল্লাহ) প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ মনে করে'(সূরা তওবাহ ৩৩; সূরা ছাফ্‌ফ ৯)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন এবং সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট'(সূরা ফাৎহ ২৮)।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরীয়তের স্বাভাবিক দাবী হেতু একাজ রাসূল (ছাঃ)-এর কর্তব্য-কর্মের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পারে না। তাই ইতিহাস প্রমাণ করেছে রাসূল (ছাঃ) এমনি একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কী জীবনের শেষ দিকে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আর তার সূচনা হয়েছিল ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে আক্বাবার দ্বিতীয় বারের বায়'আত কালে। এ বিষয়ে ইতিহাসের পাতায় যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তার সারকথা হ'ল- 'ইয়াছরিবের আউস ও খাযরাজ গোত্রের ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলাসহ মোট ৭৫ জনের এক প্রতিনিধি দল মক্কার 'আকাবা' পাহাড়ের পাদদেশে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাতে গোপনে মিলিত হয়। তারা রাসূলের (ছাঃ) হাতে নিম্নোক্ত কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করে যে, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য

---

* প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।

নেই। সর্বাবস্থায় তারা রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। তারা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে লোকদের নিষেধ করবে। ইসলামের আদর্শ ও নীতি মেনে চলবে ও রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে দ্বিধা করবে না। আর রাসূল (ছাঃ) যখন তাদের মাঝে বসবাস করতে থাকবেন, তখন যেসব ব্যাপারে তারা নিজেদেরকে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে রক্ষা করে থাকে তা থেকে তারা রাসূলকে (ছাঃ) রক্ষা করবে। বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট থাকবে।[১]

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) সাথে ইয়াছরিব বাসী প্রতিনিধি দলের এভাবে যে বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়, তাই-ই ছিল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম এক সুস্পষ্ট চুক্তিনামা (Contract)। এ চুক্তিনামায় তারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে নেয় এবং নতুন প্রতিষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রের অধীনে যাবতীয় বিষয়ে রাসূলের (ছাঃ) আনুগত্য স্বীকার ও তাঁকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করার অঙ্গীকার ঘোষণা করে। আর এটাই হ'ল রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক বুনিয়াদ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে প্রিয় জন্মভূমি মক্কার মায়া ত্যাগ করে ইয়াছরিবে হিজরত করেন এবং ছাহাবীদেরকেও হিজরত করার নির্দেশ দেন। ইয়াছরিব বাসীগণ রাসূলের (ছাঃ) সম্মানে ইয়াছরিবের নতুন নামকরণ করেন 'মদীনাতুন নবী' বা 'নবীর শহর'।

মদীনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার মানসে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সংকল্প করেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে একতা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৪৭টি ধারা সম্বলিত একটি সনদ প্রণয়ন করেন। ইসলামের ইতিহাসে যা 'মদীনার সনদ' (Charter of Madinah) নামে পরিচিত। আর পৃথিবীর ইতিহাসে এ সনদ ছিল সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান (First written constitution of the world)। এজন্য ঐতিহাসিকগণ এ সনদকে 'মহাসনদ' (Magna Carta) হিসাবে অভিহিত করেছেন। এমনিভাবে এ সনদের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে মদীনা নগর রাষ্ট্র সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল স্থাপন করে। আমীর হাসান ছিদ্দীকী মদীনা রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলেছেন "It was a unique welfare state ever designed by mankind." অর্থাৎ 'মদীনা রাষ্ট্রই মানবতার সেবায় একমাত্র কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত'।[২] রাসূল (ছাঃ) যে শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় নেতা নন- উপরন্তু তিনি যে একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, তারও স্বীকৃতি মেলে এই সনদে। ঐতিহাসিক পি,কে, হিট্টি যথার্থই বলেছেন, "Out of the religious community of al-Medina the later and larger state of Islam arose." 'মদীনার ধর্মীয় সমাজ পরবর্তীকালে বৃহত্তর ইসলামী সম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে'।[৩] ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূইর বলেন- " It reveals the man (The Prophet) in his real greatness a mastermind, not only of his own age, but of all ages." 'মদীনার সনদ শুধু সে যুগেই নয় বরং সর্বযুগে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরাট মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে'।[৪]

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের পটভূমি আলোচনা করা হ'ল। এক্ষণে বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

রাষ্ট্রের পরিচিতিঃ

প্রচলিত অনেক শব্দের মত 'রাষ্ট্র' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় 'রাষ্ট্র' শব্দটি জাতি, সমাজ, দেশ, সরকার প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। যুগের আবর্তন-বিবর্তনে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

রাষ্ট্র দর্শনের প্রায় শুরুতে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল তাঁর 'Politics' গ্রন্থে রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বলেন যে, 'কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং মানব সমাজের কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য'।[৫] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) বলেন- 'কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়'।[৬]

অধ্যাপক বার্জেস (Prof. Burgess) বলেন, 'যদি মানব

---

১. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, তাহকীক ও তাখরীজ- শু'আইব আরনাউত্ব ও আব্দুল কাদের আরনাউত্ব (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহ্ইয়ায়িত তুরাছ আল-ইসলামী, ২৯ তম সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১, ৪৩।

২. ডঃ মুহাম্মাদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ (রাজশাহীঃ বুকস্ প্যাভিলিয়ন, প্রথম প্রকাশ, মে-১৯৭৯) পৃঃ ৩৬।

৩. মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর- ১৯৮৫) পৃঃ ৫৯।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. মোঃ ইনসান আলী গাজী, পৌরবিজ্ঞানের আলো (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, নবম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-১৯৯২) পৃঃ ৪৪।

৬. মোঃ লুৎফর রহমান, পৌরবিজ্ঞানের জ্ঞান (ঢাকাঃ এম. আব্দুল্লাহ এণ্ড সন্স, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-১৯৯৫) পৃঃ ৭৭।

জাতির কোন অংশকে সংঘবদ্ধভাবে দেখা যায়, তবে তাই রাষ্ট্র'।[৭]

রাষ্ট্রের সবচেয়ে বিজ্ঞান সম্মত এবং পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন অধ্যাপক গার্নার (Prof. Garner)। তাঁর মতে "A state is a community of persons, more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory independent (or nearly so) of external control and possessing an organised goverment to which the great body of inhabitants render habitual obedience." অর্থাৎ 'রাষ্ট্র' হ'ল কম সংখ্যক বা বেশী সংখ্যক এমন একটি জনসমষ্টি যারা কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যারা সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে, যার প্রতি জনগণ স্বাভাবিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে'।[৮]

উপরোক্ত সংজ্ঞা গুলির আলোকে একটা রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত ৪টি উপাদান পাওয়া যায়।

১। **জনসমষ্টি** (Population)ঃ রাষ্ট্র গঠন করতে হ'লে জনসমষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যতিরেকে রাষ্ট্র বা সরকার গঠন সম্ভব নয়। জনহীন অঞ্চলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা নেহায়েতই অবাস্তব। জনসমষ্টির নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গঠিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা খুব কম হ'তে পারে, আবার খুব বেশীও হ'তে পারে। এ বিষয়ে ধরা বাঁধা কোন নিয়ম নেই।

২। **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Teritony)ঃ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডও রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসমষ্টির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট আয়তন বিশিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন।

৩। **সরকার** (Government)ঃ সরকার রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এর মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা-আকাংখার প্রকাশ ও প্রয়োগ ঘটে থাকে। সরকার না থাকলে নাগরিকদের পক্ষে শৃংখলাবদ্ধ ভাবে জীবন-যাপন ও সমষ্টিগত ভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হ'ত না। এক কথায় সরকার বলতে রাষ্ট্রের শাসনকারী প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্র বুঝায়।

৪। **সার্বভৌমত্ব** (Sovereignly)ঃ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে (Supreme power) সার্বভৌমত্ব বলা হয়। সার্বভৌমত্ব ব্যতিরেকে রাষ্ট্র গঠন হ'তে পারে না। এর বলে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োজনবোধে ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা আইন প্রবর্তনের চরম অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং

৭. সিরাজুল হক (এম. এ.), আধুনিক পৌরবিজ্ঞান (ঢাকাঃ বাংলাদেশ পাবলিশার্স, ত্রয়োদশ সংস্করণ-১৯৭৪/৭৫) পৃঃ ৩৪।
৮. ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমদ, উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-১৯৯৮) পৃঃ ৭৩।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক স্থাপন বা ছিন্ন করতে পারে। বার্জেস বলেন- "Sovereignty is the original, absolute, unlimited, universal power over the individual subject and all association of subjects" অর্থাৎ 'সার্বভৌমত্ব হ'ল রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণ এবং রাষ্ট্রের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চরম সীমাহীন এবং চিরন্তন ক্ষমতা'।[৯] উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেন ফরাসী প্রচার পণ্ডিত বিদ জ্যাঁ বদিন (Jean Bodin)।[১০]

গণতন্ত্র (Democracy)ঃ

সরকারের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে এরিষ্টটল গণতন্ত্রকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন আধুনিক বিশ্বে সে অর্থে ব্যবহার হচ্ছে না। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকট সর্বাপেক্ষা উন্নত ও কল্যাণধর্মী শাসন ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত হ'ল 'গণতন্ত্র'।

গণতন্ত্রের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Democracy' (ডিমোক্রেসী)। 'Democracy' শব্দটি মূল গ্রীক শব্দদ্বয় 'Demos' অর্থ- জনসাধারণ এবং 'Kratia' অর্থ- ক্ষমতা বা শাসন হ'তে উদ্ভূত হয়েছে। যার মূলগত অর্থ 'জনগণের শাসন'। অর্থাৎ যে শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং তারাই শাসনকার্য পরিচালনা করে, তাকে গণতন্ত্র বলে। গণতন্ত্র সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীক ঐতিহাসিক যুসিডাইস[১১] খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম শব্দটির ব্যবহার করেন। 'গণতন্ত্র' (Democracy) অর্থ জনগণের শাসন। তাই বুঝা যায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। মোটকথা যে শাসন ব্যবস্থায় সকল জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে তাকে 'গণতন্ত্র' বলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ 'গণতন্ত্রের' বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কেউ একে বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা রূপে অভিহিত করেছেন। কেউ দেখিয়েছেন একটি সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে। আবার কেউবা এটাকে বিশেষ ধরনের জীবনপন্থা (Way of life) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অধ্যাপক শেলী বলেন- 'Democracy is a form of government in which every one has a share in it' অর্থাৎ 'গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যাতে জনগণের প্রত্যেকের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে'।[১২]

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।
১০. সৈয়দ মকসুদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, জুন-১৯৮৩) পৃঃ ৬৫।
১১. মোঃ মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা (রাজশাহীঃ ইমপিরিয়াল বুকস্, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী-১৯৯১) পৃঃ ৭৬।
১২. প্রাগুক্ত।

ম্যাকাইভার বলেন- 'Democracy is not a way of governing whether by majority or otherwise, but primarily a way of determining who shall govern and broadly, to what ends.' 'গণতন্ত্র বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অন্য কোন উপায়ে শাসন পরিচালনার পন্থা বুঝায় না। কিন্তু কারা এবং মোটামুটিভাবে কোন উদ্দেশ্যে শাসন করবেন তা নির্ধারণ করা বুঝায়'।[১৩]

গণতন্ত্রের যে যাই সংজ্ঞা প্রদান করুন না কেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincohn) ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গেটিসবার্গের জনসভায় গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা প্রদান করেন সেটাকেই অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সর্বোৎকৃষ্ট ও অভ্রান্ত সংজ্ঞা হিসাবে স্বীকার করেন। তিনি গণতন্ত্রকে 'Government of the people by the people and for the people'[১৪] 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকারই গণতন্ত্র' হিসাবে বর্ণনা করেন। লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) উক্তিতেও অনেকটা অনুরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন- 'It really means nothing more nor less the rule of the whole people expressing their sovereing will by their votes.'[১৫]

গণতন্ত্রের উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, জনসাধারণের মধ্য হ'তে অধিকাংশের সিদ্ধান্তই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

গ্রীসের এথেন্স নগরী 'গণতন্ত্রের সূতিকাগার' (Cradle of Democracy) হিসাবে পরিচিত। সেকালে এথেন্সসহ গ্রীসের কয়েকটি নগররাষ্ট্র ও রোমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও এথেন্সই ছিল গণতন্ত্রের লীলাভূমি। উল্লেখ্য যে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে নগররাষ্ট্র এথেন্সে যে অবস্থায় গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে তা বর্তমানে অনুপস্থিত। গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রসার ঘটে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ইউরোপে। গ্রেট বৃটেন, জেনেভা, অষ্ট্রিয়া, নেদারল্যাণ্ড ও মার্কিন উপনিবেশ সমূহে গণতন্ত্রের যে শিকড় বিস্তার করে। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রীঃ) মধ্য দিয়ে তার চরম সাফল্য সূচিত হয়।

আধুনিক কালে গণতান্ত্রিক ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তৎকালে প্রচলিত ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। কিন্তু আজকে প্রবর্তিত হয়েছে পরোক্ষ গণতন্ত্র। আধুনিক গণতন্ত্রে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে থাকে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যতগুলি ব্যবস্থা আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র হচ্ছে তন্মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. সৈয়দ মকসুদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, জুন-১৯৮৩) পৃঃ ২৮৫। Charnwood গৃহীত; Abraham Lincoln'।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬। Lord Bryce গৃহীত; The Modern Democracies. ।

গণতন্ত্রের ফলাফলঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হ'লেও এর মূল শ্লোগান- 'জনগণ-ই সকল ক্ষমতার উৎস'[১৬] হওয়ায় এ সার্বভৌম ক্ষমতার বলেই মানুষই মানুষের উপর নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র প্রভু বা আইন রচনাকারীর মর্যাদায় সমাসীন হয়। ফলে মানুষের ঊর্ধে কোন উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী কোন সত্তা এ গণতন্ত্রে স্বীকৃত নয়। যার বিধান মানতে মানুষ বাধ্য হ'তে পারে বা যার সন্তুষ্টি অর্জন মানুষের কাম্য হ'তে পারে। আধুনিক এ পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আল্লাহ্র নিরংকুশ সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনতাই করে মানুষের হাতে অর্পন করার ফলে সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বিশৃংখলা দানা বেঁধে উঠেছে। মানবতা হচ্ছে ভূলুণ্ঠিত। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছে অশান্তির হাহাকার। এ্যারিষ্টটল বলেছেন- 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সর্বময় কর্তা'।[১৭]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উন্নতমানের হ'লেও বাস্তবতা ঠিক এর উল্টো। কেননা এ ব্যবস্থায় যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিনিধি নির্বাচনের পরিবর্তে নিম্নমানের নেতৃত্বকে দেশদরদী জাতীয় নেতার আসনে সমাসীন করা হয়। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ জনসমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের ছলচাতুরীতে পরাজিত হ'তে বাধ্য হয়। অবশেষে রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্ব জ্ঞানহীন ধূর্ত ব্যক্তিগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ফলে শাসন কার্যে কম জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সমাগম হেতু দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদির যথারীতি উন্নতি হয় না।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তির গুণাগুণ অপেক্ষা সংখ্যার গুরুত্বই অধিক। এ ব্যবস্থায় জনগণের অধিকাংশের মতামতকে আইনে পরিণত করা হয়। এতে মগযের সন্ধান না করে শুধুমাত্র মাথা গণনা করা হয়। ফলে ৫০ জন অশিক্ষিত লোকের ভোট ৫০ জন পণ্ডিত ব্যক্তির ভোটের সমান মর্যাদা পায়। দেশের বেশী সংখ্যক লোক নিরক্ষর, অজ্ঞ ও অযোগ্য হওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির পরিবর্তে অশিক্ষিত, অযোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হয় এবং তাদের দ্বারাই সরকার পরিচালিত হয়। একারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **করলাইন** পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে 'মূর্খদের জন্য মূর্খদের দ্বারা মূর্খদের শাসন'[১৮] বলে উপহাস

১৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগষ্ট-১৯৯৫) পৃঃ ৭৭।

১৭. নির্মল কান্তি মজুমদার (অনুঃ), অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স (কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-১৯৮১) পৃঃ ১২৬।

১৮. মোঃ মকসুদুর রহমানঃ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা (রাজশাহীঃ ইমপিরিয়াল বকুস্, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী-১৯৯১) পৃঃ ৮৯।

করেছেন। **লেকি** বলেছেন- 'গণতন্ত্র দারিদ্র্য, প্রপীড়িত, অজ্ঞ ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন। কারণ এদের সংখ্যাই রাষ্ট্রে অধিক।[১৯] অনেকে এটাকে 'নির্বোধের সরকার'[২০] হিসাবে অভিহিত করেছেন। এজন্য বলা হয়- 'Democracy exalts mediocrity'.[২১]

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের শাসন বলা হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তা দলীয় শাসন। কেননা ভোটে নির্বাচিত প্রার্থীরা কোন না কোন দল কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। ফলে ব্যক্তি হিসাবে কোন প্রার্থীকে পসন্দ হ'লেও দল কর্তৃক স্বীকৃত না থাকায় দলীয় প্রভাবের দোহাই দিয়ে অনেক 'কলাগাছ' অধিক ভোট পেয়ে 'বটগাছে' পরিণত হয়ে যায়। কাজেই যে দল মোট আসনের অধিক সংখ্যক আসন দখল করতে সমর্থ হয়, তারাই সরকার গঠন করে থাকে এবং তাদের প্রণীত আইন এবং কখনও কখনও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের মানসে দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত মতামতকে আইনে পরিণত করে জনগণের নামে চালানো হয়। আর দলীয় প্রভাবের কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির পরিমাণ বেশী থাকে। গণতন্ত্র পন্থী দেশগুলোর বর্তমান চিত্রই এর বাস্তব প্রমাণ।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বর্তমানে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করলেও এতে আদর্শগত দিক দিয়ে কোন স্থায়ী নৈতিক মানদণ্ড না থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠের দোহাই দিয়ে নৈতিকতা বিবর্জিত ও চরিত্র বিধ্বংসী বিষয় আইনে পরিণত হয়ে যায় এবং দেশের সাধারণ জনগণকে তা মানতে বাধ্য হ'তে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে মদের ন্যায় একটি নিষিদ্ধ ও জাতীয় মেরুদণ্ড ধ্বংসকারী বস্তু কখনও বর্জনীয় আবার কখনও গ্রহণীয় বলে নিরূপিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যভিচারের মত মহা অপরাধকেও ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় না। যেমন- বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন খোদ হোয়াইট হাউসে মনিকা লিউনস্কির সাথে ব্যভিচারের ন্যায় জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়েও গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে আদর্শ নেতা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন এবং তাঁর এ জঘন্য ও ঘৃণ্য অপরাধকে একটা সাধারণ ভুল হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এটাই হচ্ছে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বাস্তব পরিণতি।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলা হ'লেও বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসন নয়, বরং সংখ্যা গরিষ্ঠ নির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন। জাতির মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক দ্বারাই শাসিত হয় দেশের কোটি কোটি জনগণ।

---

১৯. তদেব।
২০. তদেব, পৃঃ ৯০।
২১. সৈয়দ মকসুদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পৃঃ ২৯৮।

তাদের রচিত আইন হয় দেশের আইন। আর তাই আইন পাস করার ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে তাদের ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখা হয় অতি স্বাভাবিকভাবে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেশের বেশীর ভাগ জনগণের শাসন নয়, বরং অল্পসংখ্যক লোকের শাসন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন একটি নির্বাচনী এলাকায় ৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিলেন এবং বিজয়ী ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে একটি ভোট বেশী পেয়েই নির্বাচিত হ'লেন। অথচ তার প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা পরাজিত ব্যক্তিবর্গের প্রাপ্ত ভোট সমষ্টির তুলনায় অনেক কম। ফলে বেশী সংখ্যার দোহাই দিয়ে কমসংখ্যক লোক দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিই দেশ শাসন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতাগণ সমর্থন না দিয়েও সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হ'তে হয়। এ প্রসংগে অধ্যাপক রবার্ট ডল (Prof. Robert Dahl) বলেন, Democracy is neither rule by the majority nor ruled by minority, but ruled by minorities. Thus the making of governmental decisions is not a majestic march of great majorities united on certain matters of basic policy, it is the steady appeasment of relatively small (pressure) groups." [২২]

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মানুষের জন্য কল্যাণকর হিসাবে স্বীকৃত বললেও প্রকৃত ঘটনা তা নয়। কেননা এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। সাধারণতঃ ধনী ব্যক্তিরাই ভোট দখলের প্রতিযোগিতায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং তারা নিজেদের স্বার্থে আইন রচনা করে থাকেন। গণতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় ক্ষমতাসীন দল হয়ে উঠে পুঁজিপতি বা পুঁজিপতিদের হাতের ক্রীড়নক। ফলে দেশে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা কোন দিন সাধারণ গণমানুষের জন্য কল্যাণকর হ'তে পারে না।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেশের জনগণ স্বাধীন হয়েও পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকৃষ্ট গোলামীর শৃংখলে বন্দী হয়ে পড়ে। তারা যে আইন তৈরী করেন, তা সংগত কি অসংগত, জনগণের জন্য কল্যাণকর না অকল্যাণকর, সর্বোপরি সে আইন অহি-র বিধানের অনুকূলে না প্রতিকূলে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে বিনাশর্তে তাই দেশের সকল জনগণকে মাথা নত করে মেনে নিতে হয়। কেউ সে আইনের বিরুদ্ধে টু শব্দ করলে বা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে কখনও কখনও তার ভাগ্যে জোটে কারাগারের লৌহশৃংখল।

---

২২. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার পৃঃ ৭৮ (টীকা নং -১)।

অনেক সময় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের স্বার্থে কোন গণবিরোধী আইন পাস করে এবং দেশের জনগণ যদি সে আইনের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন জাগিয়ে তোলে, তথাপিও ক্ষমতাসীন দল সেদিকে কোন খেয়াল না করে তা জনগণের নামে জন স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিজেদের ইচ্ছা জনগণের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়। এজন্যই একে বলা হয় 'সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার'। এভাবে গণতন্ত্রের মোহে দেশের কোটি কোটি মানুষ পার্লামেন্টের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নিরংকুশ কর্তৃত্বের অক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলে তাদের স্বাধীনতা। তখন সেদেশকে আর স্বাধীন দেশের মর্যাদায় ভূষিত করা যায় না। সাথে সাথে সে দেশের নাগরিকগণ হারিয়ে ফেলে নিজেদেরকে 'স্বাধীন' মনে করার অধিকার। গেটেল বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক সরকারের পিছনে ব্যাপক ক্ষমতা থাকার ফলে সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক সরকারে পরিণত হ'তে পারে'।[২৩] হার্নশ (Hearnshaw) বলেছেন, 'সংখ্যাগরিষ্টের শাসন সব সময়ে সংখ্যাগরিষ্টের স্বেচ্ছাতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে'।[২৪]

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দেশ পুঁজিপতি মহাজন, মজুতদার, মুনাফাখোরী আর কোটিপতিদের ভোগদখলের বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। মোটকথা পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক মতাদর্শের দুর্বলতা সর্বজন বিদিত। গণতন্ত্রের অন্ধ সমর্থক রুশো (Rousseau) তাঁর 'Social Contract' গ্রন্থে বলেছেন- 'এই রাষ্ট্রীয় আদর্শ একমাত্র ক্ষুদ্র পরিসর রাষ্ট্রেই বাস্তবায়িত হ'তে পারে; কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রের সীমা বিপুলভাবে প্রসারিত, সেখানে ইহা সাফল্যের সাথে কিছুতেই চলতে পারেনা'।[২৫] আলফ্রেড কবন (Alfred Cobbon) 'The crisis of civilization' গ্রন্থে বলেছেন, 'গণতন্ত্র হচ্ছে একটি কাল্পনিক প্রেয়সী। উহা এক তন্বী কুমারী হ'লেও উহা বন্ধ্যা'।[২৬]

গুলব্রাণ্ড বলেছেন- 'গণতন্ত্রের জোয়াল থেকে একটি জাতিকে মুক্ত করা- অনেকটা সুরার নরক থেকে একজন মাতালকে মুক্ত করার মত'।[২৭]

[চলবে]

---

২৩. রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা পৃঃ ৯০।
২৪. তদেব।
২৫. প্রফেসর মোঃ আব্দুল খালেক ও অন্যান্য, ইসলামিক ষ্টাডিজ সংকলন (ঢাকাঃ প্রফেসর'স প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রন, জুলাই-১৯৯৫) পৃঃ ১৫২।
২৬. তদেব।
২৭. রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা পৃঃ ৯১।

মনীষী চরিত

শায়খ আবদুল আযীয বিন বায

*সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান**

সম্পাদনায়ঃ প্রধান সম্পাদক।

সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী, বর্তমান ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ছহীহ আল-বুখারীর হাফেয ও ফৎহুল বারীর স্বনামধন্য ভাষ্যকার, মুহাদ্দিছ কুল শিরোমণি, সঊদী সরকারের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের প্রধান, অনন্য প্রজ্ঞা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও উদার চরিত্রের অধিকারী, ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে নিরলস খেদমতের জন্য দেশ ও দলমত নির্বিশেষে সবার নিকটে সমাদৃত, মুসলিম বিশ্বে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম বিরোধী নানা চক্রান্তের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সেনানী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (৮৬) সর্বমহলে ছিলেন প্রশংসিত। কুসংস্কার ও বিদ'আতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার চেষ্টায় তিনি ছিলেন আজীবন নিয়োজিত।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম আবদুল আযীয, পিতার নাম আবদুল্লাহ। বংশ পরিচয় হ'লঃ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন বায।

জন্ম ও জন্মস্থানঃ

শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায ১৩৩০ হিজরীর ১২ই যিলহাজ্জ মোতাবেক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

শায়খ আবদুল আযীয বিন বায প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই পবিত্র কুরআনুল করীম হিফয করেন। মক্কার বিখ্যাত ক্বারী শায়খ সা'দ ওয়াক্কাছ আল-বুখারীর নিকট তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি সঊদী আরবের তৎকালীন গ্র্যাণ্ড মুফতী মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুল লতীফ আলে শায়খ, ছালেহ বিন আবদুল আযীয আলে শায়খ, সা'দ বিন আতীক্ব, হামাদ বিন ফারেসসহ দেশের খ্যাতনামা বিদ্বানগণের নিকটে শরীয়তের বিভিন্ন শাস্ত্রে ও আরবী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম-এর নিকটে একাধারে তিনি দশ বছর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

দৃষ্টিশক্তি লোপঃ

ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভালই ছিল। ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর চোখে প্রথম রোগ দেখা দেয় এবং এর ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৩৫০ হিজরীর মুহাররম মাসে বিশ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

---

* গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিশক্তি হারানোর উপরও আমি আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রশংসা জ্ঞাপন করি। আল্লাহপাকের কাছে দো'আ করি তিনি যেন এর পরিবর্তে দুনিয়ার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিফল দান করেন। যেমন তিনি তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর যবানীতে এ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি আল্লাহ পাকের কাছে আরো দো'আ করি, তিনি যেন দুনিয়া ও আখেরাতে আমার শুভ পরিণতি দান করেন।

কর্ম জীবনঃ

১৩৫৭ হিজরীতে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীমের প্রস্তাবানুযায়ী তিনি রিয়াযের অদূরে আল-খারজ এলাকার বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৩৭১ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৭২ হিজরীতে রিয়ায প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'রিয়ায মা'হাদে ইলমী'তে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হন। এক বছর পর ১৩৭৩ হিজরীতে তিনি রিয়াযে 'শরীয়াহ কলেজে' ফিক্হ, তাওহীদ ও হাদীছ শাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি ৭ বছর শিক্ষা দান করেন।

১৩৮১ হিজরীতে মদীনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে শায়খ বিন বায এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর পদ অলংকৃত করেন এবং পরে ১৩৯০ হিজরীতে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে উন্নীত হন। ১৩৯৫ হিজরী পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকেন।

১৪.১০.১৩৯৫ হিজরী সনে বাদশাহী এক ফরমানের অধীনে তাঁকে 'ইসলামী গবেষণা, ফৎওয়া, দাওয়াহ ও ইরশাদ' তথা দারুল ইফতা নামক সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত পদে সমাসীন ব্যক্তিকে মন্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হয়। অতঃপর ১৪১৪ হিজরীতে তিনি সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী নিযুক্ত হন। উক্ত দায়িত্বের পাশাপাশি আরও অনেক সহযোগী সংস্থার সাথে শায়খ বিন বায জড়িত ছিলেন। যেমনঃ

১. প্রধান, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সঊদী আরব।
২. প্রধান, ইসলামী গবেষণা ও ফৎওয়া বোর্ড।
৩.প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী।
৪. প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক মসজিদ সংক্রান্ত উচ্চ পরিষদ।
৫. প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ফিক্হ পরিষদ, মক্কা।
৬. সদস্য, উচ্চ পরিষদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. সদস্য, উচ্চ পরিষদ, দাওয়াতে ইসলামী, সঊদী আরব।
৮. সদস্য উচ্চ পরিষদ, ওয়ামী (WAMY)।

এ ছাড়াও অনেক ইসলামী সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন।

ডঃ মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল শু'আইব একটি ইসলামী গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক এবং শায়খ বিন বাযের বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। শায়খ বিন বায বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দাওয়াত, দারস ও ওয়ায-নছীহতের মহান কর্তব্য থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থেকেও কোন কারণে দূরে সরে যাননি। আল-খারজ এলাকায় বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে সেখানে তিনি দারস-তাদরীস ও ওয়ায-নছীহতের নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। রিয়াযে প্রত্যাবর্তনের পর রিয়াযস্থ প্রধান জামে মসজিদে তিনি যে দারসের ব্যবস্থা করেছিলেন অদ্যাবধি তা চালু রয়েছে। মদীনায় থাকা কালেও তিনি সেখানে দারস ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এমনকি সাময়িক সময়ের জন্য কোন শহরে স্থানান্তরিত হ'লেও সেখানে তিনি শিক্ষা মজলিস চালু করতেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদানের সুযোগও তিনি হাতছাড়া করেননি।

শায়খ বিন বাযের দৈনন্দিন কার্যাবলীঃ

'মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে'র সহকারী অধ্যাপক শায়খ বিন বাযের পুত্র আহমাদ বলেন, আমার পিতা ফজরের এক ঘণ্টা পূর্বে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ ছালাত ও পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ফজরের আযান হ'লে পরিবারের সবাইকে ছালাতের জন্য জাগিয়ে মসজিদে নিয়ে যেতেন। ফজর ছালাতের পর তথায় তিনি তিন ঘণ্টা দারস দিতেন। এরপর নাস্তার জন্য বাড়ী ফিরতেন। নাস্তা করে কর্মস্থলে যেতেন। বিকাল আড়াইটার দিকে বাড়ী ফিরে অপেক্ষমান গরীব মেহমানদের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহণের পর তাদের খোঁজ-খবর নিতেন।

আছরের আযান পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে আসা টেলিফোন রিসিভ করতেন এবং লোকেদের প্রার্থিত ফৎওয়া ও পরামর্শের উত্তর দিতেন। আছর ছালাতের পরে সংক্ষিপ্ত দারস দিতেন। তারপর বাসায় ফিরতেন। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে মাগরিবের আধা ঘণ্টা পূর্বে উঠে ছালাতের জন্য মসজিদে যেতেন। বাদ মাগরিব লোকজনের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এরপর এশার ছালাতান্তে বাড়ী ফিরতেন। বাড়ীতে এসে বিশিষ্ট লোকদের সাথে বৈঠকে মিলিত হ'তেন। বৈঠক শেষে অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থাগারে যেতেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করে উপস্থিত লোকদের সাথে রাতের খানা গ্রহণ করতেন। এভাবে প্রত্যহ রাত সাড়ে এগারটার দিকে বিশ্রামের জন্য শয়নকক্ষে গিয়ে খবর শুনে ঘুমাতেন।

এছাড়া বিভিন্ন মসজিদে সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম থাকতো। তিনি সে সব মসজিদে গিয়ে কুরআন ও হাদীছের আলোকে মূল্যবান বক্তব্য দিতেন এবং বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের উত্তর দিতেন। এভাবেই তিনি সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দাওয়াতী কাজ করতেন।

রচিত গ্রন্থাবলীঃ

আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয বিন বায অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হ'লঃ (১) আল-ফাওয়ায়েদুল জালিয়াহ ফিল মাবাহিছিল ফারযিয়াহ (২) মাসায়েল হজ্জ ওয়াল ওমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ (৩) আত-তাহযীরু মিনাল বিদা' (৪)রিসালাতানে মু'জিযাতানে আনিয যাকাতে ওয়াছ-ছাওম আল-আকীদাতুছ ছাহীহাহ ওয়ামা ইউযাদ্দুহা (৫) উজূবুল আমল বি-সুন্নাতির রাসূল (ছাঃ) (৭)

আদ-দাওয়াতু ইলাল্লাহি ওয়া আখলাকুদ দু'আত (৮) উজূবু তাহকীমি শার'ইল্লাহি ওয়া নাবযুহামা খালা-ফাহু (৯) হুকমুস সুফূর ওয়াল হিজাব ওয়া নিকাহুশ শিগার (১০) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহূ ওয়া সীরাতুহূ (১১) ছালাছু রাসাইল ফিছ ছালাহ (১২) হুকমুল ইসলাম ফী মান ত্ব'আনা ফিল কুরআন ওয়া রাসূলিল্লাহি (ছাঃ) (১৩) হাশিয়াতুন মুফীদাতুন 'আলা ফাৎহিল বারী (১৪) ইক্বামাতুল বারাহীনা আলা হুকমি মান ইছতাগাছা বিগায়রিল্লাহ (১৫) ছিদকুল কুহানাহ ওয়াল 'আর্রাফীনা (১৬) আল-জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ (১৭) আদ দুরূসুল মুহিম্মাহ লি'আ-ম্মাতিল উম্মাহ (১৮) ফাতাওয়া তাতা'আল্লাকু বি-আহকামিল হাজ্জ ওয়াল 'উমরাতে ওয়ায যিয়ারাহ (১৯) উজূবু লুযূমিস সুন্নাহ ওয়াল হাযরে মিনাল বিদ'আহ (২০) নাক্বদুল ক্বাওমিয়াতিল আরাবিয়াহ (২১) মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত মুতানাউওয়া'আহ।

ওলামা প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হ'তে প্রতিদিন তার নিকট ওলামা প্রতিনিধি দল আসত দরসে অংশ গ্রহণ করার জন্য। নানাবিধ পরামর্শ ও মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা হ'ত। বিশেষ করে যে সব বিষয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হ'ত, সে সব বিষয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তাদেরকে সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এভাবেই মুসলিম বিশ্ব তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে পরিচিত হন।

শায়খ বিন বাযের মর্যাদাঃ

সঊদী আরবের বাদশাহ যখন কোন বিশেষ বৈঠকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন তাঁকে পার্শ্বে বসাতেন এবং سماحة الوالد বা 'সম্মানিত পিতা' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর দেওয়া পরামর্শ সঊদী আরবের 'মজলিসে শূরা' বিশেষ ভাবে গ্রহণ করতো। অনুরূপভাবে দেশের আলেমগণও তাঁকে 'সামা-হাতুল ওয়ালিদ' বা সম্মানিত পিতা বলে ডাকতেন।

তিনি আলেমদের নিকট হ'তে কুরআন-হাদীছের আলোচনা কামনা করতেন ও বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের নিকট ইসলামের শ্বাশত দাওয়াত পৌছানোর আকাংখা ব্যক্ত করতেন। তিনি আলেমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি, দাওয়াত দাতার চরিত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতেন। যাতে করে সাধারণ মানুষ তাদের দাওয়াত সহজেই গ্রহণ করে নেয়। এভাবে ফকীর-মিসকীনদেরও তিনি পিতা ছিলেন। ফকীর-মিসকীন ছাড়া তিনি খাবার খেতেন না। দরিদ্রদের প্রতি তিনি ছিলেন উদার হস্ত। তাঁর বেতন-ভাতার একটা বিশেষ অংশ তিনি তাদের মধ্যে ব্যয় করতেন এবং সাথে সাথে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার প্রতি দারিদ্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহবান জানাতেন। এজন্য তারাও তাকে পিতা হিসাবে জানতেন।

তাঁর মৃত্যুতে প্রদত্ত্ব শোক বার্তা সমূহে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিদ্বানগণ একমত পোষণ করে বলেছেন যে, বিশ্বের মুসলমানগণ একজন সুযোগ্য পিতা ও একজন জালীলুল ক্বদর আলেমকে হারালেন। এর ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করেন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগঃ

১২ই মে বুধবার দিবাগত রাতে যেদিন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেদিনও তিনি সুস্থ শরীরে বহু মানুষের সাথে সাক্ষাত করেন। অতঃপর তাঁর পরিবারের সাথে নিজ বাসভবনে ছালাতুল 'এশা আদায় করেন। রাত বারটা পর্যন্তও তাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। অতঃপর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রাত্র ৩ টায় তাহাজ্জুদের সময় সঊদী আরবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ত্বায়েফের 'আল-হাদা' সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নছীব করুন! আমীন!!

তাঁর উল্লেখ্য যে, পরদিন বাদ জুম'আ কা'বা শরীফে অনুষ্ঠিত ছালাতে জানাযায় লক্ষ লক্ষ শোকবিহবল মুমিন অংশগ্রহণ করেন।

কে কি বলেনঃ

মিসরঃ (ক) পৃথিবীর প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খুল আযহার ডঃ মুহাম্মাদ সাইয়িদ ত্বানত্বাবী বলেন, মুসলিম উম্মাহ আজ একজন বুযর্গ বিদ্বানকে হারালো। সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম সেরা এই বিদ্বান কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামের প্রচারে এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রসারে দিশারীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। ইসলামী দেশ সমূহ ছাড়াও বিভিন্ন অনৈসলামী দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত তাঁর ছোট বড় বই-পুস্তিকাসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। যার ফলে তিনি সর্বত্র একটি জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন'।

(খ) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (রঈস) ডঃ আহমাদ ওমর হাশেম বলেন, মুসলিম উম্মাহ একজন অনন্য সাধারণ বিদ্বানকে হারালো। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও ফৎওয়ার দ্বারা বিগত ৬০ বছর যাবত মুসলিম উম্মাহ যে অতুলনীয় খেদমত পাচ্ছিল, তা থেকে তারা আজ মাহরূম হয়ে গেল। কুরআন ও সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধ-এর বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল তর্কাতীত।

(গ) কায়রোর ইসলামী বিষয়ক উচ্চ পরিষদের সদস্য ডঃ মুহাম্মাদ আল-হাফনাভী বলেন যে, শায়খ বিন বায-এর মৃত্যু শুধু সঊদী আরবের জন্য নয় বরং আরব ও ইসলামী উম্মাহ্র জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সর্বাবস্থায় হক কথা বলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুপরিচিত এবং ফৎওয়া প্রদানের ব্যাপারে ছিলেন উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা সদৃশ।

(ঘ) মিসরীয় পার্লামেন্টের সদস্য আবদুল ইলাহ আবদুল হামীদ বলেন, সমসাময়িক ইসলামী বিশ্বে তিনি ছিলেন উম্মতের অন্যতম সেরা পণ্ডিত। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ইসলামের খিদমতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে গেছেন।

২. সঊদী আরবঃ

(ক) সঊদী তথ্যমন্ত্রী ডঃ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর-রশীদ শায়খ বিন বায-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তাঁর মৃত্যুর এই গভীর বেদনা মুসলিম উম্মাহ্‌র হৃদয় সমূহকে আলোড়িত করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান ইসলামী জগতে সম্ভবতঃ এমন কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব নেই, যিনি শায়খের লেখনীর খিদমতে অনুপ্রাণিত হননি।

(খ) সঊদী আরবের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও মক্কা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদের প্রধান ডঃ রাশেদ রাজেহ বলেন, কুরআন, হাদীছ, আক্বায়েদ, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে শায়খ যে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তার তুলনা পাওয়া মুশকিল। একই সাথে সুন্দর চরিত্র মাধুর্য, দানশীলতা, দুনিয়াত্যাগী স্বভাব, যেকোন অবস্থায় যেকোন লোকের সাথে সাক্ষাতের উদারতা - এসব কিছু ছিল তাঁর উন্নত চরিত্রের অংশ।

(গ) ত্বায়েফ -এর মুহাফেয উস্তায ফাহদ বিন মু'আম্মার গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে বলেন, আমরা আজ একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বানকে হারালাম। যিনি তাঁর দ্বীন ও উম্মতে মুসলিমা-র খিদমতে জীবন বিলিয়ে গেছেন।

(ঘ) ত্বায়েফের শিক্ষা বিভাগীয় ডাইরেক্টর ডঃ আবদুল্লাহ বিন হায়সূন আল-মাসঊদী বলেন, মরহুম শায়খ ছিলেন সকল স্তরের মানুষের জন্য অমূল্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের ইসলামী পণ্ডিত এবং মুসলমানদের হৃদয়ে তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান ডঃ আবদুর রহমান বিন সুলায়মান আল-মাতৃরূফী বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে একজন পিতা, একজন শিক্ষক ও একজন উত্তম আদর্শবান ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি। তিনি বলেন, ইসলামের মৌল আক্বীদাকে দুশমনদের সৃষ্ট সন্দেহবাদ থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে আধুনিক বিশ্বে তিনি অকুতোভয় মুজাহিদের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

জানাযাঃ

সঊদী সময় বৃহস্পতিবার ভোর রাত ৩-টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পরের দিন শায়খের মরদেহ বিমানযোগে মক্কায় আনা হয় এবং সেখানে বাদ জুম'আ পবিত্র কা'বা চত্বরে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়।

জানাযায় খাদেমুল হারামায়েন শরীফায়েন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আযীয, যুবরাজ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সুলতান বিন আবদুল আযীয, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নায়েফ বিন আবদুল আযীয, রিয়াদের গভর্ণর সালমান বিন আবদুল আযীয, মক্কার গভর্ণর মাজেদ বিন আবুল আযীয, কুয়েতের বিচার ও ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রী আহমাদ বিন খালেদ আল-কুলায়েব, কাতারের ওয়াকফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রী আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মার্রী ও খ্যাতনামা বিদ্বান ডঃ ইউসুফ আল-ক্বারযাভী, কুয়েতের রাষ্ট্রদূত জাবের খালেদ আল-ছাবাহ, জর্ডানের রাষ্ট্রদূত হানী খলীফা, দারুল ইফতার উপ-প্রধান শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আলে শায়েখ, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য খ্যাতনামা পণ্ডিত শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন উছাইমীন, হারামায়েন বিষয়ক পরিষদের প্রধান শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আস-সুবায়েল, মসজিদে নববী বিষয়ক পরিষদের উপ-প্রধান শায়খ আবদুল আযীয বিন ফালেহ এবং শায়খ বিন বাযের পুত্রগণ সহ সঊদী আরবের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানমণ্ডলী ও দেশ-বিদেশের হাযার হাযার মুসলমান তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযার পরে মক্কার 'ক্বাছরুছ ছাফা' বা ছাফা রাজ প্রাসাদে বাদশাহ ফাহদ ঐসকল বিশিষ্ট মেহমানদের নিকট থেকে মরহুম শায়খের শোক বার্তা গ্রহণ করেন ও মত বিনিময় করেন। তাঁর শায়খের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও শায়খের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

১৩ই মে '৯৯ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব মারকাযী দারুল ইমারত নওদাপাড়ায় কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠক চলাকালীন অবস্থায় টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত সকলকে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সকলে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। পরের দিন প্রকাশিত মাসিক **আত-তাহরীক** (মে '৯৯) সংখ্যায় যরূরী ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং সকল মুসলমানের প্রতিও বিশেষ করে সংগঠনের সর্বত্র তাঁর জন্য গায়েবানা জানাযা আদায়ের আবেদন জানানো হয়।

১৫ই মে শনিবার রিয়াদে দারুল ইফতা-য় পাঠানো এক আরবী শোক বার্তায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** শায়খ বিন বায-এর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং খালেছ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। অনুরূপভাবে দেশের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশের জন্যও তিনি শোকবার্তা প্রেরণ করেন ('স্বদেশ' কলামে দ্রষ্টব্য)।

১৫ই মে শনিবার বাদ যোহর দারুল ইমারত নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাযায় উপস্থিত মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মুছল্লীদের সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও সঊদী মাবঊছ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন যে, আমরা শুধু নই, সারা মুসলিম বিশ্ব আজ তাদের একজন দরদী অভিভাবককে হারালো। ইল্মী জগতে তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। আমরা সকলে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। অতঃপর তাঁর ইমামতিতে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা

আমি 'বাদশাহ সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়' রিয়াযে অধ্যয়নরত অবস্থায় আল্লামা শায়খ বিন বাযের সাথে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। আমাকে যখন দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্রদের 'ছাত্রনেতা' নিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন সরকারী ভাবে رحلةعلمية لزيارة سماحة الشيخ ابن باز শিরোনামে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতাম। এক মাস আগে সাক্ষাতের জন্য সময় নিতে হ'ত। কারণ হাযার হাযার মানুষ তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য সব সময় আসা-যাওয়া করতো। আমরা বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতাম। যখন তিনি জওয়াব দিতেন, তখন মনে হ'ত যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সমস্ত হাদীছ তাঁর মুখস্থ আছে। সুবহানাল্লাহ! তাঁর ইলমের গভীরতা যে কত গভীর তা উপলব্ধি করা মুশকিল। যখন তিনি ফকীহদের মতামত পেশ করতেন, তখন মনে হ'ত তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ্ আর কেউ নেই। তিনি ছাত্রদেরকে ইল্ম অর্জন করার ও তদনুযায়ী আমল করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করতেন। সেই সাথে সঠিক দাওয়াত পৌছানোর জন্য উপদেশ দিতেন। তাঁর লেখা ছোট ছোট পুস্তিকা নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্যও তিনি পরামর্শ দিতেন।*

** সে ওয়াদা রক্ষার জন্য 'আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট চাওয়ার বিধান' নামে তাঁর একটা ছোট বই আমি অনুবাদ করেছি। এখনো প্রকাশ হয়নি। অচিরেই প্রকাশ হবে বলে আশা রাখি - সাঈদুর রহমান।*

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে

গত ৭ই জুন '৯৯ সোমবার বাদ যোহর রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ বিল্ডিংয়ের তৃতীয় দোতলার বাথরুম থেকে হোস্টেলের ছেলেদের ফেলা পানি নীচে পড়লে তা সেখানে বসে থাকা স্থানীয় দুই তরুণের গায়ে পড়ে। তাতে তারা ক্ষিপ্ত হ'য়ে মাদরাসার দোতলায় উঠে গিয়ে ছাত্রদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ ও মারধর করে। তখন শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। পরে আছরের ছালাত শেষে ছাত্র ও শিক্ষকরা রুমে ফেরার পথে স্থানীয় মাস্তান ও তাদের সহযোগীরা লোহার রড, লাঠি, হকিস্টিক ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও এলোপাথাড়ী মারপিট শুরু করে। শেষ পর্যায়ে তাদের নিক্ষিপ্ত ককটেলের আঘাতে মাদরাসার দোতলায় দণ্ডায়মান শিক্ষক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ ৮ জন ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালের নীত হয়। স্থানীয় শাহ মখদুম থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আহত ছাত্রদের নামঃ

(১) ওবায়দুল্লাহ (সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)
(২) মোযাফফর হোসায়েন (আড়ানী, চারঘাট, রাজশাহী)
(৩) আবদুল্লাহ (ভালুগাছি, পুঠিয়া, রাজশাহী)
(৪) মাহবুবুর রহমান (ঋষিকুল, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)
(৫) শরীফুল ইসলাম (পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী)
(৬) হাফেয মকবুল হোসায়েন (তেবাড়িয়া, রাণীনগর, নওগাঁ)
(৭) আবদুর রহমান, ইয়াতীম (রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্দা)
(৮) যিয়াউর রহমান (পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)

চিকিৎসা ও

মুখের দুর্গন্ধে করণীয়

মুখে দুর্গন্ধ হওয়া একটি বিরক্তিকর ব্যাপার। কেননা মুখে দুর্গন্ধ হ'লে নিজের কাছে তো খারাপ লাগেই পাশাপাশি কারো সাথে কথা বলার সময় তিনিও বিরক্তিবোধ করেন। পাশ্চাত্য দেশে মুখে দুর্গন্ধের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে। মুখের দুর্গন্ধের কারণ সকলের জানা দরকার। তবেই চিকিৎসা সহজ হবে।

কারণঃ

প্রথমতঃ খাবারের পরে ভালো করে দাঁত পরিষ্কার না করলে বা দুই বেলা নিয়মিত ব্রাশ না করলে দাঁতের গোড়ায় খাদ্যকণা জমে ব্যাকটেরিয়ার মিশ্রণে DENTAL PLAQUE তৈরী হয়। এটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে পাথরে পরিণত হয়। এই পাথরের সাথে (খাওয়া এবং কথা বলার সময়) মাঢ়ির (FREE GINGIVA) ঘর্ষণের ফলে মাঢ়ি থেকে রক্ত পড়ে। তখনই মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে। একে বলা হয় GINGIVITIS.

দ্বিতীয়তঃ ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণেও মাঢ়িতে ঘা হয়, মাঢ়ি থেকে প্রচুর রক্ত পড়ে এবং মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়। ইহাকে বলা হয় ULCERATIVE GINGIVITIS. এই অবস্থায় এর চিকিৎসা হচ্ছে, অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসক দ্বারা দাঁতের গোড়া থেকে পাথরগুলো সরিয়ে (SCALING) নিম্নলিখিত ওষুধ খেতে হবে এবং এতেই ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ঔষধঃ (১) Tab. PHENOXYMETHYL PENICILLIN (250mg) ১টা করে দিনে ৪ বার ৫ দিন। (২) Tab METRONIDAZOLE (400 mg) ১টা করে দিনে ৩ বার ৩দিন। ব্যথা থাকলে Tab. PARACETAMOL ১টা করে দিনে দুই বার।

তৃতীয়তঃ কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যও অনেক সময় মুখে দুর্গন্ধ হয়। ২৪ ঘন্টায় অন্ততঃ একবার পায়খানা হওয়া দরকার। পেট যেন পরিষ্কার থাকে। যাদের পেট পরিষ্কার হয় না এবং পায়খানা কঠিন বা শক্ত হয়ে যায়, তাদের বেলায় মুখে দুর্গন্ধ হওয়া স্বাভাবিক। এর চিকিৎসা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি খাওয়া। সকাল বেলা খালি পেটে পানি খেতে হবে। রাতেও ঘুমাবার আগে প্রচুর পানি খেতে হবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে শাক-সব্জি এবং তাজা ফল বিশেষ উপকারী।

এতেও যদি ভালো না হয় তাহ'লে ইছপগুলের ভূষি দ্বারা শরবত বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে। রাতে ঘুমাবার আগে এক কাপ গরম দুধ খেলেও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হ'তে পারে। যার ফলে মুখে দুর্গন্ধ হবে না।

উপরে উল্লেখিত নিয়মগুলো পালনের পরও যদি কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মুখের দুর্গন্ধ না সারে (ভালো না হয়), তাহ'লে ২/১ দিন পর পর ৩ চামচ করে MILK OF MAGNESIA রাতে ঘুমাবার আগে খেলে ইনশাআল্লাহ কোষ্ঠকাঠিন্য সেরে যাবে এবং মুখে দুর্গন্ধ থাকবে না। প্রতি খাবারের পর একটু এলাচী, দারুচিন এবং লবঙ্গ মুখে রাখা যেতে পারে। এতেও ফল পাওয়া যায়।।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

*-এম,এ, বারী**

একবার একদল বণিক বিপুল স্বর্ণমুদ্রা ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে তিন জন ডাকাতের খপ্পরে পড়ে নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফেরে। ডাকাত তিন জন বিপুল স্বর্ণমুদ্রা ও টাকা-কড়ি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। চলতে থাকে নানা পরিকল্পনা। সম্পদ বন্টনের নীল নকশা।

এমন সময় ডাকাতদের দলপতি বলল, আমরা ক্ষুধার্ত। আগে ক্ষুধা নিবারণ করি। তারপর সম্পদ বন্টন হবে। অতএব সর্বাগ্রে বাজার থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসা হউক। ডাকাতদের একজন তখন খাদ্য ক্রয়ের অনুমতি চাইলে দলপতি তাকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে সে বাজারে রওয়ানা হ'ল। পথে যেতে যেতে সে ঐ ছিনতাইকৃত স্বর্ণমুদ্রা ও অর্থ-কড়ি কি করে একাই ভোগ করা যায় সে পরিকল্পনা করতে লাগল। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করল যে, খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে দুই বন্ধুকে হত্যা করব। তখন সব সম্পদই আমার হয়ে যাবে। বাকী জীবন এই সম্পদ দিয়ে সানন্দে কেটে যাবে। মুছে যাবে দুঃখ দুর্দশা। বউ-বাচ্চা নিয়ে খেয়ে পড়ে ভাল ভাবেই দিনাতিপাত করতে পারব। সম্পদের এই মোহে পড়ে সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে বাজার থেকে ফিরে আসছে।

অপরদিকে ঐ দুই জন চিন্তা করল যে, এতগুলো সম্পদ দুই বন্ধুর মধ্যে বন্টন করতে পারলে পরিমাণে বেশী হবে। তারা স্থির করল যে, খাদ্য নিয়ে আসা মাত্রই তাকে হত্যা করব। তখন সমস্ত সম্পদ দুই বন্ধু ভাগ করে নিব। কথামতো অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকল তারা। খাদ্য নিয়ে যখন সে ফিরল সাথে সাথেই অপেক্ষমান দুই বন্ধু অস্ত্রাঘাত করে তাকে হত্যা করল।

এবারে অবশিষ্ট দুই ডাকাতের মধ্যে যে অধিক শক্তিশালী ছিল সে চিন্তা করল যদি আমি একাই এই বিশাল ধন ভাণ্ডারের মালিক হই তবে আমার চেয়ে আর কে ধনবান হ'তে পারে? আমার জীবন ধন্য হবে। সমস্যা দুরীভূত হবে। দারিদ্রতা বিমোচিত হবে। জীবনে আর কোন সমস্যা থাকবে না। এই দুরভিসন্ধি অনুযায়ী অপর সাথীকে সে হত্যা করে ফেলল। পর পর দুই সাথীকে হত্যা করে সে আনন্দে উদ্বেলিত। দু'চোখ তার অপলক ভাবে তাকিয়ে আছে ছিনতাইকৃত সম্পদের দিকে। একাই এত সম্পদের মালিক, এই আনন্দে সে পাগল প্রায়। সাথীদ্বয়কে হত্যা করে স্বভাবতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। সামনে খাবার মওজুদ। ভাবল, আগে ক্ষুধা মিটিয়ে নেই, তারপর সম্পদ নিয়ে বাড়ী ফিরব। অতঃপর প্রত্যাশার পরিসমাপ্তি ঘটল, যখন সে বিষ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। একেই বলে 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'।

* শিক্ষক, মারকায যোবায়ের বিন আদী আল-হারামায়েন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, কচুয়া, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

কবিতা

প্রতীক্ষায়

-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
আনছার হাট দাঃ মাঃ
যোলমারী, নীলফামারী।

এক দুই করে দিন গুণি
মাসটা কবে কেটে যায়,
চেয়ে থাকি পথ পানে
আত-তাহরীকের প্রতীক্ষায়।
একটু খানি দেরি হ'লে
মনে মনে রেগে যাই,
লাইব্রেরীতে বলব না-কি
তাহরীক আর পড়ব না ভাই।
অমনি এক কর্মী ভাই
হঠাৎ এসে বলে,
তাহরীক এবার এসেছে ভাই
নব কলেবরে।
বাঁধ মানে না অশান্ত মন
তাহরীকটা পড়তে,
এমনি করে রাগ-অভিমান
পড়তে থাকে ঝরতে।
আনন্দেতে পড়তে বসি
আমার প্রিয় **তাহরীক**,
ধীরে ধীরে হৃদয় আমার
হয়ে গেল ঠিক।

***

ইসলামী আন্দোলন

-এম, এ, ছাত্তার
গ্রামঃ ভিকনের পাড়া
পোঃ তেকানী চুকাইনগর
সোনাতলা, বগুড়া।

আয় ছুটে আয় আল্লাহ প্রেমিক
আয়রে দলে দলে,
কুরআন-হাদীছ আমল করি
সকল বাঁধা ঠেলে।
আমল করব আল্লাহ্র বাণী
কুরআন-হাদীছ খুলে,
'অহি' ভিত্তিক আন্দোলনে
আয়রে সবে চলে।
আল্লাহ্র পথে চলব মোরা
করব না আর ভয়,
তাওহীদের ঐ নিশান উড়ে
বিশ্ব করব জয়।
বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে
আল-কুরআনের আলো,
ভেঙ্গে তালা অন্ধকারের

বদ্ধ দুয়ার খুলো।
ঈমানদার আর মুমিন ভাইসব
এসো করি পণ,
ইসলামের ঐ শত্রু সনে
করব মোরা রণ।
আল্লাহ্‌র বাণী আমরা মানি
সত্য করব জয়,
রণাঙ্গণের শিক্ষণে ভাই
করবো না আর ভয়।
ঐক্যের মালিক তুমি প্রভু
রহীম ও রহমান
মুসলিম ঐক্যে কাঁপিয়ে দিও
বিশ্ব এ জাহান।
শক্তি চাই প্রভু তোমার
তুমি রাব্বানা
সাহায্য চাই দয়ার সাগর
নিরাশ কর না।
দয়া কর দয়াল প্রভু
সবই তোমার দান
কাল হাশরে দিও মুক্তি
তুমিই যে মহান।

***

অভিশাপ

-হোসনেআরা আফরোয
বোহাইল, বগুড়া।

অন্ধ গাঢ়; জাহিলিয়াত যুগ
শুরু হয়েছে আবার দুনিয়ায়
শত ব্যর্থতার কান্না, হাহাকার
প্রশ্বাসে শোনা যায়।
সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার আর দুর্নীতি
উল্কার গতিতে ছুটে চলছে চারিদিক
ধর্ষণ আর যৌতুক ছেয়ে গেছে দুনিয়ায়
তাইতো কন্যা সন্তান এখন পিতার অভিশাপ।
শংকাহীন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে কন্যার পিতা
সংকটের হিংস্র অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে কন্যার জননী
যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়
সেই উন্মাদ অস্থির হয়ে যায় প্রায়।
নিষ্ক্রিয় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে গর্ভধারিনী
কাউকেও প্রায়শ্চিত্য করতে হয় জীবন দিয়ে
পত্রিকার পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ে
হাজারো মায়ের মৃত্যুর ছবি।
লাখো বোনের করুণ আর্তনাদ
কতকাল চলবে মেয়েদের এ অভিশাপ
আত্মঘাতী বঞ্চনার এই আর্তনাদ
ক্ষণজীবী পৃথিবীতে কেন এ হতাশার অভিশাপ!

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❑ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** আরীফুল ইসলাম, যোবায়ের রহমান, শামীম হোসায়েন, আবু তালেব, ইমরান আলী, জিয়াউর রহমান, ওবায়দুর রহমান, ইসহাক আলী, আব্দুল ওয়াদূদ, আমীরুল ইসলাম, শামীম হোসেন, দেলোয়ার হোসায়েন, মুখলেছুর রহমান, আতাউর রহমান, মুহাম্মাদ আলম, শাহ্ জামাল, হাফিযুর রহমান, সাদরুল ইসলাম, আসাদুল্লাহ আল-গালিব, খলীলুল্লাহ, মেছবাহুল ইসলাম, যোবায়ের হোসায়েন, রায়হান মিয়া, জুলকারনাইন, হুমায়ুন, আফতাবুয্যামান, আলা উদ্দীন, মীযানুর রহমান, যহুরুল ইসলাম, মনীরুয্যামান, আব্দুল্লাহ আল-মামূন, শাহাবুদ্দীন, আবুল হোসায়েন, এনামুল হক, আব্দুর রহমান, আরীফুল ইসলাম, ফুরকানুল ইসলাম, ইউসুফ ছাদেক, শাহীন আলম, সাব্বির হোসায়েন, ওবায়দুর রহমান, রুহুল আমীন, ইয়াহীয়া খালেদ, আফযাল হোসায়েন, যাকারিয়া, যিয়ারুল হক, উবায়দুল্লাহ্, এনামুল হক, আহমাদ আলী, আমীর হামযা, শাহাদাত হোসায়েন, আব্দুল কাফী, মাহবূবুর রহমান, আতাউর রহমান, জাহাঙ্গীর, মুয্যাম্মেল হক, যিল্লুর রহমান, আব্দুল খালেক, মমিনুল হক, মাযহারুল ইসলাম, রায়হানুল ইসলাম ও শফীকুল ইসলাম।

❑ **বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কাযিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকেঃ** যুয়েনা রেখা, মুস্‌বা আলীম, রঞ্জিতা আখতার, ফারহানা ইসলাম, সুলতানা ইয়াসমীন, আনজুম আলম, নূরজাহান, ফারযানা, সোনিয়া, তানিয়া, মাকসূদা আখতার, তাসমীন জেরীন, নাজনীন নাহার, সামিল সুলতানা, মিতু, লিজা ও নাহিদুয্যামান।

❑ **শামসুন্ নাহার ইসলামিয়া মাদরাসা, হাতেম খাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** শামীমা সুলতানা, জোৎস্না, তানিয়া, নাজমা খাতুন, ফেন্সী, সাজিয়া আফরিন, শারমীন আখতার, জান্নাতুল মাওয়া, মীযানুর রহমান, সেলিম, সাইফুল ইসলাম, রায়হান আলী, তারিক আল-আযীয, ফাহমিদা মেহেরিন ও শারমীন।

❑ **সাগরপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** আনিকা আনোয়ার ও কিবুয়ার হোসায়েন।

❑ **সূর্যকণা কিণ্ডার গার্ডেন, রাজশাহী থেকেঃ** মাহমূদুন নবী, ইমরান আহমাদ, আযনান আহমাদ, হাফিযুর রহমান, যহিরুদ্দীন, হাসান কামরান, হাসান মুহাম্মাদ, আফছারুল, সামী'উল ইসলাম, রায়হানুল আলম, মুহসিনা খাতুন, যাকিয়া পারভীন, নুশরাত ফাহমিদা, আফিয়া তাসনিম, জান্নাতুল ফেরদৌস, তাসনুভা আফরিন, তহমিনা খাতুন, আয়েশা ছিদ্দীকা, সুসমিতা শারমীন, নিখাত জান্নাত, নাসরীন পারভীন, তানিয়া তাজনীন, মাহফুযা, শারমীন আরা, ইসরাত জাহান, উম্মে কুলসুম, তাসনুভা চৌধুরী, যাকিয়া ফেরদৌস, মৌসুমী জামান, রেহানা পারভীন ও রায়হানা মারযানা।

❑ **হাতেম খাঁ গোরস্থান মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** যাকির হোসায়েন ও সুমাইয়া ইয়াসমিন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. হযরত বেলাল (রাঃ)।
২. হযরত সুমাইয়া (রাঃ)।
৩. ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী।
৪. মদীনা সনদ।
৫. মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. ২০ টি।
২. ২৯ শে ফেব্রুয়ারী।
৩. ৮৮৮ + ৮৮ + ৮ + ৮ + ৮ =১০০০।
৪. সংখ্যা দু'টি ৭ ও ১৩।
৫. পরবর্তী সংখ্যা ২৪৩ (প্রতিবারে ৩ গুণ, ১ বিয়োগ)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. 'সোনামণি' সংগঠনের নামকরণ পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত নং আয়াতের আলোকে এবং কে করেন? এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল জান কি?

২. 'সোনামণি' সংগঠনের মূলমন্ত্র কি? কুরআনের কোন সূরার কত নং আয়াতের মাধ্যমে এ মূলমন্ত্র নির্ধারণ করা হয়েছে?

৩. 'সোনামণি' সংগঠনের উদ্দেশ্য ও পটভূমি কি? 'সোনামণি' যেলা কমিটির উপদেষ্টাদ্বয় কারা হবেন?

৪. 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যতম উপদেষ্টাদ্বয়ের নাম কি?

৫. 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি কখন কোথায় গঠন করা হয়? এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যদের নাম কি?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগত)

১. পৃথিবীতে একটি প্রাণী আছে, যা খাবার চিবিয়ে খায় না। জিহ্বা ছোট ও নড়াতে পারেনা। এলোমেলোভাবে দৌড়াতে পারে না এবং চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরে। প্রাণীটির নাম কি এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরার কারণ কি?

২. একটি প্রাণী চোখের মণি ঘুরাতে পারে না। আশে-পাশে তাকাতে গেলে গোটা মাথাই ঘুরাতে হয়। প্রাণীটির নাম কি?

৩. পিছনের পা দিয়ে খাবারের স্বাদ গ্রহণ করে কোন প্রাণী?

৪. এমন একটি প্রাণী যার নাক ও কান নেই; অথচ আটটি পা দিয়ে সব অবস্থা বুঝতে পারে। তার নাম কি?

৫. স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কোন প্রাণী উড়তে পারে?

সোনামণি সংবাদ

বিশেষ প্রশিক্ষণ

(ক) গত ২৪শে এপ্রিল সোনামণি হাট মাধনগর সিনিয়র মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহীতে ২০০ জনেরও অধিক নিয়ে এক সোনামণি দাওয়াতী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে 'সোনামণিরাই ভবিষ্যৎ এবং দেশ ও জাতির কর্ণধার' এ বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। 'সোনামণি' সংগঠনের মুলমন্ত্র, উদ্দেশ্য ও গুণাবলীর উপরে রাখেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক। উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ এবং অত্র এলাকার আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী সোনামণিদের চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ।

(খ) বিগত ২৫শে এপ্রিল কুশলপুর দাখিল মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহীতে ১৭৫ জনের অধিক সোনামণি নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে সোনামণি সংগঠনের মুলমন্ত্র, উদ্দেশ্য, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। সোনামণি সংগঠনের নামকরণ ও ১০টি গুণাবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক। অত্র মাদরাসার বেশ কিছু শিক্ষকও প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

(গ) গত ৮ই মে, নরদাশ উচ্চ বিদ্যালয় এবং সৈয়দা ময়েয উদ্দীন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহীতে প্রায় ৪০০ জনের মত সোনামণিদের নিয়ে দিনব্যাপী (বালক ও বালিকা পৃথক পৃথক সমাবেশে) বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, মূলমন্ত্র, উদ্দেশ্য, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা এবং যাদু নয় বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে নোট করে দেয়া হয়। সোনামণিদের ১০টি গুণাবলীর উপর আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক। পবিত্র কুরআন শিক্ষার গুরুত্বের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখেন এবং বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন দামনাশ বাজার মসজিদের ইমাম মাওলানা জামালুদ্দীন। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন, নরদাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হাই এবং সার্বিক সহযোগিতা করেন

উল্লেখিত দু'টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদ্বয়। প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি লগ্নে আলোচিত বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সঠিক উত্তর প্রদানকারী ১৪ জন সোনামণিকে পুরস্কৃত করা হয়। উৎসাহী সোনামণিরা মাঝে মাঝে এরূপ প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন জানান।

শাখা গঠনঃ

(৭৪) সৈয়দা ময়েয উদ্দীন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় (বালিকা) শাখা বাগমারা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ জোৎস্না খাতুন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ রোযিনা খাতুন, সুইটি খাতুন, ফরীদা খাতুন ও কুহিনুর খাতুন।

(৭৫) হাট খুজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ শামসুন নাহার (সহ শিক্ষিকা)
উপদেষ্টাঃ এরশাদ আলী আহমাদ
পরিচালকঃ আব্দুল গফূর
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আতাউর রহমান, মনোয়ার হোসায়েন, সানোয়ার হোসায়েন ও মতীউর রহমান।

(৭৬) হাট খুজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা) শাখা বাগমারা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ শামসুন নাহার (সহ শিক্ষিকা)
উপদেষ্টাঃ এরশাদ আলী আহমাদ
পরিচালিকাঃ রুখসানা খাতুন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ পারুল পারভীন, সাদিয়া খাতুন, নূরুন নাহার ও রোযিনা খাতুন।

(৭৭) কুশলপুর দাখিল মাদরাসা (বালক) শাখা, বেলঘরিয়া হাট, বাগমারা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক
উপদেষ্টাঃ এস, এম, সাঈদুর রহমান (সহকারী শিক্ষক)
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ হাফিযুর রহমান, আব্দুর রশীদ, এনামুল হক ও মুযাহারুল ইসলাম।

(৭৮) কুশলপুর দাখিল মাদরাসা (বালিকা) শাখা, বেলঘরিয়া হাট, বাগমারা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ এস,এম, নওশাদ আলী
উপদেষ্টাঃ মৌলভী মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ ফেরদৌসী
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ নূর জাহান, রশীদা খাতুন, তাছনিমা খাতুন ও রাযিয়া খাতুন।

(৭৯) হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, শাহমখদুম, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আরফান আলী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মাঈনুল ইসলাম
পরিচালকঃ যাকারিয়া
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ বারেক হাসান, রবী'উল ইসলাম, রফীকুল ইসলাম ও রহীদুল ইসলাম।

(৮০) হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, শাহমখদুম, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নূরুল হুদা
পরিচালিকাঃ বিলকিস বিনতে এহসান
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মর্জিনা খাতুন, মাকছূরা খাতুন, মুরশিদা খাতুন ও জান্নাতুন নেসা।

(৮১) বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, কানসাট, শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুল লতীফ
উপদেষ্টাঃ হাবীবুর রহমান
পরিচালকঃ আনোয়ার হোসাইন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ সাইফুল ইসলাম, শাহীন আলম, জুয়েল ও জসীমুদ্দীন।

(৮২) সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসা (বালক) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক
উপদেষ্টাঃ হাফেয আলাউদ্দীন
পরিচালকঃ শাহ জাহান ইসলাম
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মীকাঈল আলী, জাহাঙ্গীর আলম, মনীরুল ইসলাম ও আব্দুল ওয়াহেদ।

(৮৩) সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ হাফেয আলাউদ্দীন
উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ নাজমা খাতুন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ রোযিনা, শাহানারা, রাবেয়া ও জেসমিন।

(৮৪) কৃষ্ণপুর জামে মসজিদ (বালক) শাখা, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নু'মান আলী,
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান,
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান,
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ শাহীন আখতার, মাহমূদুল হাসান, আতীকুর রহমান ও আব্দুর রউফ।

(৮৫) কৃষ্ণপুর জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ এমদাদুল হক (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নাছিরুল আলম
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ শোমস্ ফারহানা,
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ শিউলী আরা, শায়লা সুলতানা, হোসনে আরা ও নাযিরা খাতুন।

(৮৬) বালিহার ইবতেদায়ী মাদরাসা (বালিকা) শাখা বাঘা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুল হোসাইন

উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ মমতাজ পারভীন
পরিচালিকাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ নিলুফা পারভীন, আফরূযা খাতুন, দোলেনা খাতুন ও শারমীনা আখতার।

(৮৭) কালাইহাটা (পশ্চিম) ফকির পাড়া (বালক) শাখা, গাবতলী, বগুড়াঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ শহীদুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মতীউল ইসলাম
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রাসেল
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ শুভ বিন শহীদুল ইসলাম, চাঁদ মিঞা, আপেল ও ইকবাল হোসাইন।

(৮৮) কালাইহাটা (পশ্চিম) ফকীর পাড়া (বালিকা) শাখা, গাবতলী, বগুড়াঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ শাহেদা হোসায়েন
উপদেষ্টাঃ খুকি বেগম
পরিচালিকাঃ যাকিয়া খাতুন (শিলা)
৫ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ ফেন্সী খাতুন, রুমা খাতুন, ছবি খাতুন, আরযিনা খাতুন ও মাহমূদা খাতুন।

(৮৯) শামসুন নাহার ইসলামিয়া মাদরাসা (বালক) শাখা, ওয়াপদা, কলা বাগান, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মাঈনুল ইসলাম
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ শামীম আলম, ফারূক হোসায়েন, ফয়সাল হোসায়েন ও মুছাদ্দেকুর রহমান।

(৯০) জগতপুর ছদরুদ্দীন হাজীবাড়ী শাখা, কুমিল্লাঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সোলায়মান
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সোলায়মান
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আব্দুল্লাহ আল-মাস'উদ, জয়নাল আবেদীন, আব্দুর রহীম ও ফুরকান।

(৯১) আলাইপুর মহাজন পাড়া (বালিকা) শাখা, বাঘা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা শহীদুল্লাহ সরকার
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ ফাহমিদা খাতুন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ তুহিনা খাতুন, রুবিনা খাতুন, রোযিনা খাতুন ও সালমা খাতুন।

(৯২) গোরস্থান ফুরকানিয়া মাদরাসা শাখা, হাতেম খাঁ, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ওয়ালিউয্যামান
উপদেষ্টাঃ হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল হাই
পরিচালকঃ শামীম ইসলাম
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আসিফ মিয়াঁদাদ, যাকির হোসায়েন, রুকুন ইসলাম ও রজব আলী।

(৯৩) গোরস্থান ফুরকানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, হাতেম খাঁ, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রিপন আলী
পরিচালিকাঃ শাহারিয়ার
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ আকলিমা খাতুন, সুমাইয়া ইয়াসমিন, ফেনসী খাতুন ও সোহেলী খাতুন।

(৯৪) মুন্সিডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, রাণী বাজার, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ হাফেয মনীরুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মিলন
পরিচালকঃ তরীকুল ইসলাম
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আরিফুয্যামান, শমসের আলী, রাশেদ আলী ও রবী'উল ইসলাম।

(৯৫) মুন্সিডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাণী বাজার, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীন
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ ইয়াসমিন খাতুন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মেরিনা খাতুন, মাহফূযা খাতুন, আফরিন সুলতানা ও উম্মে কুলছুম।

সত্যবাদী

মুসাম্মাৎ রেশমা পারভীন (৫ম শ্রেণী)
গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সত্য কথা বলতে হবে
মানুষ হ'তে হ'লে,
আল্লাহ-রাসূল খুশি হবেন
সত্যবাদী হ'লে।
আল্লাহ্র হুকুম মানব মোরা
থাকব ভাল কাজে।
মন্দ থেকে থাকব দূরে
এই দুনিয়ার মাঝে।
পরকালে পাব সবাই
জান্নাতেরই সুখ
দেখবনা কেউ দু'নয়নে
জাহান্নামের দুঃখ।

স্ব দে শ - বি দে শ

স্বদেশ

দুর্নীতিতে শীর্ষে

'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে'র মতে বাংলাদেশ ১৩টি এশীয় দেশের মধ্যে দুর্নীতিতে সবার শীর্ষে। এরপর রয়েছে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত। তবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বাদে ১১টি এশীয় দেশের মধ্যে সিঙ্গাপুর হচ্ছে সবচেয়ে কম দুর্নীতির দেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউ ইএফ) নামে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও প্রকাশিত এশিয়া কম্পিউটিটিভনেস রিপোর্ট ১৯৯৯-তে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। রির্পোটটি সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়। এর মূল পরিকল্পনাকারী হচ্ছে 'হার্ভার্ড ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপমেন্ট' (এইচ আই আইডি)।

রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী এক থেকে দশ মাত্রার স্কেল অনুযায়ী দেশগুলোর বেলায় দুর্নীতির রেটিং হচ্ছে যথাক্রমে সিঙ্গাপুর ১.৮৪, হংকং ২.৩১, জাপান ২.৫, তাইওয়ান ৩.৪৩, মালয়েশিয়া ৫.০১, দক্ষিণ কোরিয়া ৫.৫, থাইল্যাণ্ড ৬.১৩, এবং চীন ৬.৭৩। ১১টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি হয় ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভারতে। এদের রেটিং হচ্ছে যথাক্রমে ৮.৪, ৭.৯৮ এবং ৭.৩২। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রেটিং হচ্ছে যথাক্রমে ৯.২ ও ৮.৪৭।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী বিষয়কে প্রাধান্য দিলে পৃথক মাদরাসা শিক্ষার কোন প্রয়োজন হবে না

-খত্বীব উবায়দুল হক

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খত্বীব মাওলানা উবায়দুল হক বলেছেন, বৃটিশ শাসনামলে ইসলাম বর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা না করলে আজ আমাদের দেশে ইসলামের কোন চিহ্ন অবশিষ্ঠ থাকত না। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে ইসলামী বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে একই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলে পৃথক মাদরাসা শিক্ষার কোন প্রয়োজন হবে না। গত ৭ই মে শুক্রবার জাতীয় মসজিদে খুৎবা প্রদান কালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইসলামী বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে আলেম সমাজ প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার কর্ণধাররা ইসলামী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত নন। তাই ইসলাম ও শরীয়ত রক্ষার জন্যই পৃথক মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।

মর্মান্তিক!

গত ২৫ মে ঢাকার আগারগাঁও পিডব্লিউ বস্তিতে যৌতুক লোভী স্বামী খোকা তার স্ত্রী পারভীনের শরীরে আগুন লাগিয়ে হত্যা করেছে। খোকার পুত্র রাজু (৮) সাংবাদিকদের জানায় ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব থেকেই তার বাবা-মার মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হ'ত। ২৫ মে রাতে রাজুর বাবা খোকা তার ভাইদের সহায়তায় পারভীনকে নির্যাতন করছিল। এ সময় রাজু তার মাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলে তার চাচারা তাকে মাটিতে চেপে ধরে এবং তার পিতা তার মার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন ধরানোর আগে রাজু তার পিতার পা ধরে মায়ের জীবন ভিক্ষা চাইলেও পাষণ্ড পিতা কর্ণপাত করেনি। গুরুতর আহত অবস্থায় পারভীন আক্তার (২৫) কে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরের দিন সকালে চিকিৎসারত অবস্থায় পারভীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

পারভীনের আত্মীয়-স্বজনরা জানান, ১৯৮৮ সালে খোকার সঙ্গে পারভীনের বিয়ে হয়। বিয়ের সময়ে নির্ধারিত যৌতুক ৫০ হাযার টাকা পরিশোধ করার পরও যৌতুক লোভী স্বামী মাঝে মধ্যেই আরও যৌতুকের চাপ দিত। আর এতে অপারগতা প্রকাশ করায় পারভীনকে জীবন দিতে হ'ল।

সন্তু লারমা কর্তৃক পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ

বিরোধী দলের দেশ ব্যাপী কালো দিবস পালন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে সর্বাত্মক হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে এক কালের দুর্ধর্ষ গেরিলা নেতা ও ৩৭ হাযার বাঙ্গালীর কথিত হত্যাকারী জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা গত ২৭ মে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে'র দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তার দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের একটি অঞ্চলে পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হ'ল। রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সন্তু লারমা আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার দায়িত্ব গ্রহণের পর ঐ অঞ্চলের সামরিক, পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনকে বিলুপ্ত করা হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ১ বৎসর পর গত ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে সরকারের ভাষায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর সরকার জাতীয় সংসদে আঞ্চলিক পরিষদসহ তিন পার্বত্য যেলা পরিষদ আইন পাশ করে এবং গত বছরের ৬ ডিসেম্বর সন্তু লারমাকে এ পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদ থেকে ৩ বাঙ্গালী সদস্যকে প্রত্যাহার ও সরকারের সঙ্গে তাদের অলিখিত চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুরু হয় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। দীর্ঘ ৮ মাস পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে সন্তু লারমা আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ডাস্টবিনে কুরআন শরীফ!

মিরপুর পুলিশ ফাঁড়ির অদূরে একটি ডাস্টবিন থেকে পুলিশ ৬৮ জিল্দ কুরআন শরীফ উদ্ধার করেছে। কুরআন শরীফ গুলোতে অকথ্য ভাষায় বিভিন্ন ধরনের লেখা ছিল। মিরপুরের হযরত শাহ আলী মাজার ও বিভিন্ন মসজিদ থেকে গত এক মাসে ঐ কুরআন শরীফগুলো হারিয়ে যায়। মিরপুর ১নং আন-নূরী জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা নূরুল আমীন আতিকী জানান, উল্লেখিত পুলিশ ফাঁড়ি গত ১লা জুন সকালে পবিত্র কুরআন শরীফ গুলো উদ্ধার করে। এর মধ্যে ১০ জিল্দ কুরআন শরীফ তার মসজিদ থেকে বিভিন্ন সময় হারিয়ে যায়। মিরপুর থানা পুলিশ কুরআন শরীফ উদ্ধারের কথা স্বীকার করেছে। ডাস্টবিনে কুরআন শরীফ ফেলে রাখার জন্য ইসলাম বিরোধী কাদিয়ানীদের সন্দেহ করা হচ্ছে। ১নং সেকশনের কয়েকজন ইমাম এ সন্দেহ পোষণ করেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন পাতায় অশালীন বক্তব্য লেখা দেখে মনে হয়েছে কম শিক্ষিত কোন বিকৃত রুচির লোক এমন কাজ করেছে। ইমামগণ সন্দেহ পোষণ করেন যে, মিরপুর ১নং মাজার রোড দ্বিতীয় কলোনী এবং শাহ আলী বাগে কাদিয়ানীদের আখড়া। তারা কৌশলে কুরআন নিয়ে অসম্মানজনক ভাবে ডাস্টবিনে ফেলে রাখতে পারে বলে ইমামদের ধারণা।

অন্ধ ভিক্ষুক সমাবেশ

'আমরা অবহেলিত, বিশেষ কোটায় রিলিফ দিতে হবে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা চাই' এই দাবীতে মাগুরায় গত ২৯শে মে এক অন্ধ ভিক্ষুকদের সমাবেশ হয়। সমাবেশ শেষে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে মিছিল ও ডিসির কাছে স্মারক লিপিও দেয়া হয়। স্থানীয় জজকোর্ট মাঠে আরব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে যেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মোট ৮১ জন অন্ধ ভিক্ষুক যোগ দেয়। তারা অন্ধ ভিক্ষুক সমিতির অফিস স্থাপনের জন্য খাস জমি বরাদ্দ দেয়ারও দাবী জানায়।

ক্যান্সারে বছরে দেড় লাখ লোকের মৃত্যু

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮লাখ ক্যান্সার রোগী রয়েছে। প্রতি বছর ক্যান্সারে মারা যায় দেড় লাখ লোক। এদের অধিকাংশের মৃত্যু হয় তামাক সেবন জনিত কারণে। বিশ্ব 'তামাক মুক্ত দিবস' উপলক্ষে গত ৩০শে মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ফযলুল হক এ তথ্য জানান। 'আর নয় ধূমপান' ছিল এবারকার বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়। তামাকের ধোঁয়ায় ৬ হাযারের মত রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে ৪৩টি পদার্থ সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রধান কারণ। ধূমপান বর্জনের ফলে ফুসফুসের ৯০ ভাগ ক্যান্সার থেকে মুক্ত থাকা যায়। রিপোর্টে বলা হয় আগামী ২০২০ সালে বিশ্বের ১ কোটি লোক শুধু ধূমপানের কারণে মারা যাবে। এর মধ্যে ৭০ লাখ মারা যাবে উন্নয়নশীল দেশে। প্রতি বছর তামাকের কারণে বিশ্বে ২০০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ১০ লাখ কোটি বাংলাদেশী টাকার ক্ষতি হয়। বর্তমানে বিশ্বে ধূমপায়ীর সংখ্যা ১১০ কোটি।

আবর্জনাও হ'তে পারে সম্পদ

ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত আবর্জনা থেকে নামমাত্র খরচে প্রতিদিন ৩শ' টন জৈব সার উৎপাদন করা সম্ভব। এতে একদিকে আবর্জনাময় দূষিত পরিবেশ থেকে নগরবাসী রক্ষা পাবে, অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সরকারেরও অর্থের সাশ্রয় হবে।

'ওয়েষ্ট কনসার্ন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকার মীরপুরের একটি এলাকায় সংগৃহীত আবর্জনা থেকে জৈব সার উৎপাদন করছে। গত ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের একটি প্রতিনিধি দল মীরপুরস্থ 'ওয়েষ্ট কনসার্ন' কার্যালয়ে গেলে সংস্থাটির কর্ণধার মাকসুদ সিনহা বলেন, জৈব বর্জ্যকে সংগ্রহ করে সঠিক উপায়ে যদি জৈব সারে রূপান্তরিত করা যায় তবে অবশ্যই তা সম্পদে পরিণত হ'তে পারে। 'ওয়েষ্ট কনসার্ন' প্রতিদিন তিনটি ভ্যান গাড়ীর সাহায্যে ৩০০ বাসা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে তা থেকে জৈব সার তৈরী করছে। ঢাকা শহরে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে তিন হাযার টন আবর্জনা জমা হয়। বিভিন্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত আবর্জনার মধ্যে রয়েছে জৈব বর্জ্য, কলকারখানার বর্জ্য, প্লাষ্টিক, পুরনো কাগজ, বোতল, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি। এর মধ্যে পচনশীল জৈব পদার্থের পরিমাণই বেশী। সূত্র জানায়, ঢাকা শহরের আবর্জনার ৮০ শতাংশই জৈব, বাদবাকী ২০ শতাংশ অজৈব।

'ওয়েষ্ট কনসার্ন' সংস্থা-র কর্মকর্তারা জানান যে, তারা প্রতিদিন প্রায় পৌনে এক টন আবর্জনা সংগ্রহ করেন। এটি একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে নিয়ে ১৯৯০ সাল থেকে কাজ করছে। এখানে উৎপাদিত জৈব সার একটি সংগঠন ক্রয় করে নেয়। প্রতি কেজি সারের উৎপাদন খরচ পড়ে মাত্র ১ টাকা ৬৫ পয়সা, তারা বিক্রি করেন কেজি প্রতি ২ টাকা দরে। এই সার সাভার, ধামরাই এলাকায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

সূত্র জানায়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ঢাকা শহরে অন্তত ২০০টি জৈব সার তৈরীর প্লান্ট চালু করতে পারে। যদি ২০ টনের প্লান্ট হয় তবে প্রতিদিন প্রতিটি প্লান্টে ৪ টন জৈব সার উৎপন্ন করা সম্ভব। এ ব্যাপারে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কার্যকর কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

ঢাকার বাতাস বিশ্বের যে কোন দূষিত শহরের তুলনায় ভয়াবহ

রাজধানী ঢাকার পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতায় নাগরিক জীবন বিষিয়ে উঠছে। ঢাকার বাতাস দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে রাস্তায় চলাচলকারী ত্রুটিপূর্ণ মোটর

যানগুলোর কালো ধোঁয়া। বর্তমানে রাজধানীতে সচল ৩ লক্ষাধিক মোটর যানের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশই ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিনের কারণে বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান ভূমিকা রাখছে দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট মোটর যান এবং ৪৫ হাযারেরও বেশী বেবী টেক্সী এবং টেম্পো। যার ৭৫ শতাংশই রাস্তায় চলাচলের অযোগ্য।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' কর্তৃক পরিবেশিত এক তথ্যে জানা যায়, ঢাকার বাতাস দূষণ পৃথিবীর যে কোন দূষিত শহরের তুলনায় অধিক ভয়াবহ। ঢাকার বাতাসে ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ বাংলাদেশের পরিবেশ মান মাত্রা থেকে এলাকা ভেদে ৪/৫ গুণ বেশী। ঢাকার কোথাও কোথাও এই মাত্রা প্রতি ঘন মিটার বাতাসে ১৭শ' থেকে ২ হাযার মাইক্রোগ্রাম। আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্য মান মাত্রা হচ্ছে আবাসিক এলাকায় প্রতি ঘন মিটার বাতাসে ২০০ মাইক্রোগ্রাম। আর শিল্পাঞ্চলে এই মাত্রা ১২০ মাইক্রোগ্রাম।

আতংকের ব্যাপার হ'ল, পৃথিবীর যে কোন শহর বা শিল্প এলাকার তুলনায় ঢাকার বাতাসে সীসার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বায়ু দূষণের জন্য পরিচিত। মেক্সিকো শহরে প্রতি কিউসেক মিটার বাতাসে সীসার পরিমাণ ৩৮৩ ন্যানোগ্রাম। অথচ এখন ঢাকার বাতাসে প্রতি কিউসেক মিটারে সীসার পরিমাণ হ'ল ৪৬৩ ন্যানোগ্রাম। যা মেক্সিকো শহরের তুলনায় ৮০ ন্যানোগ্রাম বেশী। বিরামহীন বাতাস দূষণের ফলে ঢাকা শহরের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তীব্র বায়ু দূষণের ফলে **ঢাকা শহরে প্রতি বছর আনুমানিক ১৫ হাযার লোক মারা যাচ্ছে**। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ বায়ু দূষণজনিত অসুখে ভুগছে। ঢাকা মহানগরীর বাতাস এখন যে কোন বদ্ধ এলাকার মত ভয়াবহ।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিশ্বকাঁপানো জয়

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় দামাল ছেলেরা দুর্ধর্ষ ব্যাটিং আর চোখ ধাঁধানো বোলিংয়ে সাবেক বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী পাকিস্তানকে ৬২ রানে হারিয়ে এক অবিশ্বাস্য বিজয় অর্জন করেছে। টসে জিতে পাকিস্তান প্রথমে বাংলাদেশকে ব্যাট করতে দিলে বাংলাদেশ দলের প্রত্যেকে আশ্চর্য রকম ব্যাটিং নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ৯ উইকেটে ৫০ ওভারে ২২৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে পাকিস্তান সব কটি উইকেট হারিয়ে ৪৪ দশমিক ৪ ওভারে ১৬১ রান সংগ্রহ করে।

দু'বছর পূর্বে আইসিসি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ প্রথম বারের মত বিশ্বকাপে খেলতে এসে 'বি' গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচে স্কটল্যাণ্ডকে এবং পঞ্চম ও শেষ ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সৃষ্টি করেছে নতুন ইতিহাস। কোন টেস্ট প্লেইং দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এটিই প্রথম বিজয়।

খালেদ মাহমূদ সুজন ম্যান অব দি ম্যাচ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন আকরাম খান।

ধূমপানকে হারাম ঘোষণার দাবী

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস পালন উপলক্ষে গত ৩১শে মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত 'আধুনিক' (আমরা ধূমপান নিবারণ করি)-এর এক আলোচনা সভায় বক্তারা ধর্মীয় বিধিনিষেধের আওতায় বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য ধূমপানকে হারাম ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন। বক্তারা বলেন, বিড়ি-সিগারেট কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে সরকার প্রতিবছর যে ৮ শ' কোটি টাকা রাজস্ব পায়, তার দ্বিগুণ অর্থ ধূমপান জনিত নানা রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ বাবদ খরচ হয়। তারা ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে তামাক কোম্পানীগুলোর ওপর আরো বর্ধিত হারে কর আরোপ এবং তামাকের জমি কমিয়ে সেখানে খাদ্য শস্য চাষাবাদ করার পরামর্শ দেন।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিদিন শুধুমাত্র ধূমপানের পেছনেই এক কোটি টাকারও বেশী খরচ হয়। এ হিসাব অনুযায়ী এই গরীব দেশের ধূমপায়ীরা বছরে প্রায় ৪ শ' কোটি টাকা পুড়িয়ে ফেলে। সেই সাথে পরিবেশের ক্ষতি হয় আরো কোটি কোটি টাকার। অপর দিকে ধূমপান জনিত নানা রোগে ভুগে বাংলাদেশে বছরে ৫০ হাযার লোকের মৃত্যু ঘটে। প্রায় ১ কোটি ধূমপায়ীর স্বাভাবিক কর্মশক্তি হ্রাস পায়। দেশে বর্তমানে ধূমপায়ী ও তামাক সেবীর সংখ্যা সাড়ে ৩ কোটি। তামাক সেবী ও ধূমপায়ীরা ক্যান্সার, হৃদরোগ, গ্যাস্ট্রিক ও যক্ষাসহ ২৩ প্রকারের রোগে ভুগে অল্প বয়সেই মারা যায়। বিভিন্ন সংগঠন ধূমপানকে হারাম ঘোষণার দাবী তুলে বলেছেন, ধূমপান থেকেই সাধারণতঃ অন্যান্য নেশার উৎপত্তি ঘটে। ইতিমধ্যে সঊদী আরব, মিসর, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের কয়েকটি মুসলিম দেশে ধূমপানকে হারাম ঘোষণা করায় ঐসব দেশে ধূমপানের পরিমাণ বেশ কমে গেছে এবং বেশ সুফলও পাওয়া গেছে।

দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিন

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সংবাদপত্রে প্রদত্ত্ব এক বিবৃতিতে বলেন,

গত ১লা জুন '৯৯ ঢাকার মীরপুর থানার নিকটবর্তী ডাস্টবিন থেকে ৬৮ জিল্‌দ (কপি) কুরআন শরীফ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় আমরা হতবাক ও মর্মাহত হয়েছি। ৯০% মুসলমানের দেশে মহা গ্রন্থ আল-কুরআনের এই অবমাননা? জাতীয় সংসদে আইন রচনায় তার স্থান হয়নি। তারপরে স্থান পেয়েছিল মসজিদের র‍্যাকে। এবার সেখান থেকে একেবারে ডাস্টবিনে? তাও আবার তার মধ্যে বিশ্রী ভাষায় লেখা খিস্তী-খেউড়? এরপরেও আমরা বেঁচে আছি মুসলমান হিসাবে? কে সেই দুরাচার! তাকে যদি পুলিশ ধরতে না পারে, তাকে যদি সরকার যথোচিত বিচার করতে না পারে, তবে ধিক সকলের জন্য! আমরা ঐ দুষ্কৃতিকারীর প্রকাশ্য শাস্তি দেখতে চাই।

বিদেশ

মহিলার মাথায় শিং

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম যেলার আহমদপুর অঞ্চলের দুর্গারাণী সিং নামক জনৈকা মহিলার মাথায় ২২টি শিং গজিয়েছে। চিকিৎসকদের মতে এ ধরনের ঘটনা বিরল। কলিকাতার একটি সরকারী হাসপাতালে দুর্গারাণী সিং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক জানান, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, তবে তা বিরল। তিনি জানান, এটি জন্তু-জানোয়ারের মত শিং নয়। তাদের শিং গুলো বংশগত। কিন্তু এই মহিলার শিং গুলো ব্যতিক্রম। তার মাথার চামড়ায় ইনফেকশন হয়ে তা ধীরে ধীরে ক্যালসিফাইড হয়ে একটি লেয়ার জমে শিং এর আকার ধারণ করেছে। তিনি জানান, এই শিংগুলো দেখতে অনেকটা রামছাগলের শিংয়ের মত।

ঘুষ গ্রহণের দায়ে মৃত্যুদণ্ড

চীনের মধ্যাঞ্চলের হুনান প্রদেশের একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে ৬ লাখ ৫০ হাযার ডলার ঘুষ গ্রহণের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমের খবরে গত ২৯শে মে এ কথা জানানো হয়। বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, চাংসা আদালত হুনান প্রদেশের মেকানিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের সাবেক পরিচালক ও দলীয় প্রধান লীন গুটির রাজনৈতিক অধিকারও স্থায়ী ভাবে কেড়ে নিয়েছে।

সংস্থা জানায়, ১৯৯২ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৯৮ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ৫৬ বছর বয়স্ক লীন তার স্ত্রী ঝাও ইউ জুয়ান ও সন্তান লীন রুহাই ১৩ জনের কাছ থেকে ২৯ বার পৃথক পৃথক ভাবে ঘুষ গ্রহণ করে।

পুলিশী তদন্তে এই ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় তার ছেলেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও স্থায়ীভাবে রাজনীতি করার অধিকার হরণ এবং তার স্ত্রীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

[চীনের মত দেশে ঘুষ গ্রহণের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান সম্ভব হ'লে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশে কেন ঘুষ গ্রহীতার মৃত্যুদণ্ড সম্ভব নয়? সারা দেশ আজ সূদ ও ঘুষের হিংস্র শিকারে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিরুপায় হয়ে বাধ্য হচ্ছে ঘুষ দিতে। সমাজ দেহ ক্রমেই অবৈধ পয়সার ঝনঝনানিতে বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এহেন অবস্থায় সূদ-ঘুষ প্রতিরোধে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। প্রয়োজন অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন কি?-সম্পাদক]

মহিলার এভারেষ্ট বিজয়

দক্ষিণ আফ্রিকার এক মহিলা প্রথমবারের মত বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এভারেস্টে দু'দিক থেকে আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তার নাম ক্যাথিও ডাউড। তিনি গত ২৯শে মে '৯৯ সকালে হিমালয়ের উত্তর প্রান্ত থেকে এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি দক্ষিণ দিক দিয়ে বিশ্বের এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করেন। তার আগে আর কোন মহিলা পর্বত অভিযাত্রী দু'দিক থেকে এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হননি। উল্লেখ্য, নেপালে অবস্থিত এভারেষ্ট পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯১০৭ ফুট।

দশ শতাংশের কম ভোট পাওয়া দলের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা উচিত

-ভারতের প্রধানমন্ত্রী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দশ শতাংশের কম ভোট প্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে দেওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর দেশের শিল্পপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ কালে তিনি একথা বলেন। তবে তিনি দ্বি-দলীয় নয়, বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনী বিধিতে কয়েকটি সংস্কার আনা প্রয়োজন। তার মধ্যে একটি হ'ল, শতকরা দশ ভাগেরও কম ভোট প্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং এজন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া।

বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হৃদরোগের নগরী

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ফিনল্যাণ্ডের নর্থ ক্যারোলিয়া ও কুওপিও এবং যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো ও বেলফাষ্ট নগরীতে হৃদরোগের হার বিশ্বের সবচেয়ে বেশী। গত ১১ই মে শুক্রবার 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় গ্লাসগো, বেলফাষ্ট, অস্ট্রেলিয়ার নিউ ক্যামল ও পোল্যান্ডের ওয়ারশ নগরীর নারীদের হৃদরোগের হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশী। বিশ্বের ৩৭টি দেশের এক লাখ সত্তর হাযার হৃদরোগে আক্রান্ত লোকের পরিসংখ্যান থেকে উল্লেখিত সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সমীক্ষায় আরও উল্লেখ করা হয় হৃদরোগে আক্রান্তের সবচেয়ে নিম্ন অবস্থানে রয়েছে চীনের বেইজিং, স্পেনের ক্যাটালোনিয়া, সুইজারল্যান্ডের ভাউড ফ্রিবার্গ ও ফ্রান্সের টুল্স শহর।

অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা

ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলীয় ক্যান থো প্রদেশে চরম আর্থিক অভাব-অনটনের হাত থেকে চিরতরে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে ৫ জন আত্মহত্যা করেছে। স্থানীয় পুলিশ গত ২২শে মে '৯৯ এ খবর প্রকাশ করেছে। প্রাদেশিক তদন্তকারী পুলিশ বার্তা সংস্থাকে জানায় যে, গত ১৬ মে লংমাই যেলায় ৪১ বছর বয়স্ক ফাম হোয়াং নাম তার স্ত্রী এবং তাদের তিন সন্তানের লাশ এবং সেই সাথে এক বোতল বিষ ও আত্মহত্যার কারণ উল্লেখ করা একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়। নাম তার মাকে উদ্দেশ্য করে এতে লিখেছে, 'আমি দেখলাম বেঁচে থাকা খুবই কঠিন এবং আমি ভবিষ্যতের জন্য আর কোন পথ খুঁজে পেলাম না'।

কংগ্রেস বিভক্ত!

ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন ইতালী বংশোদ্ভূত সোনিয়া গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের অপরাধে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত শীর্ষস্থানীয় তিন বিদ্রোহী নেতা শারদ পাওয়ার, পূর্ণ সাংমা ও তারিক আনোয়ার গত ২৭শে মে তাদের নয়া রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেসের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের এই নতুন দলের নাম দেয়া হয়েছে 'জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দল'।

উল্লেখ্য, এই তিন নেতা ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর স্ত্রী সোনিয়া গান্ধীকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করলে সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের সভানেত্রী পদ হ'তে পদত্যাগ করেন। এতে দল ও দলের বাইরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারকরা বিদ্রোহী তিন নেতাকে দল থেকে ৬ বৎসরের জন্য বহিষ্কার করেন।

কথা বলায় বিশ্ব রেকর্ড

নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটনে মিখাইল মোরেল নামক জনৈক ব্যক্তি একটানা কথা বলার নয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত কার্পেন্টার মিখাইল মোরেল (৬৪) গত ১১ই এপ্রিল একটানা ২৫ ঘণ্টা কথা বলেন। এর আগে ১৯৫৭ সালে মার্কিন রাজনীতিবিদ ষ্ট্রম থারমণ্ড ২৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিট একটানা কথা বলে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। গিনেস বুক অব রেকর্ডস-এর নিয়ম অনুসারে মোরেল প্রতি ৮ ঘন্টায় ১৫ মিনিট বিরতি নেন এবং প্রতি চার ঘন্টায় টয়লেটে যাবার অনুমতি ছিল। এছাড়া তিনি এক আইটেম থেকে অন্য আইটেমে যাবার সময় স্বাভাবিক বিরতি নিতে পারতেন। তবে সেই বিরতি ৩০ সেকেণ্ডের বেশী ছিল না।

পাথরখেকো যাত্রী

ভারতের কাষ্টমস বিভাগের বিমান গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের এক যাত্রীর পেট থেকে ১৬ লাখ রুপীর ৪শ' ৭৫ গ্রাম মহামূল্যবান পাথর উদ্ধার করেছে। তাকে চোরাচালানের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। আটক যাত্রী ২৭টি কনডমে মুড়িয়ে পাথরগুলো গিলে ফেলছিল। এভাবেই সে এই মূল্যবান পাথর পাচারের চেষ্টা করেছিল। কাস্টমস সূত্র জানিয়েছে, কলম্বো থেকে গত ২রা এপ্রিল শুক্রবার এখানে (সম্ভবতঃ মাদ্রাজে) অবতরণ করা বিমানটির এই যাত্রীর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হ'লে তার এক্সরে করা হয়। এতে তার পেটের পাথরগুলো সনাক্ত করা সম্ভব হয়। আটক যাত্রীর নাম আহমাদ মেহিদীন। সে তামিলনাড়ুর কায়ালপতিনাম এলাকার বাসিন্দা। তবে পাসপোর্টে তার নাম ছিল জামাল মুহাম্মাদ।

বিশ্ব জনসংখ্যার হালচিত্র

যুক্তরাষ্ট্রের আদম শুমারী ব্যুরোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৬শ' কোটি। আগামী দু'হাযার ২৬ সাল নাগাদ তা ৮শ' কোটিতে দাঁড়াবে এবং দু'হাযার ৫০ সাল নাগাদ এই জনসংখ্যা ৯শ' ৩০ কোটিতে দাঁড়াবে। গত ২রা এপ্রিল আদমশুমারি ব্যুরোর এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়, অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশসূমহের জনসংখ্যা ১২০ কোটিতে অপরিবর্তিত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বর্তমান ৪শ' ৮০ কোটি থেকে বেড়ে ৭শ' ৮০ কোটি হ'তে পারে। শুধুমাত্র ভারতেই আগামী ৫ দশকে জনসংখ্যা ১শ' কোটি থেকে বেড়ে ১শ' ৫৩ কোটি হবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশে পরিণত হবে বলে আশংকা করা হয়।

কাশ্মীরে যুদ্ধ! সর্বশেষ পরিস্থিতি

কাশ্মীরে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ভারত ব্যাপকহারে বিমান ও স্থল হামলার মাধ্যমে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে হাযার হাযার মুসলিম নরনারী ঘরবাড়ী ছেড়ে প্রাণভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে দৈনিক লাশ হচ্ছে অগণিত অসহায় মানব সন্তান। ২৭ মে '৯৯ হ'তে শুরু হওয়া এই বিমান হামলায় ভারত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুজাহিদ অধ্যুষিত এলাকায় অবিরতভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে ভারত মিগ-২৭ নামক জঙ্গী বিমানও ব্যবহার করে। প্রথমদিকে অন্ততঃ ১৬০ জন মুজাহিদ প্রাণ হারায়। ফলে আত্মরক্ষার জন্য মুজাহিদরা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং ভারতীয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আজাদ কাশ্মীরে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আকাশ সীমা লংঘনের দায়ে ভারতের দু'টি মিগ-২৭ বিমান ভূপাতিত করে। এতে একজন পাইলট নিহত হয় এবং আরেকজন পাইলট নচিকেতা যুদ্ধবন্দী হিসাবে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়।

অন্যদিকে মুজাহিদগণ একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার এস-আই-১৭ গুলী করে ভূপাতিত করে। তাতে আরোহী চারজন পাইলটের সকলেই নিহত হয়। উল্লেখ্য ভারত ইতিমধ্যেই মুজাহিদদের উপরে ন্যাপাম ও গুচ্ছ বোমা নিক্ষেপ করছে ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে বলে মুজাহিদ পক্ষ অভিযোগ করেছে।

এছাড়া বিভিন্ন সংঘর্ষে ভারতের সেনা বাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তা সহ আরও চার শ'রও অধিক সামরিক ও বেসামরিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য তাঁর দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারতাজ আযীযকে নয়াদিল্লীতে প্রেরণের প্রস্তাব দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সাথে সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে কথা বলেছেন এবং ইতিমধ্যে বন্দী পাইলটকে মুক্তি দিয়ে ভারত পাঠিয়েছেন। বাজপেয়ী উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তবে বিমান হামলা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

সচেতন মহলের মতে ইতিপূর্বে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার ইস্যু সৃষ্টি করে ক্ষমতায় আরোহনকারী গোঁড়া হিন্দুবাদী বিজেপি দল এবার কাশ্মীর ইস্যুতে ৪র্থ বারের মত পাক-ভারত যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে আগামী নির্বাচনে জিতে আসতে চায়।

ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী সংবাদ মাধ্যম গুলোতে কাশ্মীরে ভারতের সামরিক হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সংযম বজায় রাখার দাবী উঠেছে খোদ ভারতে। বিশেষ করে ভারতীয় দৈনিক 'দি ষ্টেটসম্যান' পাকিস্তানের আকাশ সীমা লংঘনের জন্য ইসলামাবাদের নিকটে নয়াদিল্লীর ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। গত ৩০ মে সংখ্যায় প্রকাশিত ষ্টেটসম্যানের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, ভারত নিয়ন্ত্রণ রেখা লংঘনের কথা অস্বীকার করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের ১২/১৫ কিঃমিঃ অভ্যন্তরে ভারতীয় মিগের ধ্বংসাবশেষের ছবি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য। বিশ্ব সম্প্রদায় ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকে সংযম প্রদর্শনের আহবান জানিয়েছে ।

কসোভো ও কাশ্মীরকে স্বাধীনতা দিন

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকটে আবেদন জানিয়ে বলেন,

সার্ব দস্যুদের সঙ্গে আপোষ নয় বরং পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাই কেবল যুদ্ধ বিধ্বস্ত কসোভোয় শান্তি আনতে পারে। একইভাবে ১৯৪৭ সালে ইঙ্গ-নেহরু কুট চক্রান্তের ফসল হিসাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশ্মীরকে ভারতের অধীনস্থ করে দিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরার যে নোংরা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কাশ্মীরী জনগণকে আজও তার খেসারত দিতে হচ্ছে। অথচ জাতিসংঘে গৃহীত প্রস্তাবে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যদেশ হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রের লেবাসধারী ভারত কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের আশা-আকাংখা ও জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বিগত ৫২ বছর ধরে কাশ্মীরী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে সেখানে ছয় লক্ষ সৈন্য নামিয়ে স্থল ও বিমান হামলা চালিয়ে কসোভোয় সার্ব দস্যুদের ন্যায় পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে।

আমরা যুগোশ্লাভিয়া ও ভারতের বর্বর শাসকদের প্রতিরোধ করার জন্য এবং কশোভো ও কাশ্মীরের পূর্ণ স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোর আবেদন জানাচ্ছি।

মুসলিম জাহান

পবিত্র কুরআনের ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রণঃ কুয়েতের পার্লামেন্ট বাতিল

কুয়েতের আমীর গত ৪ঠা মে সে দেশের পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন মজীদের ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রণ কপি বিতরণকে কেন্দ্র করে সরকারী পক্ষের সাথে এম পি দের বিরোধ ও বাক-বিতণ্ডার পর দেশের নির্বাচিত পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয়। আমীর শেখ জাবের আল-আহমাদ আল-সাবাহ এক ডিক্রিতে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি সাংবিধানিক অধিকার ও নৈতিকতা লংঘনের জন্য পার্লামেন্টকে দোষারোপ করেন। উক্ত ডিক্রিতে আগামী ৩রা জুলাই ৫০ সদস্য বিশিষ্ট নতুন পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কুয়েতের ১ লাখ ১৫ হাযার পুরুষ ভোটারকে আহবান জানান। উল্লেখ্য কুয়েতে মহিলাদের ভোটাধিকার নেই।

পার্লামেন্ট ত্রুটিপূর্ণভাবে পবিত্র কুরআন মুদ্রণ ও তার কপি বিতরণের ব্যাপারে একজন মন্ত্রীকে পাঁচ ঘন্টাব্যাপী উত্তপ্ত প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার পর পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয়।

আমরা গভীরভাবে মর্মাহত

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সংবাদপত্রে প্রেরিত এক শোক বার্তায় বলেন,

সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (৮৬)-এর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জ্ঞানে তাঁর জুড়ি ছিলনা বলা চলে। বুখারী শরীফের হাফেয এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিছ ও ইসলামী পণ্ডিতের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর মৃত্যুতে আধুনিক সঊদী আরব যেন পথ হারিয়ে না ফেলে, আমরা আল্লাহর নিকটে কায়মনোচিত্তে সেই প্রার্থনা করছি।

ইরান ও তুরস্কের মধ্যে কূটনৈতিক বিরোধ

তুরস্কের মহিলাদের মাথায় স্কার্ফ বাঁধা বা না বাঁধা এবং ইরান-তুরস্ক সীমান্তবর্তী এলাকায় সাত জন ইরানী নাগরিকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দু'দেশের মধ্যে

নতুন করে কূটনৈতিক বিরোধ শুরু হয়েছে। তুরস্কের পার্লামেন্ট সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সময় মহিলা সংসদ সদস্যা মার্ভে কাভাসি মাথায় স্কার্ফ বেঁধে আসায় পার্লামেন্টে বিতর্কের ঝড় উঠে। আত্মপক্ষ সমর্থনে মার্ভে কাভাসি বলেন, ইসলামী ঐতিহ্যবাহী স্কার্ফ পরেই মহিলাদের পার্লামেন্টে আসা উচিত। উল্লেখ্য, মুসলিম প্রধান দেশ হ'লেও তুরস্ক একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে সেদেশে এগুলি সাম্প্রদায়িকতা হিসাবে নিষিদ্ধ।।

তুরস্কের এই মহিলা সংসদ সদস্যাকে ইরান সমর্থন জানায়। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঙ্কারায় নিযুক্ত ইরানী রাষ্ট্রদূত হোসেন লাভাসানিকে তলব করেন এবং তুরস্কের মহিলা সংসদ সদস্যা মার্ভে কাভাসিকে ইরান সমর্থন দেয়ায় ইরানী রাষ্ট্রদূতের কাছে এর প্রতিবাদ জানান। এর ফলে দু'দেশের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক বিরোধ শুরু হয়। এর সাথে যুক্ত হয় ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকায় সাত ইরানী নাগরিকের সাম্প্রতিক রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। ইরানী নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে ইরানকে সহযোগিতা করতে তুরস্কের সীমান্ত রক্ষীরা অস্বীকৃতি জানানোর ফলেই এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

এদিকে তুরস্কের মহিলা সংসদ সদস্যাকে সমর্থন জানিয়ে ইরানী বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র-ছাত্রী তেহরানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তুরস্ক সরকার ইরানী ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিক্ষোভকে অগ্রহণযোগ্য ও তুরস্কের 'আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ' বলে মন্তব্য করেছে। রোববার তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ট ইসেভি ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কে ইসলামী উগ্রতা ছড়িয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালানোর দায়ে ইরানকে অভিযুক্ত করেন। ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল খারাজী তুরস্কের এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'তুরস্কে যা ঘটেছে, তাতে ইরানের কিছু করার নেই।'

স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের প্রতি ক্লিনটনের সমর্থন?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি সম্প্রতি ইয়াসির আরাফাতের কাছে লেখা এক চিঠিতে তার এই সমর্থনের কথা জানান। চিঠিতে প্রধানতঃ ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব রাষ্ট্রের আকাংখার প্রতি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের স্বীকৃতিই প্রকাশিত হয়েছে এবং তার এই স্বীকৃতি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে ফিলিস্তিনীদের অনেক পথ এগিয়ে দেবে।

চিঠিতে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন পশ্চিম তীরে ইসরাঈলী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। বসতি নির্মাণ, ভূমি দখল ও ঘর-বাড়ী গুঁড়িয়ে দেয়ার মত কার্যক্রম ইসরাঈলী-ফিলিস্তিনী শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে মারাত্মক রকমের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আর এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকার ভৌগলিক অবস্থানের পরিবর্তন ও স্থায়ী মর্যাদা সম্পর্কিত পূর্ব নির্ধারিত ইস্যু পরিবর্তনে যে কোন এক তরফা ব্যবস্থা নেয়া থেকে উভয় পক্ষকে বিরত থাকতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

তবে ওয়াশিংটনের ইসরাঈলী রাষ্ট্রদূত সানমান শোভাল বলেন, ক্লিনটনের চিঠির গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ইসরাঈলের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র ঘোষণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।

এশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা এশিয়াকে সমাধান করতে দিন

-ডঃ মহাথির

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ তাঁর নতুন প্রকাশিত 'এ নিউ ডিল ফর এশিয়া' বইয়ে এশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা এশিয়াকেই সমাধান করতে দেওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলির প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বইটিতে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, যে কোন অর্থনৈতিক মন্দা অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারে।

গত ২৩শে মে প্রকাশিত এ বইটিতে ডঃ মাহাথির বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র পারে পূর্ব এশিয়ার দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করার শক্তি যোগাতে। যা জাপানও পারে না। তিনি আরও বলেন, পূর্ব এশিয়ায় এই মন্দা চলতে থাকলে এ অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা, বিদ্রোহ, গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকার গুলোর ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এবং ছোট-খাট গেরিলা যুদ্ধ সংঘটনেরও আশংকা রয়েছে। তিনি তার বইতে পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 'এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে দিন। আমাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবেন না কিংবা অন্তর্ঘাতমুলক কাজ করবেন না এবং নির্মমভাবে আমাদের মুদ্রাকে অবমূল্যায়ন করবেন না'।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সৌরচালিত চুলায় রান্না

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সৌরচালিত চুল্লীর রান্নার কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিদিন দুই বেলা ১০ হাযার লোকের রান্নার জন্য এই চুলা তৈরী করা হয়েছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় 'আবু' পর্বতমালার নিকটবর্তী তালেতিতে এই চুলা স্থাপন করা হয়েছে। অপ্রচলিত জ্বালানি শক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই চুলা বসানো হয়। এতে ৮৪টি উপবৃত্তাকার মিরর রয়েছে। এই মিরর গুলো সূর্যের তাপ সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী জলাধারের পানিকে গরম করবে। জলাধার থেকে উদ্ভূত বাষ্পের সাহায্যে ভাত, ডাল ও শাক-সবজি রান্না করা হবে।

অত্যাধুনিক ফোন কম্পিউটার

সম্প্রতি স্যামসং কোম্পানী নতুন ধরনের এক কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে। যার নাম 'ফোন কম্পিউটার'। কোম্পানী এর নাম দিয়েছে 'সিএফসি-১০০'। এই যন্ত্রটির মাধ্যমে একসাথে টেলিফোন ও কম্পিউটারের কাজ করা যায়। ছোট আয়তনের সহজে বহনযোগ্য এই ফোন কম্পিউটারের মেমোরি সেল অত্যন্ত শক্তিশালী। শত শত টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানা এতে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। এটি ওয়ারলেস। অর্থাৎ এর সাথে কোন তারের সংযোগ নেই। এর ঢাকনার সাথে একটি স্ক্রীন আছে, যা একই সাথে কম্পিউটারের মনিটরের কাজ করে। এর মাধ্যমে ফ্যাক্স, ই-মেইল ও ইন্টারনেটের কাজ করা যায়। কোম্পানী এর দাম রেখেছে ৩ থেকে ৪শ' ডলার।

বিশ্বের দ্রুততম ট্রেন

জাপানের একটি মনুষ্যবাহী চুম্বকশক্তি চালিত ট্রেন গতির দিক থেকে নয়া বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছে। ট্রেনটি ১৪ এপ্রিল পরীক্ষামূলকভাবে চলার সময় এর নিজস্ব পূর্ববর্তী রেকর্ড ভঙ্গ করে। ট্রেনটির নির্মাতা জানায়, এটি ঘন্টায় ৫৫২ কিলোমিটার (৩৩৪ মাইল) বেগে ছুটে নয়া বিশ্ব রেকর্ড করেছে। এটির পূর্ববর্তী রেকর্ড ছিল (১৯৯৭ সালের ১২ ডিসেম্বর) ঘন্টায় ৫৩১ কিলোমিটার (৩৩০ মাইল)। সেন্ট্রাল জাপান রেলওয়ে কোম্পানির মুখপাত্র হিরোতাকা কাওয়ানা জানান, ট্রেনটি টোকিওর ১০৯ কিলোমিটার পশ্চিমে কোযু শহরের কাছে এ বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে। গবেষণা ইনস্টিউটের কর্মকর্তা হিদেইউকি কোবাইয়াশি বলেন, ম্যাগলেভ ট্রেন উন্নয়নে মোট খরচ পড়েছে ২৫০ কোটি ডলার।

আলোতে ঘুমঃ শিশুদের ক্ষীণ দৃষ্টি হবার ঝুঁকি বেশী

দু'বছরের কম বয়সী শিশুদের রাতে বাতি জ্বালিয়ে ঘুম পাড়ালে অন্ধকারে ঘুমানোদের তুলনায় তাদের ক্ষীণ দৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশী হ'তে পারে। বৃটিশ পত্রিকা 'ন্যাচারে' গত ১৩ই মে '৯৯ তারিখে প্রকাশিত মার্কিন বিজ্ঞানীদের নিবন্ধে এ কথা বলা হয়। ফিলডেলফিয়ার (পেনসিলভেনিয়া) 'শেই আই ইনষ্টিটিউটে'র অধ্যাপক রিচার্ড স্টোন পরিচালিত সমীক্ষায় বলা হয়, শিশু বয়সে অন্ধকারে ঘুমিয়েছে এমন শিশুদের তুলনায় আলোতে ঘুমিয়েছে যারা, তাদের মধ্যে পাঁচগুণ শিশু ক্ষীণ দৃষ্টিতে ভোগে। ১৬ বছর বয়সী ৪ শ' ৭৮ জন শিশুর উপর এই সমীক্ষা চালানো হয়। ২ বছর বয়সের পূর্বে অন্ধকারে ঘুমিয়েছে এমন শিশুদের ১০০ জনের মধ্যে ১০ জনের ক্ষীণ দৃষ্টি রয়েছে। পক্ষান্তরে রাতে অল্প আলোতে ঘুমিয়ে অভ্যস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার প্রতি ১০০ জনে ৩৪ জন এবং সারা রাত উজ্জ্বল আলোতে ঘুমানো শিশুদের ১০০ জনে ৫৫ জনের ক্ষীণ দৃষ্টি রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন দৃষ্টি ক্ষীণতার সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে রেটিনার ক্ষতি ও গ্লুকোমা হ'তে পাবে এবং শেষ পর্যন্ত আক্রান্তরা অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

তরল পানীয় ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

প্রচুর পরিমান পানি, কফি, দুধ, সোডাজল ও ফলের রস পান করলে মূত্র থলিতে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায় বলে এক গবেষণায় দেখা গেছে।

এপ্রিল প্রকাশিত গত ৬ মে বৃহস্পতিবার নিউ ইংল্যান্ড চিকিৎসা সাময়িকী এক নিবন্ধে উল্লেখ করে যে, প্রচুর পরিমাণ তরল পানীয় গ্রহণ করলে মূত্র থলির ক্যান্সার হ্রাস পায়। নিবন্ধে বলা হয়, একজন মার্কিনী আট আউন্স মাপের ১১ গ্লাস পানি পান করে তুলনামূলক ভাবে ৫ গ্লাস পানি পানকারীর চেয়ে মূত্র থলির ক্যান্সারের ঝুঁকি অর্ধেক হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। মূত্র থলির ক্যান্সার রোধ করতে পানির নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

জামালপুর যেলা সম্মেলন

'মহান আল্লাহ্‌র নিকট পসন্দনীয় ও মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম যাদের দ্বীন তারাই মুসলিম। ইসলামের আহবান শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় ও চিরকল্যাণকর। আজ আমরা অনেকে নামে মুসলমান হয়েছি। কিন্তু বাস্তবে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা যদি এই মুনাফেকী চরিত্রের পরিবর্তন না ঘটাই, তাহ'লে আমাদেরকে দুনিয়ায় নানাবিধ ফিৎনা এবং পরকালে কঠিন আযাবে গ্রেফতার হ'তে হবে।'

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ১৫ই এপ্রিল জামালপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শরীফপুর দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিরাট ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে উপরোক্ত কথা বলেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মুসলমান আজ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগে সবাই একই হেদায়াত থেকে আলো নিতেন। ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জীবনে তারা আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলতেন। কিন্তু আজ আমরা অহি-র বিধান ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ইজম, তরীকা ও মতবাদের অনুসারী হয়েছি। সহজ সরল পথ ছেড়ে দিয়ে বাঁকা পথ ধরেছি। আল্লাহ্‌র দাসত্ব বাদ দিয়ে শয়তানের দাসত্ব বরণ করে নিয়েছি। তিনি বলেন, পরকালে নাজাত পেতে হ'লে আমাদেরকে বাঁকা পথ ছাড়তে হবে এবং জান্নাত পাওয়ার আশায় নবী করীম (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। তিনি সবাইকে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান-মাল কুরবানী করার আহবান জানান।

যেলা সভাপতি **মাওলানা নূরুল ইসলামের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাজীপুর), যুবসংঘের জামালপুর যেলা সভাপতি ওমর ফারূক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

প্রকাশ থাকে যে, যেলা সম্মেলনে যাওয়ার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'তাওহীদ ট্রাস্ট'-এর সৌজন্যে নির্মিত ভারুয়াখালি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদরাসা পরিদর্শন করেন ও সাপ্তাহিক আঞ্জুমানে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এবং সমবেত সুধী ও মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর মাগরিবের কিছু পূর্বে তিনি সম্মেলন স্থল যেলা মারকায জামালপুর শহরের নিকটবর্তী শরীফপুরে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি অধ্যাপক সেকান্দার আলী, ডাঃ শামসুল আলম, জনাব হামীদুর রহমান, আরাম নগর আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল জলীল প্রমুখ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। পরদিন সকালে তিনি বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে ৩৬ কিঃমি দূরে সরিষাবাড়ি থানা শহরের উপকণ্ঠে তাঁর শিক্ষাস্থল আরামনগর আলিয়া মাদরাসায় গমন করেন ও অধ্যক্ষ ছাহেবের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ৩০ বছর আগে ফেলে আসা স্মৃতিধন্য আরামনগরে গিয়ে আমীরে জামা'আত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ও লজিংম্যান সাত পোয়া মধ্যপাড়ার জনাব আব্দুল হামীদ সরকারের বাড়ীতে গিয়ে বৃদ্ধ চাচা ও চাচীমার দো'আ গ্রহণ করেন।

বগুড়া যেলা সম্মেলন

গত ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বগুড়া শহরের ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে যেলা সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, মানব রচিত মতবাদ দিয়ে দুনিয়ায় শান্তি আসতে পারে না। দুনিয়ায় শান্তি আনতে হ'লে 'অহি'-র বিধান প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। তিনি বলেন, মানব রচিত মতবাদ অভ্রান্ত সত্যের মাপকাঠি হ'তে পারে না। অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অতএব বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে 'অহি'-র বিধানের কাছে নিঃশর্ত ভাবে আত্মসমর্পন করতে হবে।

কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ মুহাম্মাদ শামসুয্যোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান অধ্যাপক আলমগীর হোসায়েন, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম।

দু'দিন ব্যাপী এলাকা সম্মেলন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার মোহনপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় কৃষ্ণপুরে গত ১৯ ও ২০শে এপ্রিল রোজ সোম ও মঙ্গলবার দু'দিন ব্যাপী এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, বর্তমানে মুসলমানদের আমল-আক্বীদায় শিরক ও বিদ'আত প্রবেশ করেছে। অধিকাংশ মুসলমান রোগ মুক্তির জন্য মাযারে যাচ্ছে। মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে তার কাছে ফরিয়াদ করছে, সিজদায় লুটিয়ে পড়ছে। অনেকে রোগমুক্তির জন্য তাবীয, বালা ইত্যাদি ব্যবহার করছে। অথচ এসব কাজ স্পষ্ট শিরক। এ অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করবে তারা মুশরিক হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। তিনি সবাইকে এইসব শিরক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকার জন্য আহবান জানান। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শিরক ও বিদ'আতের মুলোৎপাটনে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রথম দিনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি অধ্যাপক আলমগীর হোসায়েন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ) প্রমুখ।

দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের শেষ দিনে সম্মেলনের প্রধান অতিথি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আজকের পৃথিবী নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজ বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদগণ বিভিন্ন থিওরি দিচ্ছেন। নতুন নতুন আইন তৈরী করছেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বরং সমস্যা দিন দিন আরো প্রকট হচ্ছে। সমস্যার আবর্তে শান্তিকামী মানুষ আজ অশান্তির আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারা আজ শান্তি ও মুক্তির জন্য উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে। এই যুগ সন্ধিক্ষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিশ্ববাসীকে স্থায়ী শান্তির জন্য আহবান জানিয়ে বলেছে- 'সকল বিধান বাতিল কর 'অহি'-র বিধান কায়েম কর'। তিনি বলেন, এ পথ ব্যতীত শান্তির জন্য বিশ্ববাসীর সামনে বিকল্প কোন পথ নেই।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকের পৃথিবীর মুসলমানরা নিজেদের আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। তিনি বলেন, যে জাতি তার আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন নয়, সে জাতি সাহসের সাথে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে পারে না। পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। যে জাতি এককালে অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছে সে জাতি আজ পৃথিবীর সর্বত্র মার খাচ্ছে। মুসলিম নর-নারী ও শিশুদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় আমরা কি আত্মবিস্মৃত জাতি হিসাবে ঘুমিয়ে থাকবো। নাকি আমরা আমাদের ঐতিহ্য স্মরণ করে বিশ্ববাসীর কল্যাণে জেগে উঠবো? তিনি বলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। আসুন! আমরা সবাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 'অহি'-র বিধান মেনে চলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের জান, মাল, সময় ও শ্রমের কুরবানী দিই।

যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'দারুল ইফতা'-র সদস্য মাওলানা আখতারুল আমান, মাওলানা আব্দুর রায্‌যাক বিন ইউসুফ, মাওলানা মুহাম্মাদ রুস্তম আলী, প্রবীণ আলেম মাওলানা রেযাউল্লাহ (গোদাগাড়ী) ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন প্রমুখ। দু'দিন ব্যাপী এই এলাকা সম্মেলন পরিচালনা করেন যেলা আন্দোলনের অর্থ সম্পাদক ও ধুরইল সিনিয়ার মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ দুর্‌রুল হুদা। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

কাউন্সিল সম্মেলন '৯৯

গত ৩০শে এপ্রিল '৯৯ রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

যথারীতি কুরআন তেলাওয়াতের পর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান 'কাউন্সিল সম্মেলন '৯৯ -এর উদ্বোধনী ভাষণে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস 'অহি'-র বিধান প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশ ও জাতির মুক্তি আসতে পারে না। তিনি বলেন, দেশ ও জাতির কল্যাণে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ 'অহি'-র বিধান প্রতিষ্ঠায় যুবসংঘের সর্বোচ্চ স্তর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে যৌবন কাল। আর যৌবন কালে অধিকাংশ মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়। তিনি বলেন, ধ্বংসোন্মুখ যুবশক্তিকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যের দাওয়াতী কাজ আরো জোরদার করতে হবে। কাউন্সিল সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি কাউন্সিল সদস্যদের উদ্দেশ্য হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বিদায়ী কাউন্সিল সদস্যদের 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বৃহত্তর পরিসরে যোগদান করে সমাজ পরিবর্তনে জোরদার ভূমিকা রাখার জন্য এবং মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত দাওয়াত ও জিহাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী এবং যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম।

কাউন্সিল সম্মেলনে বিদায়ী কাউন্সিল সদস্যদের উদ্দেশ্যে সংবর্ধনা পত্র পাঠ করেন, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি বিদায়ী কাউন্সিল সদস্যদেরকে বর্তমান কাউন্সিল সদস্য বৃন্দের পক্ষ হ'তে সৌজন্য পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি চালতি সেশনের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে 'কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা' ঘোষণা করেন।

নাম	যেলা
১। হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান	বগুড়া
২। মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান	কুষ্টিয়া
৩। মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন	কুমিল্লা
৪। আবু ছালেহ মুহাম্মাদ আযীযুল্লাহ	সাতক্ষীরা
৫। মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান ফারূক	সাতক্ষীরা
৬। মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	গোপালগঞ্জ
৭। মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম	রাজশাহী
৮। ফারূক আহমাদ	নাটোর
৯। মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন	কুমিল্লা
১০। আহমাদ শরীফ	কুমিল্লা
১১। মুহাম্মাদ মহীদুল ইসলাম	সাতক্ষীরা
১২। মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার	কুমিল্লা
১৩। হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ	ঢাকা
১৪। মুহাম্মাদ সানোওয়ার হোসাইন	মেহেরপুর
১৫। মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	নীলফামারী
১৬। মোস্তফা আলী	জয়পুরহাট

মাযহাব ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করুন.

-ডঃ গালিব

গত ৮ই মে শুক্রবার সকালে দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ সাতক্ষীরার বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও অত্র মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান।

তিনি বলেন, দেশে সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার নামে দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্বিমুখী নাগরিক সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্যদিকে মাদরাসা শিক্ষার নামে চলছে একদলীয় মাযহাবী শিক্ষা ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিরপেক্ষভাবে কুরআন-হাদীছের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। তাই আমরা প্রচলিত মাযহাব ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নিরপেক্ষ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাই।

আলহাজ্জ আব্দুর রহমান ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন মাদরাসা কমিটির সম্পাদক আলহাজ্জ এ, কে, এম, এমদাদুল হক এবং অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বর্তমান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ, সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

যশোর যেলা সম্মেলন

গত ৮ই মে শুক্রবার নব কিশলয় প্রি-ক্যাডেট স্কুল মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম জামা'আত আমীরে **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, যে সরকার ক্ষমতায় আসছেন সে সরকারই চাচ্ছেন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু পারছেন না। কারণ তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন করছেন না। আমরা বলতে চাই, দেশে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে 'অহি'-র আলোকে সংসদ পরিচালনা করুন। গোটা বাংলাদেশ আজ মূর্তি পূজা, অগ্নি পূজা, কবর পূজা এবং পীর পূজার শিরকে নিমজ্জিত। অথচ প্রত্যেক নবী এবং

রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন এই সব শিরকের মূলোৎপাটন করার জন্য। তিনি বলেন, আল্লাহ কৃত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার পরিণামে বিগতযুগে ইহুদী ও নাছারা সমাজ আল্লাহ্র অভিশাপ গ্রস্থ হয়েছে। আজকে বাংলাদেশের মুসলিম সরকার গুলো একইভাবে হারামকে হালাল করে চলেছে। আল্লাহ কৃত হারাম সূদ, লটারী, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতিকে সরকারী অনুমোদনের মাধ্যমে হালাল করা হয়েছে। ফলে দেশ আজ ভয়াবহ অর্থনৈতিক ষোষণ ও নৈতিক দেউলিয়াত্বের কারণে ধ্বংশের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। সরকারী ও বিরোধি দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার যুপকাষ্ঠে বাংলার মানুষ পিষ্ট হচ্ছে। খৃষ্টান পণ্ডিতদের চালান করা তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসন ও শোষণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, দলীল সরকার কখনোই নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। অতএব যদি দেশের মঙ্গল চান, তবে ছহীহ হাদীছের বিধান অনুযায়ী দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন।

তিনি একইভাবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাভিত্তিক ছাত্র সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার আহবান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাতক্ষীরা যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম সহ স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। উল্লেখ্য যে, যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এটাই ছিল আহলেহাদীছের প্রথম যেলা সম্মেলন।

সুধী সমাবেশ

গত ৫ই এপ্রিল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কাকডাংগা এলাকার উদ্যোগে কাকডাংগা সিনিয়র মাদরাসা প্রাঙ্গণে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসার সহ-অধ্যক্ষ মাওলানা ছহীলুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাতক্ষীরা সরকারী মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক জনাব নযরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও বর্তমান সেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক যথাক্রমে, এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ, মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান ও মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর।

সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার যুবসংঘের বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার এলাহির উপস্থাপনায় আলোচক বৃন্দ দেশের প্রচলিত রাজনীতি ও ধর্মীয় বিষয়ের উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী '৯৯ আহলেহাদীছ-এর আকীদা ও আমল বিরোধী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল কর্তৃক উক্ত স্থানে আয়োজিত সুধী সমাবেশে সাতক্ষীরা-কলারোয়ার বর্তমান এম, পি সহ উক্ত দলের কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতা আহলেহাদীছদেরকে তাদের দলে যোগদানের আহবান জানান এবং 'জমাঈয়তে আহলেহাদীছদের সাথে ঐ দলটির কোন পার্থক্য নেই বলে মন্তব্য করেন। তারই প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে অত্র সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সম্মেলন

গত ১১ই মে মঙ্গলবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রহনপুর এ, বি, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে যেলা সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করে আমাদের চলার জন্য দিয়েছেন নির্ভুল বিধান। প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি বলেন, আমাদের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন কি আল্লাহ প্রদত্ত 'অহি'-র বিধান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে? এ বিষয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিমদেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে হালাল ও হারামের কোন বাহ-বিচার নেই। সরকার থেকে তৃণমূল পর্যন্ত আজ 'অহি' বিরোধী কার্যকলাপ চলছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' 'অহি' বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জিহাদী ভূমিকা পালন করতে চায়।

বিশেষ অতিথির ভাষণে সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব বিচ্ছিন্ন ভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সংগঠনের। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' 'অহি'-র সত্য প্রতিষ্ঠা এবং 'অহি' বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী সংগঠন। সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় প্রতিরোধে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তিনি সবাইকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র-এর পতাকা তলে সমবেত হওয়া আহবান জানান।

নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ' -এর কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। সম্মেলন পরিচালনা করেন নবাবগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'-র সভাপতি মুহাম্মাদ আবু ত্বাহের।

রংপুর যেলা সম্মেলন

গত ২০শে মে '৯৯ রোজ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রংপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে যেলা সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সমস্যা ও তা সমাধানের পথ কি? এ বিষয়ে তথ্য বহুল ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন- সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিশ্বের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করেন। কেউ নিজস্ব সিদ্ধান্তকে কেউবা অধিকাংশের রায়কে চূড়ান্ত মনে করেন। আমরা মনে করি সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের রায় কখনো চূড়ান্ত সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হ'তে পারে না। বরং অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ্র 'অহি'। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বর্তমান বিশ্বে যে সমস্যা বিরাজ করছে জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। 'অহি'-র সত্যকে বাদ দিয়ে আমরা মানব রচিত ত্রুটিপূর্ণ আইন দ্বারা দেশ ও সমাজ শাসন করছি। ফলে বিশ্বে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এ পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, মানব রচিত আইন দ্বারা সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। দেশে বিরাজিত সমস্যার সমাধান করতে হ'লে আল্লাহ প্রেরীত 'অহি'-র কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। দেশের নেতৃত্বে যারা আছেন তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, আল্লাহ 'অহি'-কে মসজিদে ও মাদরাসা-মকতবে বন্দী না করে জাতীয় সংসদে নিয়ে যান এবং 'অহি'-র আলোকে দেশ শাসন করুন।

যেলা সভাপতি জনাব আব্দুল বাকী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আকরামুয্ যামান বিন আব্দুস সালাম, মাওলানা নূরুল হুদা প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

ছিলমনে সুধী সমাবেশ

রংপুর যেলায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আগমনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ছিলমন এলাকার উদ্যোগে ২১শে মে শুক্রবার সকাল ৮ ঘটিকায় শহরের উপকণ্ঠে ঐতিহ্যবাহী ছিলমন জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এতদঞ্চলের প্রখ্যাত আলেম মরহুম মাওলানা ত্বাইয়েবুদ্দীন ছাহেব-এর সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মাওলানা ত্বাইয়েবুদ্দীন ছাহেব আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যে সংগ্রামী জীবন বেছে নিয়েছিলেন, আমরাও সে পথের পথিক। আমরা যদি জান্নাত লাভের উদগ্র কামনা নিয়ে রাসূলের পথে জীবন উৎসর্গ করি, তাহ'লে মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং জান্নাত দান করবেন। তিনি সবাইকে সঠিক ইসলামের খিদমতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সামগ্রিক তৎপরতাকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়নের আহবান জানান।

এলাকা সভাপতি ও যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, 'যুবসংঘ'-এর বেন্দ্রীয় সভপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, যেলা সভাপতি জনাব আবদুল বাকী, মাওলানা ত্বাইয়েবুদ্দীন ছাহেবের পুত্র মাওলানা ছানাউল্লাহ প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আগমনে এলাকায় অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং ছোট্ট সোনামণিরা 'আমীর ছাহেবের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম' 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর' 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ' ইত্যাদি শ্লোগানে এলাকা মুখরিত করে তুলে। সুধী সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সাথীরা মাওলানা ত্বাইয়েবুদ্দীন ছাহেব-এর প্রতিষ্ঠিত ছিলমন হাফেযী ও খারেজী মাদরাসা পরিদর্শন করেন।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

দিশারী

(১) চট্টগ্রাম হ'তে প্রকাশিত মাসিক 'তরজুমান' পত্রিকার প্রশ্নোত্তর কলামে 'নবী করীম (ছাঃ)-এর হাযির-নাযির হবার আক্বীদা বা বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা যাবে কি-না এবং এটাতে শেরেকী গুনাহ হবে কি-না? গুনাহ না হ'লে উক্ত বক্তব্য পেশকারী ইমামের পিছনে এক্তেদা সম্পর্কে শরীয়তের ফায়ছালা কি হবে?' এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।

উক্ত প্রশ্নের জবাবে লেখক পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াত উদ্ধৃত করে এর মনগড়া অনুবাদ করেছেন। যা পবিত্র কুরআনের মূল আয়াতে নেই। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ
نَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

'হে নবী! 'আমি আপনাকে সাক্ষী ও হাজের-নাজের, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্‌র হুকুমে আল্লাহ্‌র পথে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসাবে প্রেরণ করেছি' (আহযাব ৪৫ আয়াত)।

উক্ত আয়াতে شَاهِدًا -এর অর্থ সাক্ষী করার পর 'হাজের-নাজের' শব্দগুলো লেখকের নিজস্ব মনগড়া অনুবাদ, যা পবিত্র কুরআনে নেই। অনুরূপভাবে সূরা বাক্বারাহ্‌র ১৪৩ নং আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান ও কতগুলো জাল হাদীছ পেশ করে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-কে হাযির-নাযির হওয়ার দাবী করেছেন। যা ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী। যেমন- ছহীহ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে এক দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত আছে। যার কিয়দংশ হলো- 'ক্বিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তা সমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌঁছে দিয়েছিলেন কি? তিনি উত্তরে বলবেন, আমি যথারীতি পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু তাঁর উম্মতগণ এ কথা অস্বীকার করবে। তখন হযরত নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে, আপনার এ দাবীর স্বপক্ষে কোন স্বাক্ষী আছে কি? তিনি আরয করবেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মত এর সাক্ষী'। কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসাবে উম্মতে মুহাম্মাদীকে পেশ করবেন এবং এ উম্মত তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহ (আঃ)-এর উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে? তখন তো তাদের জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পরে এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মাদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাওয়া হ'লে তারা বলবে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে শুনেছি, যাঁর উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সারকথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম। *-তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন ১০৮৭-১০৮৮ পৃঃ।*

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাক্ষ্য দেবেন ক্বিয়ামতের ময়দানে। কিন্তু এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন, একথা প্রমান করার কোন অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহ বলেন, (হে রাসূল! আপনি বলে দিন) যদি আমি গায়েবের খবর রাখতাম, তাহ'লে আমি বেশী বেশী ভাল কাজ করতাম এবং আমাকে কোনরূপ অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারত না। আমি ঈমানদার কওমের জন্য স্রেফ ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী মাত্র' (আ'রাফ ১৮৮)। যে রাসূল নিজে গায়েবের খবর জনতেন না। তিনি কিভাবে সর্বত্র হাযির-নাযির থাকেন? বর্তমানে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাযির-নাযির হুওয়ার আক্বীদা পোষণ করা মূর্খামী বা গোমরাহী বৈ কিছুই নয়।

(২) বরিশালের শর্ষিনা হ'তে প্রকাশিত পাক্ষিক 'তাবলীগ' নামক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর কলামে তারাবীহ্‌র ছালাত সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে- 'ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে ২০ রাক'য়াতের আমলটি চলে আসছে। এর উপর তাদের এজমা প্রতিষ্ঠিত। যারা ইজমার বিরোধী তারা বেদআতী ও গোমরাহ মুসলমান তাতে সন্দেহ নেই। উক্ত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক শ' বছর পর হাদীসের কিতাবগুলো সংকলিত হয়েছে। শরীয়তের আইন অনুযায়ী কোন হাদীছের খেলাফ যদি ছাহাবায়ে কেরামের আমল দেখা যায় তাহ্‌লে হাদীস খানি পরিত্যক্ত হবে।'

উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করে লেখক সাধারণ মুসলমানদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর হাদীছের উপর আমল থেকে বিমুখ করতে চেয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন হাদীছ বিরোধী আমল করতে। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর আনুগত্যের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি সন্দেহ পোষণও করা হয়েছে। জেনে রাখা দরকার যে, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ) কে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। তাঁরা জেনেশুনে কখনই রাসূলের বরখেলাফ আমল করেননি। আর এ কারণেই মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেছেন 'আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে তোমরা আঁকড়ে ধরে

থাক'। ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে ইজমায়ে ছাহাবা রয়েছে বলে, যে দাবী করেছেন লেখক তা মোটেই ঠিক নয়। বরং 'হযরত ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে জনগণকে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন' (মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিকাত হা/১৩০২, সনদ ছহীহ)। সকল ছাহাবী তার উপরেই আমল করেছিলেন। বলতে গেলে বলতে হয় যে, এটাই ছিল ইজমায়ে ছাহাবা। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাত 'ওমরের যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ যুক্ত হয়েছে, সেটার সূত্র ছহীহ নয়। -আলবানী তাহকীকে মিশকাত হা/১৩০২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে আরো আলোচনা 'আত-তাহ্রীক' জানু '৯৮ পৃঃ ১৬-১৭ দেখুন।

তাছাড়া লেখক ইলমে হাদীছের উপর সন্দেহ পোষণ করে হাদীছের উপর ইজমাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন, তা রাসূলের হাদীছকে অস্বীকার করারই নামান্তর। লেখকের কাছে আমাদের প্রশ্নঃ 'ছাহাবায়ে কেরামের আমলের খেলাফ নবী (ছাঃ) কোন হাদীছ পাওয়া গেলে হাদীছটি পরিত্যক্ত হবে' এই বিধান পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? আর হাদীছ বাদ দিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের আমলইবা কিভাবে জানতে পারবেন? ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম কত হিজরী সনের কোথায় বসে কত তারিখে ইজমা করেছেন তা দেখাতে পারবেন কি? হাদীছ হচ্ছে আল্লাহ্র অহি আর ইজমা হ'ল মানুষের ঐক্যমত। জানিনা কোন বিবেক দ্বারা আপনারা আল্লাহ্র অহিকে মানুষের ঐক্যমত দ্বারা বাতিল করেন?

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন!

❒ দুর্‌রুল হুদা
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/১২৬)ঃ হাজীগণ হজ্জ করতে গিয়ে যদি সেখান থেকে মালামাল ক্রয় করে এনে দেশে বিক্রি করেন, তবে তার হজ্জ হবে কি?

নূরুল ইসলাম
গ্রামঃ নিমতলা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কারণ হজ্জ পালন কালেও মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে' (বাক্বারাহ ১৯৮)। অনুগ্রহ বলতে এখানে ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে মালামাল ক্রয় করে এনে দেশে বিক্রি করায় হজ্জ বাতিল হওয়ার কোন অবকাশ নেই। উল্লেখ্য, এখানে মালামাল বলতে বৈধ মালকেই বুঝতে হবে এবং ব্যবসা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়।

প্রশ্ন-(২/১২৭)ঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যাবে কি?

শফীকুল ইসলাম ও তার সাথীরা
গ্রামঃ নোওয়ালী
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যায়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম। 'ওযূ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না' বলে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ এবং নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় *(দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*।

প্রশ্ন-(৩/১২৮)ঃ রামাযান মাসে তারাবীহ্র জামা'আত চলাবস্থায় কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করে ফরয ছালাত চলছে ভেবে ফরয ছালাতের নিয়তে ছালাত আরম্ভ করল; কিন্তু দু'রাক'আত পর বুঝতে পারল যে, তারাবীহ্র ছালাত চলছে। এমতাবস্থায় সে কি করবে?

ডাঃ বনী আমীন বিশ্বাস
গ্রাম- কুলবাড়িয়া, ডাক-কাথুলী
থানা+যেলাঃ মেহেরপুর।

উত্তরঃ তার ফরয ছালাত আদায় হয়ে যাবে। ইমাম যদি দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরান, তবে সে তার ফরয ছালাতের বাকী দু'রাক'আত পূরণ করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকী দু'রাক'আত পূরণ করতঃ সালাম ফিরাবে। এভাবে তার ফরয ছালাত আদায় হয়ে যাবে। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর সাথে

এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং ওটা তার জন্য নফল ছালাত বলে গণ্য হ'ত *(দ্রষ্টব্যঃ তাহাভী ১/২৩৭; দারাকুৎনী ১০২; বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১১৫১, 'ছালাত' অধ্যায়)।* মু'আয (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল ছালাত আদায় কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে। এতে শরঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন-(৪/১২৯)ঃ ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর যে কোন সূরার মাত্র এক আয়াত দ্বারা ছালাত সমাপ্ত করলে হবে কি?

মুহাম্মাদ ইন্তিয়ার রহমান
গ্রামঃ দোয়ার পাড়া
পোঃ গাবতলী, যেলাঃ বগুড়া।

উত্তরঃ ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর যে কোন সূরার এক আয়াত দ্বারা ছালাত সমাপ্ত করলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعداً

'সূরা ফাতিহা ও তদুর্ধে কিছু পাঠ না করা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হবে না' *(মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, ছহীহুল জামে, হা/৭৫১২)।*

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, সূরা ফাতিহার পর কিছু ক্বিরাআত পাঠ করতে হবে। চাই তা এক আয়াত হৌক বা একাধিক আয়াত হৌক। প্রকাশ থাকে যে, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা সূরার আয়াত না পড়লেও ছালাত হয়ে যাবে *(দ্রষ্টব্যঃ ছহীহ ইবনে খোযায়মা হা/১৬৩৪; ছহীহ আবূদাউদ হা/৭৫৮)।*

প্রশ্ন-(৫/১৩০)ঃ টেবিল, চেয়ার, খাট, বিল্ডিং, স্কুল, চশমা প্রভৃতি বস্তুসমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ'আত হ'লেও শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত নয় কেন? হানাফীরা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে বিদ'আতকে ভাগ করে থাকেন?

ফাতেমা খানম
গ্রামঃ জারেরা, পোঃ গাহোরকুট
থানাঃ মুরাদনগর, যেলাঃ কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বস্তুগুলি আভিধানিক অর্থে বিদ'আত হ'লেও শরীয়তের পরিভাষায় এজন্য বিদ'আত নয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত হ'ল- 'এমন একটি বিষয়, যা দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত। যার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা' (শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/২৮)।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন আবিষ্কার করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)।*

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত ওটাকে বলা হয়, যা দ্বীনের নামে ছওয়াবের আশায় সম্পাদন করা হয়ে থাকে, অথচ তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং দুনিয়াবী ঐ বস্তুগুলি শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

তাছাড়া নবী (ছাঃ) ঐ সব বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়েছেন *(দ্রষ্টব্যঃ মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭, 'ঈমান' পর্ব, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরা' অধ্যায়)।*

সকল হানাফী আলেম বিদ'আতকে দু'ভাগে (হাসানাহ ও সাইয়েআহ) ভাগ করার পক্ষপাতি নন। বরং তাঁদের মধ্যকার অনেকে বিদ'আতকে ভাগ করার বিরোধী। যেসব দলীলের ভিত্তিতে তাঁরা বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন তার পূর্ণ বিবরণের জন্য মাসিক **আত-তাহরীক**, জুলাই'৯৮ ১ম বর্ষ ১১তম সংখ্যায় 'বিদ'আত ও তার পরিণতি' প্রবন্ধ পৃঃ ১৯-২২ এবং মে'৯৯ -এর 'দরসে হাদীছ' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-(৬/১৩১)ঃ আমার মা মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে থেকে ছালাত আদায় করতো না বললেই চলে। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তওবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। আমরা তাকে তওবা পড়াই। কিন্তু তারপর যে ক'দিন বেঁচে ছিলেন শয্যাগত থাকায় ছালাত আদায় করতে পারেনি। তারপর মারা যায়। এখন আমি কি করতে পারি? যদি কাফফারা দিতে হয়, তাহ'লে কিভাবে দেব? উল্লেখ্য যে, তওবার পর কয়দিন বেঁচে ছিল তাও সঠিক মনে নেই। আনুমানিক ৮/১০ দিন হবে।

মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
গ্রামঃ বিষ্ণুপুর
ডাকঃ গোপালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ আপনাদের উচিত ছিল তাকে শোয়া অবস্থায় ইশারায় ছালাত আদায় করতে বলা। কারণ ছালাত কোন অবস্থাতেই মাফ নেই। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, যদি না পার তবে বসে বসে, যদি তাও না পার তবে (শোয়াবস্থায়) এক পার্শ্বে হয়ে' (দ্রষ্টব্যঃ আহমাদ, বুখারী, সুনান চতুষ্টয়, ছহীহুল জামে' হা/৩৭৭৮)।

যা হোক এখন আপনাদের উচিত হবে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তবে এজন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না। কারণ ছালাত পরিত্যাগের জন্য কাফফারা দিতে হবে, এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

প্রশ্ন-(৭/১৩২)ঃ আমি একটি মেয়েকে আমার পসন্দ অনুযায়ী বিবাহ করতে ইচ্ছুক। অবশ্য পূর্ব থেকে মেয়েটির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার পিতা-মাতা অন্যত্র বিবাহ করাতে চান। এই মুহূর্তে পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করে আমার পসন্দকৃত মেয়েটিকে বিবাহ করা উচিত হবে কি?

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান
জামিয়া ইসলামিয়াহ মাদরাসা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পিতা-মাতার পসন্দ করা মেয়েটি অগ্রাধিকার যোগ্য, যদি মেয়েটি দ্বীনদার হয়। যদি তা না হয় বরং ছেলের পসন্দ করা পাত্রীটি অধিক দ্বীনদার হয়, তবে সেটিই অগ্রাধিকার পাবে। এধরনের পাত্রীকেই নবী করীম (ছাঃ) বিয়ে করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম)*। ঐ সময় ছেলে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। কারণ তাদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি *(দ্রঃ তিরমিযী, মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৬)*।

প্রশ্ন-(৮/১৩৩)ঃ ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া, রাফ'উল ইয়াদায়েন না করা, নাভীর নীচে হাত বাঁধা, সিজদা থেকে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ঈদের ছালাত ৬ তাকবীরে পড়া ইত্যাদি কার্যগুলো ছহীহ নয় তার প্রমাণ কি? জানতে ইচ্ছুক। যঈফ হাদীছ কি-না জানাবেন?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
লালবাগ, ঢাকা ১২১১।

উত্তরঃ (ক) ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হ'তে বর্ণিত একটি 'যঈফ' ও 'মুরসাল' হাদীছ জেহরী ও সেরী সকল ছালাতে মুক্তাদীর জন্য সূরায়ে ফাতিহা না পড়ার পক্ষে পেশ করা হয়ে থাকে। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআত তার জন্য ক্বিরাআত হবে' *(নায়লুল আওত্বার ৩/৭০)*। হাদীছটি সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার বলেন, হাদীছটি সকলের নিকটে সর্বসম্মত ভাবে যঈফ *(ফৎহুল বারী ২/৬৮৩)*। (খ) রাফ'উল ইয়াদায়েনের সর্বমোট হাদীছ সংখ্যা ৪০০ (চার শত)। আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ ৫০ জন ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭; ফাৎহুল বারী ২/১০০)*। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী সময়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই যঈফ। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৯)*। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে যা একে বাতিল গণ্য করে *(নায়লুল আওত্বার ৩/১৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮)*। (গ) বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*। আর নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে যে কয়েকটি আছার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনের বক্তব্য হ'ল- لايصلح واحد منها للا ستدلال (যঈফ হওয়ার কারণে) এগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযী ২/৮৯)*।

সিজদা থেকে একবারে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কিত হাদীছ গুলি যঈফ হওয়ার কারণে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। একে জালসায়ে ইস্তেরাহাত বা স্বস্তির বৈঠক বলা হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেজোড় রাক'আত গুলিতে পৌছতেন, তখন দাঁড়াতেন না যতক্ষণ না সুস্থির হয়ে বসতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে لاحتى تطمئن جالسا 'যতক্ষণ না শান্ত হয়ে বসতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)*।

উল্লেখ্য যে, জালসা ছাড়া দাঁড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে কোন মযবুত দলীল নেই *(নায়ল ৩/১৩৮-১৩৯ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে কখনো ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন, এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন মারফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে (হা/১৪৪৩) ও আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছের সনদ 'যঈফ' এবং নয় তাকবীর বলে মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বায় (বোম্বাইঃ ১৯৭৯, ২/১৭৩ পৃঃ) যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলের (ছাঃ) দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন *(বায়হাক্বী ৩/২৯০; নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৬; মির'আত ২/৩৪৩; আলবানী, মিশকাত হা/১৪৪৩)*। অতএব উপরোল্লিখিত মাসআলার পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন দলীল নেই।

প্রশ্ন-(৯/১৩৪)ঃ জায়নামাযে যদি তাজমহলের ছবি থাকে তাহ'লে এর উপরে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানালে খুশি হব।

খাদীজা খাতুন
জুনারী, তেরখাদা
খুলনা।

উত্তরঃ তাজমহলের ছবি সম্বলিত জায়নামাযে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ নয়। তাজমহল হ'ল মাযার বা কবর।

আর কবরের উপর ছালাত আদায় করতে ও বসতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। সুতরাং মাযার বা কবরের ছবির উপর ছালাত আদায় করা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। আবু মারছাদ বিন কান্নায বিন হুছাইন হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'তোমরা কবরে ছালাত আদায় কর না এবং এর উপর বস না' (মুসলিম হা/৯৭২)। অতএব তাজমহল যখন একটি মাযার বা কবর তখন এর ছবির উপরে ছালাত আদায় করা মোটেও উচিত হবে না।

প্রশ্ন-(১০/১৩৫)ঃ একটি মাসিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে বলা হয়েছে- 'অসুস্থতার কারণে রামাযান মাসে যে ক'টি ফরয রোযা ক্বাযা হয়েছে, ঐ ফরয রোযা শাওয়াল মাসে শাওয়ালের ৬টা রোযার সাথে নিয়ত করলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে'। একই সংগে ফরয ও নফল রোযা আদায় হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

কাযী আলী আযম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফরয ছিয়ামের সাথে নফল ছিয়ামের নিয়ত করলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে বলে শরীয়তে কোন বিধান নেই। বরং ক্বাযা ছিয়াম সম্পর্কে সূরা বাক্বারাহ্‌র ১৮৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে ছিয়াম পূরণ করে নিতে হবে'। উক্ত আয়াতে শুধুমাত্র ক্বাযা ছিয়াম পূরণ করার কথা বলা হয়েছে।

শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম সম্পর্কে মুসলিম শরীফের হাদীছ এসেছে 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম রেখে শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম রাখল সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম হা/১১৬৪; তিরমিযী হা/৭৫৯; আবুদাউদ হা/২৪৩৩)*। উক্ত হাদীছে রামাযানের ছিয়াম রাখার পর শাওয়ালের ছিয়াম রাখার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এক সাথে ফরয ও নফল আদায় হয়ে যাবে, এ কথা বলা হয়নি। ফরয এবং নফল উভয় ছিয়ামের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা হলেও উভয় ছিয়াম একই সাথে আদায় করা যাবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব ফরয ও নফল পৃথকভাবে আদায় করাই শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন-(১১/১৩৬)ঃ ইসলামে কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ আছে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

আযাদ
বল্লা বাজার
টাংগাইল।

উত্তরঃ ইসলামে কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া তো দূরের কথা বরং সেটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘৃণা করতেন এবং কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ছাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগমন করতে দেখতেন, তখন তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা পসন্দ করেন না *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*। আর হযরত সা'দ -এর জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার যে আদেশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিয়েছিলেন, এর কারণ এই ছিল যে, হযরত সা'দ তখন আহত অবস্থায় গাধার পিঠে চড়ে এসেছিলেন। তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি সম্মান প্রদর্শনার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ ছিল না। সুতরাং কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। তবে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে যাওয়া জায়েয আছে।

প্রশ্ন-(১২/১৩৭)ঃ আমাদের দেশের বা অন্যান্য দেশের অনেক হাজী ছাহেব হজ্জ করতে গিয়ে মক্কা, মদীনা ও আরাফার ময়দানসহ বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে ছবি উঠিয়ে নিয়ে আসেন। এটি কি শরীয়ত সম্মত? এতে হজ্জের কি কোন ক্ষতি হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

আব্দুর রঊফ
গ্রাম+পোঃ শরীফপুর
জামালপুর।

উত্তরঃ হজ্জ করতে গিয়ে হোক বা অন্য জায়গায় হোক যে কোন প্রাণীর ছবি তোলা, ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা অথবা এমনভাবে ছবি ব্যবহার করা, যাতে ছবির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তা হারাম।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট তারাই সর্বাধিক কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি, যারা ছবি তোলে' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৪৪৯৭)*। অন্য হাদীছে আছে হযরত আবু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতারা এমন বাড়ীতে প্রবেশ করেন না, যে বাড়ীতে কুকুর কিংবা ছবি থাকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৭)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছবি তোলা বা ঘরে ছবি লটকিয়ে রাখা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে এতে ঐ ব্যক্তির হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন-(১৩/১৩৮)ঃ ছালাতে রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে যে দো'আ পড়তে হয় তা কি নীরবে না সরবে? আর সেজদায় যাবার সময় কোন্ অঙ্গ আগে রাখতে হবে?

শফীকুল ইসলাম ও সাথীগণ
গ্রামঃ নোওয়ালী

ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ রুকু থেকে উঠে যে দো'আটা পড়তে হয় তা নীরবে পড়াই উত্তম। অনেকে উক্ত দো'আ সরবে পড়ার প্রমাণে নিম্নের হাদীছটি পেশ করে থাকেন। ছাহাবী রেফা'আহ বিন রাফে' বলেন, একবার আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে 'সামি'আল্লাহু লেমান হামিদাহ' বললেন, তখন একজন পিছন থেকে এই দো'আ পড়লঃ

ربنالك الحمد حمدً كثيراً طيباً مباركاً فيه

অতঃপর তিনি সালাম ফিরায়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কথাগুলো কে বলল? লোকটি বলল, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে ছুটোছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথা কে আগে লিখবে *(বুখারী, মিশকাত ৮২ পৃঃ 'ছালাত' পর্ব, 'রুকু' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষঃ

১। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঐ লোক ব্যতীত নবী করীম (ছাঃ) ও সকল মুছল্লী রুকু থেকে উঠার দো'আটি সরবে পড়েননি।

২। উক্ত দো'আ পড়ার ব্যাপারে নবী (ছাঃ)-এর আমল নেই, ছাহাবীগণেরও আমল নেই শুধু ঐ ছাহাবী ব্যতীত।

৩। ঐ ছাহাবীর মুখে উচ্চারিত দো'আর ফযীলতে ঐ হাদীছটি বর্ণিত। উচ্চ কণ্ঠে বলার ফযীলতে তা বর্ণিত হয়নি। সুতরাং উক্ত হাদীছটি রুকু হ'তে উঠে সরবে দো'আ পড়ার চেয়ে নীরবে দো'আ পড়ার স্বপক্ষেই বেশী শক্তিশালী দলীল। তাছাড়া রুকু থেকে উঠে যা পড়া হয় তা একটি দো'আ মাত্র। আর দো'আর সাধারণ আদব হ'ল নীরবে পড়া। আল্লাহ বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক, বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' (আ'রাফ ৫৫)।

সিজদায় যাবার সময় হাত আগে রাখাই সুন্নাত। উক্ত সুন্নাত নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্বাওলী ও ফে'লী উভয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং, প্রশ্ন নং (১/৩৬)।

প্রশ্ন-(১৪/১৩৯)ঃ স্বেচ্ছায় ছিয়াম পরিত্যাগ করার কারণে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন ভাবে সামাজিক শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন- বেত্রাঘাত, কান ধরে উঠা বসা, ছেঁড়া জুতা গলায় বাঁধা ইত্যাদি। এ শাস্তি প্রদান করা যাবে কি?

আব্দুস সালাম
পুটিহার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বেচ্ছায় ছিয়াম পরিত্যাগ করার কারণে কোন ব্যক্তিকে প্রশ্নে উল্লিখিত শাস্তি বা অনুরূপ কোন শাস্তি প্রদান করা যাবে না। কারণ স্বেচ্ছায় ছিয়াম ভঙ্গ কারীর শাস্তি নবী করীম (ছাঃ) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যা পৃথিবীর যে কোন স্থানে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আর সেটা হ'লঃ 'পরপর ৬০টি ছিয়াম রাখবে' সম্ভব না হ'লে একজন দাস বা দাসীকে মুক্ত করবে। তাও সম্ভব না হ'লে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-(১৫/১৪০)ঃ নিফাসের সময়সীমা কত দিন। সারা দিন ছাওম পালন করে ইফতারের কিছু পূর্বে স্রাব শুরু হ'লে সেদিনের ছাওমের হুকুম কি?

আরেফা পারভীন
ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিফাসের নিম্ন সময়ের কোন পরিমাণ নেই। যখনই পবিত্র হবেন, তখনই ছালাত ও ছিয়াম আরম্ভ করবেন। তবে নিফাসের ঊর্ধ সময়সীমা হচ্ছে ৪০ দিন। উম্মে সালামা বলেন, নিফাসী মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান, তোহফা ১ম খণ্ড ৩৬৪ পৃঃ 'নিফাসী মহিলাদের অপেক্ষার পরিমাণ' অধ্যায়)*। যখন কোন মহিলা রক্তস্রাব লক্ষ্য করবেন, তখনই তিনি ছালাত-ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন। ফাতেমা বিনতে আবি হোবায়েশ মুস্তাহাযা মহিলা ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইহা ঋতু নয় ইহা রগের অসুখ মাত্র। যখন ঋতু আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দাও। আর যখন ঋতু ভাল হয়ে যাবে তখন গোসল কর ও ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৬ পৃঃ)*। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, স্রাব আসা মাত্রই ছালাত ও ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে। তবে ছিয়াম অন্য মাসে আদায় করতে হবে। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং সারাদিন ছিয়াম পালন করে ইফতারের কিছু পূর্বে স্রাব শুরু হলে সেদিনের ছাওমও ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-(১৬/১৪১)ঃ বিনা ওযূতে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল যবেহ করা যাবে কি? যাদের প্রতি গোসল ফরয হয়েছে, সে ব্যক্তি যদি কোন পশু যবেহ করে কিংবা যবেহ করার সময় পশু ধরে, তাহ'লে উক্ত পশুর গোস্ত খাওয়া যাবে কি?

আব্দুস সালাম
পুটিহার, ভাদুরিয়া
দিনাজপুর।

উত্তরঃ গোসল ফরয হোক বা না হোক, ওযূ থাক বা না থাক, যে কোন অবস্থায় কোন মুসলিম মহিলা বা পুরুষ কোন হালাল পশু যবেহ করলে তা খাওয়া জায়েয আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যা জীবিত

যবেহ করেছ' (মায়েদাহ ৩) (তা তোমাদের জন্য হালাল)। পবিত্র-অপবিত্র সকল মুসলিম নর-নারী অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত আয়াতের আলোকে ইবনু হযম বলেন, অপবিত্র, ঋতুবতী, ফাসেক সকলেই পশু যবেহ করতে পারে' *(মুহাল্লা ৬ খণ্ড ১৪২ পৃঃ)*। মুসলিম নর-নারীর যবেহ তো খাওয়া জায়েয, এমনকি কুকুরের শিকারও খাওয়া জায়েয। আদী বিন হাতেম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! 'আমরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর (শিকারে) পাঠাই! তিনি বললেন, তোমার জন্য সে যা শিকার করে তা খাও। আমি বললাম, যদি হত্যা করে দেয়? তিনি বললেন, হত্যা করলেও' -*(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৫৭ পৃঃ)*। অপরিচিত সম্প্রদায়ের যবেহও খাওয়া জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অপরিচিত সম্প্রদায়ের যবেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খাও -*(বুখারী, মিশকাত ৩৫৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-(১৭/১৪২)ঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদের ফিৎরা দিতে হবে কি? এবং এরূপ দরিদ্রের মধ্যে ফিৎরা বণ্টন করা যাবে কি?

আনীছুর রহমান
হাতীবান্ধা, সখিপুর
টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে এবং অনুরূপ দরিদ্রের মাঝে ফিৎরা বণ্টনও করা যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরে ফিৎরা ফরয করেছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম নর-নারী, ছোট-বড়, গোলাম ও স্বাধীন সকলের প্রতি ফিৎরা ফরয করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬০ পৃঃ)*। ফিৎরা প্রদান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ফিৎরা হচ্ছে ফকীর-মিসকীনদের খাদ্য *(আবুদাঊদ, মিশকাত ১৬০ পৃঃ)*। সুতরাং যাদেরকে মুসলমান বলা যাবে তাদের নিকট হ'তে ফিৎরা আদায় ও তাদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে।

প্রশ্ন-(১৮/১৪৩)ঃ স্বামী বিদেশ গিয়ে কোন অপরাধে যাবজ্জীবন জেল হয়ে যায়। এদিকে তার স্ত্রী ১০/১২ বৎসর পর সংবাদ পেলেন যে, তার স্বামী মারা গেছেন। স্ত্রী অনুতপ্ত হয়ে আরো দু'বৎসর অপেক্ষা করে অন্যত্র বিবাহ করে এবং সংসার করতে থাকে। এদিকে স্বামী ২৫ বৎসর পর জেল থেকে মুক্তি পায় এবং দেশে ফিরে আসে। সংবাদ পেয়ে তার স্ত্রী তাকে দেখতে আসে। এখন সমস্যা হচ্ছে সে কোন স্বামীর সঙ্গে থাকবে।

মুসাম্মাৎ পারভীন
পুটিহার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী চার বৎসর অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। ওমর (রাঃ) বলেন, নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী ৪ বৎসর যাবৎ অপেক্ষা করবে *(মুহাল্লা, ৯ম খণ্ড ৩১৬ পৃঃ)*। অত্র হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত যেমন হাম্মাদ ইবনে সালামা, ইবনে আবী শায়বা, সাঈদ ইবনে মানছূর প্রমুখ *(মুহাল্লা পৃঃ ঐ)*। ওমর, উছমান, আলী, ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর ও অনেক তাবেঈ বিদ্বান অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ৩২৪ পৃঃ)*। তবে স্বামী পরে প্রকাশ হ'লে তার জন্য এখতিয়ার রয়েছে। সে তার প্রদান কৃত মোহর গ্রহণ করতে পারে কিংবা স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। একদা ওমর (রাঃ) এক স্বামীকে মোহর ফেরত দেন এবং এক স্বামীকে স্ত্রী ফেরত দেন *(মুহাল্লা, ৯ম খণ্ড ৩১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-(১৯/১৪৪)ঃ আমাদের এলাকায় বিবাহের দিন কনেকে অন্যান্য মেয়েরা গোসল করিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন গীত বলে থাকে। এসব কর্ম আমার বিবাহ অনুষ্ঠানে আমার পিতা করতে দেননি। আমার প্রশ্নঃ বিবাহে গোসল কি সুন্নাত? গীত ও গোসল না হওয়ায় কি আমার পাপ হবে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

রোকসানা পারভীন
ফাযিল ১ম বর্ষ
কড়ই আলিয়া মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহের দিন গোসল করা সুন্নাত নয়। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজ-সজ্জার জন্য বর ও কনে গোসল করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান *(মুসলিম, মিশকাত ৩৮ পৃঃ)*।

বিবাহে ছোট ছোট মেয়েরা গীত গাইতে পারে। আমের ইবনে সা'দ বলেন, আমি কুরযা ইবনে কা'ব এবং আবু মাসঊদ আনসারীর সাথে এক বিবাহে গেলাম, দেখি কতগুলি ছোট ছোট মেয়ে গীত গাচ্ছে। তখন আমি বললাম, 'আপনারা দু'জন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গী এবং বদরী ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনাদের সামনে এরূপ হচ্ছে'! তারা দু'জন বললেন, 'আপনার ইচ্ছে হ'লে শুনুন নইলে যান'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বিবাহের সময় এরূপ আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছেন' *(নাসাঈ, ২য় খণ্ড ৭৭ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনেও ছোট মেয়েরা গীত গাইত *(বুখারী ২য় খণ্ড ৭৭৩ পৃঃ)*। বিবাহে গোসল ও গীত পরিবেশন যরূরী নয়। কাজেই নিঃসন্দেহে প্রশ্ন কারিনীর কোন পাপ হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, দেশে প্রচলিত বর্তমান প্রথায় গীত গাওয়া ও হলুদ মাখা জায়েয নয়।

প্রশ্ন-(২০/১৪৫)ঃ বিধর্মীদেরকে দাদা, ভাই, কাকা, বন্ধু কিংবা যে কোন সম্বন্ধ করে ডাকা যায় কি? কুরআন

ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

মুসাম্মাৎ পারভীন
ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দাদা, ভাই, কাকা বা কোন সম্বন্ধ করে ডাকা মূলতঃ ভাষাগত পার্থক্য। আমরা চাচা বলি তারা কাকা বলে, আমরা ভাই বলি তারা দাদা বলে, আমরা আব্বা বলি তারা বাবা বলে। এরূপ ডাকা সামাজিক ভদ্রতা মাত্র এতে কোন দোষ নেই। তবে মুসলিম উম্মাহ্‌র জেনে রাখা আবশ্যক যে, বির্ধমীগণ কোন দিনই মুসলমানদের দ্বীনী ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন আপোষে ভাই ভাই' (হুজুরাত ১০)। এখানে শুধু মুমিন মুসলমান উদ্দেশ্য, কোন বিধর্মী এই ভাইয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমরা কখনও এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তারা এমন লোকদের ভালবাসে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে' (মুজাদালা ২২)। এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মুসলমান ও বিধর্মীদের মধ্যে অন্তরঙ্গ ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে না। সাধারণভাবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলমানের নিকট সদ্ব্যবহার ও ভদ্র আচরণের হক রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে না এবং বাড়ী থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয় না, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' (সূরা মুমতাহানা ৮)। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত নাযিল করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়াশীল হয় না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪২১ পৃঃ)*। আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার মুশরিক মা আমার নিকট আসেন, তিনি ইসলামে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ কর *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত ৪১৯ পৃঃ)*। সুতরাং বিধর্মীগণ মুসলমানের নিকটে সদাচরণের অধিকার রাখেন।

প্রশ্ন (২১/১৪৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি ১ম দফায় স্ত্রীকে এক তালাক দেয়। ২য় দফায় কয়েক বছর পরে থানায় দারোগার কার্যালয়ে একটি শালিশ বসে। দারোগা এক লেখকের মাধ্যমে ১টি তালাক নামা লিখে দেন। উভয় পক্ষের ৮ জন শালিশের সদস্য তালাক নামায় সই করেন। অতঃপর এটি দু'বার মজলিসে পাঠ করা হয়। দারোগার নির্দেশে তালাক নামায় স্বামী সই করে। কিন্তু তালাকের ভাষা মুখে উচ্চারণ করেনি। তালাক নামাটি নিম্নরূপ-

'আজ হ'তে আমি যদি তাড়ি, মদ ইত্যাদি পান করি ও অত্যাচার করি, তবে আমার স্ত্রী এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বায়েন হয়ে যাবে।' উল্লেখ্য যে, স্বামী পরবর্তীতে তাড়ি ও মদ পান করেছিল এবং বলেছিল, দারোগার ভয়ে আমি সই করেছিলাম। তখন এক আলেম ফৎওয়া দেন যে, ভয়ে সই করলে তালাক হয় না। ফলে তাদের সংসার চলতে থাকে। অতঃপর স্বামী স্ত্রীকে কোন কারণ বশতঃ ৩য় দফায় ১টি তালাক দেয়। এক্ষণে

সবিনয়ে জানতে চাই, তাদের বিবাহ বন্ধন ঠিক আছে কি? যদি না থাকে, তবে 'তাহলীল' ছাড়া তাদের বিবাহ জায়েয কি?

-মুহাম্মাদ শামসুল হুদা
ইমাম, মুগুরিভুজা পুরাতন জামে মসজিদ
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সত্যিই যদি ২য় দফার তালাকটি দারোগার ভয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা পতিত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বাধ্য অবস্থায় তালাক ও গোলাম আযাদ হয় না' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৮৫)*। তবে প্রথম ও তৃতীয় দফার তালাক দু'টি তালাক বলেই গণ্য হবে। অর্থাৎ আপনার পরিবেশিত তথ্যানুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীকে দু'টি তালাক স্বেচ্ছায় দিয়েছে। সুতরাং এই দু'টি তালাক তালাক বলেই গণ্য হবে। অতএব ২য় তালাকের পর স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে ইদ্দতের (তিন তহুরের) মধ্যে রাজ'আত করে, তবে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। আর যদি ইদ্দতের মেয়াদ বিনা রাজ'আতে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে দুই তালাক বায়েন বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় উভয়ে পুনরায় ঘর সংসার করতে চাইলে উভয়কে নতুন করে বিবাহ পড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অন্য এক জনের সাথে বিবাহ বসতে হবে না বা 'তাহলীল' করতে হবে না।

আল্লাহ বলেনঃ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ 'যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতের শেষ মেয়াদে পৌঁছে যাবে তখন (অর্থাৎ মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে) তখন (হে অভিভাবকগণ!) তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না স্বীয় স্বামীদেরকে বিবাহ করা হ'তে (বাক্বারাহ ২৩২)। মা'ক্বেল বিন ইয়াসার-এর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে ঐ ভাবেই রেখে দিয়েছিলেন। এমনকি তার ইদ্দত পার হয়ে গিয়েছিল। তখন তার স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে মা'ক্বেল (মেয়েটির অভিভাবক) তাতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে অত্র আয়াতটি নাযিল হয় (বুখারী ১/৬৪৯-৬৫০ 'তাফসীর' অধ্যায়, দেওবন্দ ছাপা)। তিরমিযী শরীফে (ছহীহ তিরমিযী হা/২৩৮২) আছে, অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মা'ক্বেল (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে ডেকে তার সাথে স্বীয় বোনের (পুনরায়) বিয়ে দেওয়ার সম্মতি প্রকাশ করেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৩৮০, রিয়াদ ছাপা, সূরা বাক্বারাহ ২৩৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২২/১৪৭)ঃ শিক্ষিত ব্যক্তিদের গলায় 'টাই' বাঁধা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? এটি কি মুসলিম ব্যক্তির পোশাক? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
২য় বর্ষ, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী কলেজ।

উত্তরঃ 'টাই' খৃষ্টানদের একটি ধর্মীয় পোষাক হিসাবে পরিচিত। অতএব 'টাই' সহ বিধর্মীদের সকল ধর্মীয় পোশাক ইসলামী শরীয়তে নাজায়েয। নবী করীম (ছাঃ) আমর বিনুল আছ (রাঃ)-এর গায়ে দু'টি 'মোআছফার' পোষাক (এক প্রকার লাল কাপড়) দেখে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই এটি কাফেরদের কাপড় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তুমি এ দু'টি কাপড় পরিধান কর না' (মুসলিম হা/৪৩২৭, 'পোশাক' অধ্যায়)। অপর হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' (আবুদাঊদ, 'পোশাক' অধ্যায়)। উক্ত সাদৃশ্য তাদের কৃষ্টি-কালচার পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়েও হ'তে পারে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোন থেকেও 'টাই' না পরা উচিৎ।

প্রশ্ন (২৩/১৪৮)ঃ আমি একজন নতুন বিবাহিতা মহিলা। আমার স্বামী সামনের কিছু চুল কাটা এবং হালকা সাজসজ্জা পসন্দ করেন। কিন্তু আমার শ্বাশুড়ী তা পসন্দ করেন না। এমতাবস্থায় আমি কার পসন্দকে মেনে চলব। উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ নদী
প্রযত্নেঃ সাগর
গ্রাম ও পোঃ কাথুলী
থানা + যেলাঃ মেহেরপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের মাথায় চুল বড় থাকাই শরীয়ত সম্মত। যা তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ। মাথার চুল চিরুনী করলে সাজসজ্জা বৃদ্ধি হয়। জাবের (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম।..... অতঃপর যখন আমরা মদীনায় উপনীত হয়ে আপন আপন বাসস্থানে যেতে চাইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, থাম আমরা সন্ধ্যায় যার যার বাড়ী ফিরব, যাতে রুক্ষ নারীরা মাথায় চিরুনী করে নেয় এবং প্রবাসী স্বামীদের স্ত্রীরা নাভির নীচের কেশ সাফ করে নেয় (*বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ২৬৭ পৃঃ*)। উম্মে আত্বিইয়াহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় আমরা তাঁর মৃত কন্যা যয়নবকে গোসল দিচ্ছিলাম।.... অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার চুল গুলি বেণী গেঁথে দাও। অপর বর্ণনায় রয়েছে, উম্মে আত্বিইয়াহ বলেন, আমরা তার কেশকে তিনটি বেণীতে ভাগ করলাম এবং তার পিছন দিকে ছেড়ে দিলাম (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৩ পৃঃ, 'মৃতের গোসল ও কাফন' অধ্যায়*)। হাদীছদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মহিলাদের মাথায় লম্বা চুল থাকত। তবে লম্বা চুল রাখা আবশ্যক নয়। ইচ্ছা করলে চুল ছোট করতে পারে। পুরুষের সদৃশ যেন না হয় এর প্রতি লক্ষ্য রেখে মাথার চুল ছোট করতে পারে। প্রমাণে ছহীহ হাদীছ রয়েছে (*মুসলিম ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃঃ*)।

প্রশ্ন-(২৪/১৪৯)ঃ ছাহাবীর আছার যদি মারফূ' হাদীছের বিপরীত হয়, তাহ'লে মারফূ' হাদীছের উপর আমল করব নাকি আছারের উপর আমল করব।

ফাতেমা খানম
গ্রাম-জারেরা, পোঃ গাহেরকুট
থানাঃ মুরাদনগর, যেলাঃ কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় মারফূ' হাদীছের উপরই আমল করতে হবে। তবে অবশ্যই নিরীক্ষা করে দেখতে হবে মারফূ' হাদীছ ও 'আছার' উভয়ের সনদ কি পর্যায়ের। মারফূ' হাদীছের সনদ ছহীহ এবং আছারের সনদ যঈফ হ'লে তো আছার মানার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যদি মারফূ' হাদীছের সনদ দুর্বল অথচ ছাহাবীর আছারের সনদ সবল প্রমাণিত হয় তবে মারফূ' হাদীছ পরিত্যাগ করতঃ আছারকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ যঈফ হাদীছ মারফূ' হ'লেও গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন-(২৫/১৫০)ঃ কোন পেশ ইমাম সারা বছর রাতে মসজিদে ঘুমাতে ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন কি?

শফীকুল ইসলাম ও তার সাথীরা
গ্রামঃ নোওয়ালী
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ হ্যাঁ পারবেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) মসজিদে ঘুমাতেন (*বুখারী ফাৎহ সহ হা/৪৪০ 'ছালাত' অধ্যায় 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ*)। সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) যুদ্ধে যখম হ'লে নবী করীম (ছাঃ) তার দেখাশুনার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু বানিয়েছিলেন। ঐ মসজিদে 'গেফার' গোত্রের লোকদেরও তাবু ছিল (*বুখারী ফাৎহ সহ হা/৪৬৩ 'অসুস্থ ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু বানানো' অধ্যায়*)।

মসজিদে খাওয়া-দাওয়া করাও বৈধ। ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হারেছ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ) -এর যামানায় মসজিদে রুটি ও গোস্ত খেতাম (*ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, হা/৩৩০০ 'খাদ্য' অধ্যায়*)।